নরেন্দ্র মোদিকে কটাক্ষ করা মালদ্বীপের দুই মন্ত্রীর পদত্যাগ

● ● ● ●

সারে-জমিন

স্ত্রীকে খুন করার অপরাধে স্বামীর যাবজ্জীবন সাজা

রূপসী বাংলা

সামাজিক ঘটনাগুচ্ছ ও প্রতিবাদের মালিন্য

সম্পাদকীয়

কুরআন-হাদিসের দৃষ্টিতে বোরকা ও হিজাব

দাওয়াত

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

বৃহস্পতিবার
১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৪
২৭ ভাদ্র ১৪৩১
৮ রবিউল আউয়াল, ১৪৪৬ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

রাজকুমারের হ্যাটট্রিকে সেমিফাইনালে প্রবেশ ভারতের

● ● ● ●

খেলতে খেলতে

Vol.: 19 ■ Issue: 248 ■ Daily APONZONE ■ 12 September 2024 ■ Thursday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

মেডিক্যাল কাউন্সেলিংয়ে ‘নিয়মভঙ্গের’ নালিশ নিয়ে বিসিডব্লিউতে সমাজবিদরা

আপনজন ডেস্ক: ‘নিট কাউন্সেলিংয়ে নিয়ম ভঙ্গের গুরুতর অভিযোগ উঠল স্বাস্থ্য দফতরের বিরুদ্ধে’ শিরোনামে ‘আপনজন’ পত্রিকায় একটি খবর প্রকাশিত হয় গত রবিবার। সেই খবরের সূত্র ধরে সমাজবিদ জিম নওয়াজ-এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল বুধবার উপস্থিত হয় ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের সল্টলেকের অফিসে। প্রতিনিধি দলটিতে ছিলেন ডা. ফারুল সরকার, ইঞ্জিনিয়ার রবিউল আওয়াল উর রহমান, আইনজীবী পারভেজ আলম, অধ্যাপক মানাজাত আলী বিশ্বাস, জাহিদ হাসান, মেডিক্যাল কাউন্সেলিংয়ে বঞ্চিত প্রার্থী সাহিনুর সেখ সহ অন্যরা। অফিসে সেসময় উপস্থিত ছিলেন না ডিপার্টমেন্টের সচিব। ডিপার্টমেন্টের জয়েন্ট কমিশনার ফর রিজার্ভেশন অ্যান্ড অ্যাডিশনাল সেক্রেটারি অভিজিৎ মুখার্জি-র সাথে এবিষয়ে প্রতিনিধি দলটির দীর্ঘ আলোচনা হয়। তারা অভিজিৎ মুখার্জিকে তথ্যপ্রমাণ দেখান এবং এক পর্যায়ে অভিজিৎবাবু মেনে নিতে বাধ্য হন যে, এবছরের কাউন্সেলিংয়ের জন্য স্বাস্থ্য দফতরের তৈরি গাইডলাইন ত্রুটিপূর্ণ বলে প্রতিনিধি দলটির দাবি যুক্তিযুক্ত। সমস্যা সমাধানে তিনি একটি লিখিত অভিযোগ জানাতে বলেন। এবারের নিট পরীক্ষায় ৬৬০ স্কোর করেও বঞ্চিত সাহিনুর সেখ লিখিত অভিযোগ

দায়ের করেন। অভিযোগ দায়েরের পরপরেই ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য দফতরের ডিএমই-কে ইমেইল মারফত চিঠি পাঠানো হয়।

রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরের বিরুদ্ধে মূল অভিযোগ হল, ২০২৩ সালে নিট-এর কাউন্সেলিং-এ যে নিয়ম নীতি ছিল ২০২৪ সালে তারা তার পরিবর্তন এনেছে। রাজ্যের স্বাস্থ্য ভবন মেডিক্যালের কাউন্সেলিং-এর সময় সংরক্ষণ ক্যাটেগরি পরিবর্তন না করার ও জমা না নেওয়ার নিয়ম জারি করেছে। যদিও ২০২৩ সালে এই নিয়ম ছিল না। ২০২৩ সালে কাউন্সেলিংয়ের সময় সংরক্ষণ ক্যাটেগরি পরিবর্তন করে আবেদন জমা করার অপশন ছিল এবং তার ভিত্তিতেই মেধা তালিকা প্রকাশিত হয়েছিল। এই নিয়ম পরিবর্তন করে স্বাস্থ্য দফতর একদিকে যেমন ২০২৩ সালের ২৬শে জুলাই বিসিডব্লিউ-এর প্রকাশিত নির্দেশ অমান্য করেছে অন্যদিকে তেমনি এবছরে প্রকাশিত এনটিএ অর্থাৎ ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সির নির্দেশও অমান্য করেছে বলে অভিযোগ। উল্লেখ্য, মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে, যারা রাজ্য সরকারের মান্যতাপ্রাপ্ত ওবিসি কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের মান্যতাপ্রাপ্ত নয় তাদের ২০২৩ সালের ২৬শে জুলাই রাজ্যের ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের এর পক্ষ থেকে ইডব্লিউএস-এর সার্টিফিকেট দেওয়ার নোটিশ প্রকাশিত হয়। ওই নোটিফিকেশনে (1352-BCW/ MR-52/2019 Date: 26.07.2023) বলা হয়, যেসমস্ত রাজ্যের ওবিসি তালিকাভুক্তরা কেন্দ্রীয় ওবিসি তালিকায় অন্তর্ভুক্ত নয় তাদের ইডব্লিউএস সার্টিফিকেট ইস্যু করা হবে। আর আবেদনকারীরা চাকরি ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে ইডব্লিউএস সংরক্ষণের সুবিধা পাবে। কিন্তু রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের বর্তমান গাইডলাইনের পরে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে প্রকাশিত ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের এই নোটিফিকেশন গুরুত্বহীন হয়ে গেল।

এবিষয়ে প্রতিনিধি দলের পক্ষ থেকে সমাজবিদ জিম নওয়াজ বলেন, এবারের কাউন্সেলিং-এ স্বাস্থ্য দফতর যেভাবে গাইডলাইন পরিবর্তন করেছে তা আইনের ভাষায় ব্যাড ইন ল। আমরা চাই, স্বাস্থ্য দফতর তাদের ভুল শুধরে নিয়ে আবার নতুন করে কাউন্সেলিং শুরু করুক। তা নাহলে আমাদের সামনে রাস্তার আন্দোলন এবং আইনের পথ দুটোই খোলা আছে।

প্রতিনিধি দলের অন্যতম সদস্য ডা. ফারুল সরকার বলেন, স্বাস্থ্য দফত যার করেছে তা পরিষ্কার অন্যায়। এই অন্যায় মেনে নেওয়া যায় না। ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টে এসে আমরা কিছুটা আশ্বস্ত হলেও পুরোপুরি আশ্বস্ত হতে পারিনি, আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে।

শর্ত চাপালেন জুনিয়র ডাক্তাররা, ফের মমতার সঙ্গে বৈঠক হল না

আপনজন ডেস্ক: আরজি কর ধর্ষণ ও হত্যার বিষয় নিয়ে এখন রাজ্যজুড়ে প্রতিবাদের ঢেউ। সেই লগ্নে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের দ্বিতীয় দফার আলোচনার আমন্ত্রণ জুনিয়র ডাক্তারা প্রত্যাখ্যান করায় বুধবার স্বাস্থ্য ভবনে উত্তেজনা চরমে ওঠে। একদিকে জুনিয়র ডাক্তদারদের চার দফা শর্ত ও অন্যদিকে শর্ত ব্যতিরেকে বৈঠকের আয়োজন নিয়ে সরগরম সরকার ও জুনিয়র ডাক্তারদের পক্ষ।

বুধবার সন্ধ্যায় সাংবাদিক বৈঠকে রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ এ বিষয়ে বলেন, ‘শর্ত দিয়ে আলোচনা হতে পারে না। জুনিয়র ডাক্তারদের তরফে কোনও সাড়া মেলেনি, তাই কোনও আলোচনাও হতে পারেনি। আমরা আশা করেছিলাম তারা আসবেন। আমি আশা করি তারা সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশনা এবং আমাদের আবেদন মেনে চলবেন ও তাদের কাজে পুনরায় যোগ দেবেন। কিন্তু তাদের জবাবে আমরা মর্মাহত।’

সংবাদ সম্মেলনে পুলিশের ভারপ্রাপ্ত ডিরেক্টর জেনারেল রাজীব কুমার বলেন, আমরা আমাদের জুনিয়র ডাক্তারদের নিরাপদ এবং সুরক্ষিত পরিবেশ সরবরাহ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমরা চাই তারা কাজে ফিরে আসুক। তারা একটা পরিবর্তন দেখতে পাবে। তাদের ভুল পথে যাওয়া উচিত নয়। আমাদের উদ্দেশ্য একই। তৃণমূলের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য জুনিয়র ডাক্তারদের মনে করিয়ে দেন, সুপ্রিম কোর্টের

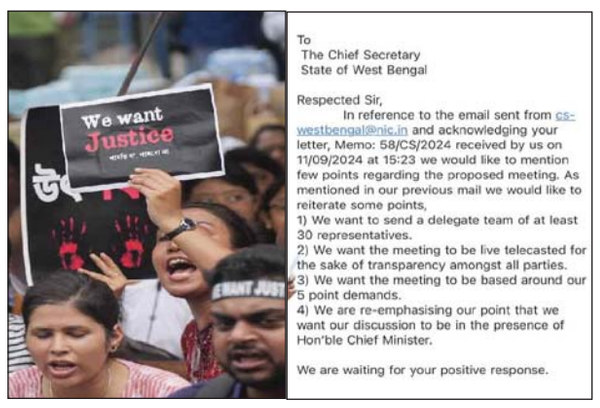

To
The Chief Secretary
State of West Bengal

Respected Sir,
In reference to the email sent from cs-westbengal@nic.in and acknowledging your letter, Memo: 58/CS/2024 received by us on 11/09/2024 at 15:23 we would like to mention few points regarding the proposed meeting. As mentioned in our previous mail we would like to reiterate some points,
1) We want to send a delegate team of at least 30 representatives.
2) We want the meeting to be live telecasted for the sake of transparency amongst all parties.
3) We want the meeting to be based around our 5 point demands.
4) We are re-emphasising our point that we want our discussion to be in the presence of Hon'ble Chief Minister.

We are waiting for your positive response.

নির্দেশ মেনে চলা উচিত। তিনি বলেন, ‘মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬টা ১০ মিনিটে আমরা ই-মেইল করি। কিন্তু তারা কথা বলতে চাননি। উত্তর দেন ভোর পৌনে তিনটেয়। এটা কি ঠিক? এগুলো কি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত?’

এ বিষয়ে এনআরএস মেডিক্যাল কলেজের প্রতিবাদী এক চিকিৎসক বলেন, আমরা মুখ্যসচিবের নির্দেশ পেয়েছি। আমরা আমাদের মূল দাবির প্রতি সত্য থাকি এবং আলোচনাটি আমাদের শর্তাবলি অনুসারে হওয়া উচিত। জুনিয়র চিকিৎসকদের ইমেল নিয়ে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, গতকাল সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী অপেক্ষা করেছেন। কেউ আসলেন না। তিনি খোলা মনে আলোচনার জন্য বসেছিলেন। পরের দিন ভোর তিনটে ৪৫ মিনিটে সিএমও-তে ইমেল আসে। এটা কি স্বাভাবিক ? এর পিছনে রাজনীতি লুকিয়ে রয়েছে এটা আমাদের কাছে স্পষ্ট। পরে ফের আমরা ইমেলে জানিয়েছিলাম আলোচনার জন্য। পরে ফের একাধিক শর্ত দিয়ে ইমেল এল। তিনি আরও বলেন, জুনিয়র ডাক্তারদের বলব, রাজনীতির প্ররোচনায় কোনও পা দেবেন না। আমরা স্পষ্ট বলে দিচ্ছি, শর্ত দিয়ে কোনও কিছু হবে না। শর্ত থেকে সরে এসে আপনাদের কাজে ফিরে যান। উল্লেখ্য, বুধবার বিকেলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সন্ধ্যা ৬টায় চলমান অচলাবস্থা নিয়ে আলোচনার জন্য আন্দোলনরত জুনিয়র ডাক্তারদের আমন্ত্রণ জানায়। চিকিৎসকদের পাঠানো ই-মেলে রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ জানান, আশা করা যায় যে শুভবুদ্ধির উদয় হবে এবং আপনি মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের আদেশ মেনে অবিলম্বে কাজ শুরু করবেন। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আমরা আপনার কাছে আবেদন করছি যে আপনি কাজে যোগ দিন এবং সাধারণ মানুষের যথাযথ চিকিৎসা ও যত্ন নিন।

জুনিয়র ডাক্তারদের বিতর্কের প্রধান বিষয় ছিল প্রধান স্বাস্থ্য সচিব এন এস নিগমের কাছ থেকে আলোচনার জন্য ইমেলের আমন্ত্রণ, যার পদত্যাগ জুনিয়র ডাক্তাররা দাবি করেছেন। তাদেরকে ইমেইলে বলা হয়েছে, ‘আবারও, আরেকটি সুযোগ হিসাবে, আমরা আপনার প্রতিনিধি দলকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি - বিশেষত ১২-১৫ জন সহকর্মী - আজ সন্ধ্যা ৬টায় নবান্নে আমাদের সাথে আলোচনার জন্য যোগ দেওয়ার জন্য।’

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এই বৈঠক হবে কি না, তা চিঠিতে স্পষ্ট করা হয়নি বলে অভিযোগ জুনিয়র ডাক্তারদের। সেই সঙ্গে জুনিয়ার ডাক্তাররা নবান্নে বৈঠকে বসার ব্যাপারে বেশ কয়েকটা শর্ত আরোপ করেন। সেগুলি হল: নবান্নের বৈঠকে থাকবে ৩০ জন প্রতিনিধি, স্বচ্ছতা বজায় রাখতে বৈঠকে লাইভ টেলিকাস্ট করতে হবে, আলোচনা হবে তিন স্বাস্থ্যকর্তার পদত্যাগ-সহ পাঁচ দফা দাবি নিয়ে, বৈঠকে থাকতে হবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রভৃতি।এক মাসেরও বেশি সময় ধরে চলা এই বিক্ষোভ মঙ্গলবার তীব্র আকার ধারণ করে যখন চিকিৎসকরা রাজ্য সরকারের কাছে তাদের দাবিদাওয়া তুলে ধরে স্বাস্থ্য ভবন অভিমুখে পদযাত্রা করেন। সুপ্রিম কোর্টের বিকেল ৫টার সময়সীমা পেরিয়ে বিক্ষোভকারীরা অবস্থান ধর্মঘট অব্যাহত রাখেন। কারণ তারা তাদের দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত পিছু হটতে অস্বীকার করেন।

মামলা চললেও মসজিদকে ‘অবৈধ’ আখ্যা দিয়ে ভাঙার দাবি সিমলায়

আপনজন ডেস্ক: মধ্যপ্রদেশের সিমলার সানজাউলি এলাকায় মসজিদের ‘অবৈধ’ অংশ ভেঙে ফেলার দাবিতে বিক্ষোভকারীরা বুধবার পুলিশের ব্যারিকেড ভাঙায় লাঠিচার্জ করতে হয়েছে। ‘জয় শ্রীরাম’ ও ‘হিন্দু একতা জিন্দাবাদ’ স্লোগান দিয়ে শত শত বিক্ষোভকারী সবজি মান্ডি ঢাল্লিতে জড়ো হয়ে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে এবং প্রশাসনের হুঁশিয়ারি উপেক্ষা করে ঢাল্লি সুড়ঙ্গের কাছে তৈরি করা ব্যারিকেড ভেঙে সানজাউলির দিকে মিছিল করে।কিছু হিন্দু গোষ্ঠীর আহ্বানে বিক্ষোভকারীরা সানজাউলিতে প্রবেশ করে এবং মসজিদের কাছে দ্বিতীয় ব্যারিকেড ভেঙে ফেললে পুলিশ লাঠিচার্জ করে। তাদের ছত্রভঙ্গ করতে জলকামান ব্যবহার করে।

পুলিশ হিন্দু জাগরণ মঞ্চের সেক্রেটারি কমল গৌতম সহ কয়েকজন বিক্ষোভকারীকেও আটক করে। এরপর মসজিদের কাছে আবার ব্যারিকেড তৈরি করে। কিন্তু বিক্ষোভকারীরা চলে যেতে অস্বীকার করে ওপ্রশাসনের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে থাকে। অনেক মহিলাও প্রতিবাদে যোগ দিয়েছিলেন এবং ব্যারিকেড ভেঙে ঢাল্লিতে হনুমান চালিশা পাঠ করেছিলেন। ঘটনাস্থলে ছিলেন ডিজিপি অতুল ভার্মা-সহ পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা।

বিক্ষোভকারীদের অন্যতম নেতা বিজয় শর্মা বলেন, পুলিশি পদক্ষেপের ফলে এলাকায় অশান্ত পরিবেশ তৈরি হয়েছে। তিনি বলেন, বিষয়টি ১৪ বছর ধরে মামলা ঝুলে আছে এবং আদালতের পরবর্তী শুনানির তারিখ ৫ অক্টোবর। আমাদের দাবি, শুনানি শেষ না হওয়া পর্যন্ত কাঠামো সিল করে দেওয়া হোক। যদিও মসজিদ কর্তৃপক্ষের দাবি মসজিদ অবৈধ নয়। তার একাংশ ঘিরে আপত্তি ওঠায় তা নিয়ে মামলা চলছে। মসজিদে নিয়মিত নামজপাঠও হয়। বিক্ষোভকারীরা অভিযোগ করেছেন, সরকার তাদের শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ করার অনুমতি দিতে অস্বীকার করেছে এবং এখন তাদের গ্রেফতার করা হচ্ছে। পুলিশের গুলিতে কয়েকজন বিক্ষোভকারী আহত হয়েছেন বলেও দাবি করেন তাঁরা। বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে সংঘর্ষে এক মহিলা পুলিশকর্মী জখম হন।

ভারতের ৪০০ বর্গ কিমি এলাকা চিনের দখল করাটা খুবই ‘বিপর্যয়কর’: রাহুল

আপনজন ডেস্ক: ভারতের চার হাজার বর্গকিলোমিটার এলাকা প্রতিবেশী দেশের সেনারা ‘দখল’ করে নেওয়াটা ‘বিপর্যয়কর’ বলে মন্তব্য করেছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। তবে বিরোধী দলনেতা ইঙ্গিত দিয়েছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক, সন্ত্রাসবাদ বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত পাকিস্তানের সাথে কোনও আলোচনা নয় এবং বাংলাদেশে চরমপন্থী উপাদানগুলির উদ্বেগ সহ অন্যান্য প্রধান বৈদেশিক নীতি ইস্যুতে কংগ্রেস বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারের সাথে একমত। মঙ্গলবার ওয়াশিংটনের ন্যাশনাল প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে রাহুল গান্ধি বলেন, তিনি চান না ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে আমেরিকার কোনও ভূমিকা থাকুক। চিন সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘আচ্ছা, আপনি যদি বলেন যে আমাদের ভূখণ্ডের চার হাজার বর্গ কিলোমিটারে চিনা সেনারা তাদের মতো পরিচালনা করছে, তবে হতে পারে। লাদাখে দিল্লির সমান জমি দখল করে রেখেছে চিনা সেনা। আমি মনে করি এটি একটি বিপর্যয়। মিডিয়া এসব নিয়ে লিখতে পছন্দ করে না।’ তিনি বলেন, যদি কোনো প্রতিবেশী আপনার ভূখণ্ডের চার হাজার বর্গকিলোমিটার দখল করে নেয়, তাহলে আমেরিকা কী প্রতিক্রিয়া দেখাবে? কোনও প্রেসিডেন্ট কি এই কথা বলে পার পেয়ে যাবেন যে, তিনি এটা ভালোভাবে সামলেছেন? তাই আমার মনে হয় না মোদি চিনকে ভালোভাবে সামলাতে পেরেছেন। আমার মনে হয়, আমাদের ভূখণ্ডে চিনা সেনার বসে থাকার কোনও কারণ নেই। সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি পাকিস্তান নিয়ে মোদির নীতিকে সমর্থন করেন। চার দিনের অনানুষ্ঠানিক মার্কিন সফরে থাকা রাহুল বলেন, আমাদের দেশে পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদে উস্কানি দুই দেশকে পিছিয়ে দিচ্ছে। আমাদের দেশে পাকিস্তানের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড আমরা মেনে নেব না। কাশ্মীর ইস্যু দক্ষিণ এশিয়ার দুই দেশকে সংলাপ থেকে দূরে রাখছে কিনা জানতে চাইলে তিনি ‘না’ বলেন। তিনি বলেন, আমি মোদিজিকে আমাদের আমেরিকান দৃষ্টিভঙ্গি থেকে খুব বেশি সরে যেতে দেখছি না।

ASHSHEEFA HOSPITAL

আশ শিফা হসপিটাল

প্রান্তিক জেলায় স্বল্পমূল্যে ICCU এবং ১০০ বেডের ক্যাথল্যাবযুক্ত মাল্টিস্পেশালিটি হসপিটাল

সহরারহাট ■ ফলতা ■ দক্ষিণ ২৪ পরগনা

হার্ট ও ব্রেনের চিকিৎসা-সহ

সমস্ত রোগের সুচিকিৎসার ঠিকানা

স্পেশালিস্ট ডাক্তার দ্বারা সমস্ত রোগের আউটডোর পরিষেবা

ইনডোর পরিষেবায় সমস্ত রকম অপারেশনের সুবিধা

সমস্ত ধরনের ল্যাব টেস্ট একই ছাদের তলায়

রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে কম খরচে ICCU পরিষেবা

চব্বিশ ঘণ্টা MD ডাক্তারের উপস্থিতি

মাত্র ৩৬০০ টাকায় সম্পূর্ণ শরীর চেকআপ

২৪ ঘণ্টা ইউএসজি, ইকোকার্ডিওগ্রাফি, ডায়ালিসিস, ডিজিটাল এক্স-রে ও সিটি স্ক্যান করার সুবিধা

ডিরেক্টর: ডা. মো. ফারুকউদ্দিন পুরকাইত, MBBS, MD, Dip Card

✆ 91237 21642 / 89360 01515

প্রথম নজর

৭ দফা দাবিতে ৩ দিনের ট্রাক ধর্মঘট

মোহাম্মদ সানাউল্লা ● নলহাটি

আপনজন: ৭ দফা দাবির ভিত্তিতে টানা ৩ দিনের ট্রাক ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে "ফেডারেশন অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্রাক অপারেটরস অ্যাসোসিয়েশন"। বীরভূম জেলা ট্রাক অপারেটরস অ্যাসোসিয়েশন এই ধর্মঘটকে সমর্থন করে ইলামবাজার, সিউড়ি,রামপুরহাট, নলহাটি তে সকাল থেকেই পথে নেমেছে। মঙ্গলবার সকাল ১০ টা নাগাদ নলহাটির সি এ ডি সি মোড়ে। এদিন নলহাটি মোড়গ্রাম ১৪ নম্বর জাতীয় সড়কের উপরে বিক্ষোভ দেখালেন এলাকার ট্রাক মালিকরা। তাঁদের দাবী সারা রাজ্যে সম্পূর্ণভাবে ওভারলোড বন্ধ করতে হবে।পরিবহন ক্ষেত্রে রাস্তায় অত্যাচার জুলুমবাজী করা চলবে না। আন্ডারলোড গাড়ি থেকে ২৩৬ টাকা করে বেআইনি আদায় বন্ধ করতে হবে।এমনই ৭ দফা দাবির ভিত্তিতে এই ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে বলে ট্রাক মালিকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

জঙ্গিপুর পৌরসভাকে অ্যাম্বুলেন্স সাংসদের

সাহিন হোসেন ● জঙ্গিপুর

আপনজন: সাংসদ তহবিল থেকে জঙ্গিপুর পৌরসভাকে আই সি ইউ অ্যাম্বুলেন্স তুলে দিলেন সাংসদ খলিলুর রহমান।জঙ্গিপুরবাসীর চিকিৎসা পরিষেবায় গতি আনার লক্ষ্যে আইসিইউ অ্যাম্বুলেন্স একটি সময়োপযোগী উদ্যোগ বলে জানিয়েছেন পৌরপিতা মফিজুল ইসলাম।মুমূর্ষ রোগীর প্রাণ বাঁচাতে অ্যাম্বুলেন্সের গুরুত্ব অপরিসীম। সেখানে আইসিইউ অ্যাম্বুলেন্স একটি মুমূর্ষু রোগীর চিকিৎসা পরিষেবায় অনন্য সংযোজন হল। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জঙ্গিপুরের সাংসদ খলিলুর রহমান, জঙ্গিপুরের বিধায়ক জাকির হোসেন, জঙ্গিপুর পৌরসভার পৌরপিতা মফিজুল ইসলাম, উপ-পৌরপিতা সন্তোষ চৌধুরী, বিরোধী দলনেতা সুবীর রায়,পৌরসভার কার্যনির্বাহী আধিকারিক আবু হেনা মোবাসসির, অর্থ আধিকারিক মহম্মদ আরসাদ,জুম্মা খান, সমস্ত কাউন্সিলর, গৌতম ঘোষ,তসিকুল ইসলাম জনি সহ পৌরসভার পৌর কর্মচারীবৃন্দ।
ছবি: সায়ন্তন

হামদান মিশনে কুরআন বিলি

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: আল কুরআন একাডেমী লন্ডনের অনূদিত কুরআন মাজিদ হাওড়ার বাগাণ্ডার হামদান মিশনে বিনামূল্যে শিক্ষার্থীদের মাঝে বিতরণ করা হল।শ্রেণীর ছাত্র সাউদ লস্কর। এ উপলক্ষে মিশনের ছাত্রদের মাঝে বাংলা অনুবাদসহ কুরআনের কপি বিতরণ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন মিশনের সম্পাদক সৈয়দ আকতার আলী সাহেব, অল ইন্ডিয়া উলামা বোর্ডের রাজ্য সম্পাদক তথা দ্যা কুরআন স্টাডী সার্কেলের রাজ্য সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মদ রাকিব হক, মুহাম্মদ আরিফুল্লাহ, মিশনের সহকারী সুপার কারিমুল্লাহ প্রমুখ।

চিকিৎসা-গাফিলতিতে প্রসূতির মৃত্যু, উত্তাল কান্দি হাসপাতাল

রঙ্গিলা খাতুন ● কান্দি

আপনজন: বিনা চিকিৎসায় প্রসূতির মৃত্যুর অভিযোগে বুধবার সকালে তুমুল শোরগোল পড়ল কান্দি মহকুমা হাসপাতালে। খবর পেয়ে বিশাল পুলিশ বাহিনী হাসপাতালে পৌঁছয়। দীর্ঘক্ষণের চেষ্টায় পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। মৃত মহিলার নাম আবিদা সুলতানা। বাড়ি বীরভূমের কুলদিহা গ্রামে। মৃত মহিলার পরিবার সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার রাতে হঠাৎই পেটে ব্যথা ওঠে প্রসূতি আবিদা সুলতানার। বাড়ির লোকজন তাঁকে কান্দি মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে চিকিৎসার জন্য। মৃতের পরিবারের অভিযোগ, আবিদাকে রাত আটটার সময় হাসপাতালে ভর্তি করানো হলেও ডাক্তার তাঁকে দেখতে আসেন রাত ন'টার সময়। সেই সময় তাঁকে একটি ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়। ইঞ্জেকশন দেওয়ার এক ঘন্টার মধ্যেই ফের পেটে ব্যথা শুরু হয় ওই প্রসূতির। তখন পরিবারের লোকজন বারবার ডাক্তার এবং নার্সদের ডাকলেও তাঁরা একবারও তাঁকে দেখতে আসেননি বলে অভিযোগ। বুধবার ভোররাতে মৃত্যু হয় ওই প্রসূতির। এরপরই চিকিৎসার গাফিলতিতে প্রসূতির মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ তোলেন পরিবারের সদস্যরা এবং হাসপাতাল চত্বরে তারা বিক্ষোভ শুরু করেন। ঘটনার খবর পেয়ে কান্দি থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী হাসপাতালে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। মৃতের স্বামী আনিসুর রহমান বলেন, 'ডাক্তারবাবু প্রথমেই দেখে বলেছিলেন, স্ত্রীর কিছু হয়নি। অথচ স্ত্রীর চিকিতসায় হল না। আমরা এর বিচার চাই। যে চিকিৎসকের গাফিলতিতে আমার স্ত্রীর মৃত্যু হল তার ফাঁসির দাবি জানাচ্ছি।
তিনি আরও বলেন, আবিদার যখন পেটে ব্যথা হচ্ছিল তখন বারবার ডাক্তার এবং নার্সকে ডাকার পর নার্সরা এসে বলে তার কিছুই হয়নি নাটক করছে। এমনকি আমাদের বহরমপুরে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেফার করে দেওয়ার হুমকিও দেওয়া হয়েছিল।' এই প্রসঙ্গে কান্দি মহকুমা হাসপাতালের সুপার রাজেশ সাহা জানান, 'ওই মহিলা পাঁচ মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। ভোরের দিকে তার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর কারণ জানতে পুলিশের তরফে দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য মৃতের পরিবারকে দিতে বলা হয়েছিল। কিন্তু তারা রাজি হননি। একটি তদন্ত কমিটি গড়ে পুরো বিষয়টি জানার চেষ্টা চলছে।

পরীক্ষা দুর্নীতির বিরুদ্ধে রামপুরহাটে মিছিল জুনিয়র ডাক্তারদের

আজিম শেখ ● রামপুরহাট

আপনজন: বুধবার রামপুরহাট গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজে মেডিকেল এর ছাত্ররা আন্দোলন শুরু করেন অভয়াকাণ্ড নিয়ে নয় তাদের কলেজে পরীক্ষায় বড় বড় দুর্নীতি চলছে সেগুলো নিয়েই তারা আজ মিছিল করে গোটা হাসপাতালে ঘোরেন। প্রিন্সিপালের কাছে অভিযোগ করেছে জুনিয়র ডাক্তার তাদের অভিযোগ যারা পরীক্ষা ভালো দেয়নি, তাদের নাম্বার বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, অনার্স পেতে গেলে ৭০ থেকে ৭৮ শতাংশ নাম্বার দরকার কিন্তু অনেকে পরীক্ষা না দিয়েই শুধুমাত্র টাকার বিনিময় সেই সুযোগ পেয়ে গেছে ভালো ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষা ভালো দিলেও তাদের নাম্বার কম করেছে।একটা চক্র এতে কাজ করছে। সেই চক্রের আমরা বিরোধিতা করেছি এবং উপযুক্ত শাস্তি দাবি করেছি না হলে। জুনিয়র ডাক্তার সন্দীপ আদক আমাদের ঘটনার বিস্তারিত জানিয়েছেন এবং তাদের কাছে প্রমাণও আছে সেগুলি দেখিয়েছেন। অন্য এক জুনিয়র ডাক্তার সৌভিক ঘোষ তিনি জানান তদন্ত কমিটি গঠিত হচ্ছে সেই তদন্ত কমিটি দেখি কি করছে তারপর আমরা ডিসিশন নেব আমরা তথ্য প্রমাণ সবকিছু দিয়েছি। হোয়াইটনার দিয়ে নাম্বার মুছে নাম্বার বাড়ানো হয়েছে তার কপি আমরা পেশ করেছি।

পথশ্রী প্রকল্পে রাস্তার সূচনা করলেন বিধায়ক

মনজুর আলম ● মগরাহাট

আপনজন: পথশ্রী ৩ প্রকল্পে অনুমোদিত গ্রামীণ রাস্তার শুভ সূচনা করলেন বিধায়ক। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মগরাহাট দু নম্বর ব্লকের যুগদিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় চালতাবেড়িয়া থেকে ঈদগায়ের মোট পর্যন্ত প্রায় তিন কিলোমিটার রাস্তার শুভ সূচনা করলেন মগরাহাট পূর্বের বিধায়ক নমিতা সাহা। এই সূচনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মগরাহাট ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রুনা ইয়াসমিন দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা পরিষদের সদস্য অনুপ বৈরাগী, ব্লক তৃণমূলের যুব নেতা বাচ্চু শেখ, পঞ্চায়েত সদস্য শংকর নস্কর, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য ইউনুস আলী মল্লিক ও তৃণমূল নেতা স্বপন দা। প্রায় এক কোটি ৬০ লক্ষ টাকা ব্যয় তৈরি হচ্ছে এই রাস্তা। এই রাস্তা হলে উপকৃত হবে যুগদিয়া ,গোকর্ণী ,মগরাহাট পূর্ব ,ধোনপোতা সহ একাধিক অঞ্চলের মানুষজন। এই রাস্তা দিয়ে দক্ষিণ বারাসাত হয়ে জয়নগর হয়ে কাকদ্বীপ যাওয়া যাবে। দীর্ঘদিন ধরে এই রাস্তাটি খারাপ ছিল। এই রাস্তা হলে উপকৃত হবে কয়েক হাজার এলাকাবাসী।

স্ত্রীকে নৃশংসভাবে খুন করার অপরাধে স্বামীর যাবজ্জীবন সাজা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বারাসত

আপনজন: প্রথমে শাশুড়ীকে খুন। তারপর নিজের স্ত্রী কে খুন করে।এরপর যদি জেলের বাইরে থাকতো তাহলে আর কতই না খুন করতো এই অভিজিৎ।এমনই আশঙ্কা প্রকাশ করেন সরকারি আইনজীবী।দেখতে দেখতে ৭ টি বছর কেটে গেছে।অবশেষে বারাসত আদালত অভিজিৎ দাসগুপ্ত কে যাবজ্জীবন সাজা ঘোষণা করল বুধবার।
সালটা ২০১৭,নিজের স্ত্রীকে ঘরের মধ্যেই ছুরি দিয়ে পেটে কেটে ঘর বন্ধ করে রেখে দেয় অভিজিৎ।একদিন পর স্থানীয়রা উদ্ধার করে বারাসত হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখান থেকে কলকাতা নিয়ে যাওয়া হয়।কলকাতার সরকারি হাসপাতালেই মৃত্যু হয় অভিজিৎ এর স্ত্রী সুনিতা দাসগুপ্ত'র।
এই সুনিতাই তিনবছর আগে তার মা কে খুনের অপরাধে স্বামীকে জেল থেকে ছাড়িয়ে আনে।অভিজিৎ তার শাশুড়ী কে খুন করেছিল ছত্রিশগড়ে।সেই অপরাধে তার জেল হয়।স্ত্রী সুনিতাই তাকে জেল থেকে ছাড়িয়ে আনে।তারপর বারাসত সুবর্ণপত্তম এলাকায় এক বাড়িতে ভাড়া থাকতো।এবার সেই সুনিতাকেই খুন করল তার স্বামী অভিজিৎ। খুনের নৃশংসতা ছিল আলাদামাত্রা। প্রথমে ছুরি দিয়ে স্ত্রীর কপালে ও নাকে আঘাত করে।তারপর ছুরি দিতে পেট রীতিমতো ফেরে দেয়।শুধু তাই নয়,রসুন থেতো করে পেটে দিয়ে গামছা দিয়ে বেধে রাখে।সেইসময় তার ১২ বছর ছেলে বাধা দিতে এলে ছেলেকেও গলায় ছুরি ধরে ভয় দেখায়।এরপর অভিজিৎ দুজনকে ঘর বন্ধ করে রেখে পালিয়ে যায়।পরে বাড়িওয়ালা উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়।পাশাপাশি বারাসত থানায় অভিজিৎ ও সুনিতার সন্তান কে তুলে দেয় এবং অভিযোগ জানায়।বারাসত থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করে অভিজিৎ দাসগুপ্তকে।
এই সাত বছর অভিজিৎ জেলেই ছিলেন। বুধবার যাবজ্জীবন সাজা ঘোষণা করল বারাসত এডিজে ৪র্থ কোর্ট বিচারপতি সৌগত চক্রবর্তী। ৩০২ ধারায় যাবজ্জীবন এবং ১০ হাজার টাকা জরিমানা এবং ৪৯৮ ধারায় ৩ বছরের জেল ও ৫ হাজার টাকা জরিমানার নির্দেশ দেন তিনি। এই অপরাধে মঙ্গলবার দোষী সাব্যস্ত হন অভিজিৎ।বর্তমানে অভিজিৎ এর ছেলে রামকৃষ্ণ মিশনে আছে বলে জানান সরকারি আইনজীবী মনোজ প্রামাণিক। সাজা ঘোষনার পর পুলিশের সঙ্গে নির্লিপ্তভাবে হেঁটে যেতে দেখা যায় অভিজিৎকে। তার চোখে মুখে কোন অনুশোচনা ধরা পড়েনি।

ভাল কাজ করায় বিএলআরও-কে সম্মানিত করলেন ইমাম-মাওলানারা

আজিজুর রহমান ● গলসি

আপনজন: এখনও ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের নামে নানান অভিযোগ শোনা যায়। নিত্য হয়রানির অভিযোগ তুলেন বহু সাধারণ মানুষ। তবে বর্তমানে গলসি ১ নং ব্লকের ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতরের চিত্র একদম আলাদা। ওই দফতরে প্রণব কুমার কর্মকার যোগ দেবার পরই দ্বিগুণ পরিষেবা পাচ্ছেন এলাকাবাসীরা। তার ব্যবহার ও কাজে সন্তুষ্টও হচ্ছেন অনেকেই। তাই ব্লকের মানুষের জন্য ভালো কাজ করায় সম্মানিত হলেন গলসি ১ নং ব্লক বিএলএলআরও প্রণব কুমার কর্মকার। এলাকার ইমাম ও মাওলানা সাহেবদের একটি সংগঠনের পক্ষ থেকে সম্মানিত করেন। বুধবার ফুল, মিষ্টি, কলম ও স্মারক হাতে ইমাম সাহেবদের একটি টিম আসেন বুদবুদে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতরে। প্রণব বাবুর কাজের প্রশংসা করে তাকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।
জামিয়াতুল আইম্মা অল উলামার গলসি ১ এবং ২ ব্লকের সেক্রেটারী মাওলানা রহমতুল্লাহ বলেন, উনি আসার পর থেকে মানুষ পরিসেবা পাচ্ছেন। তাই আমরা এলাকার মাওলানারা এসে ওনাকে সম্মান জানালাম। আমরা চাই উনি ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং বেশি বেশি গলসির মানুষকে সহযোগিতা করুন।
জমিয়াতুল আইম্মা অল উলামার উপদেষ্টা কমিটির সদস্য হাজি মহবুবুল হক জনান, আমরা ইতিমধ্যেই ওনার ভালো কাজের তথ্য পেয়েছি। জানতে পেরেছি মানুষ হিসাবেও উনি খুব ভালো। আর আমরা ইমাম মাওলানারা ভালো মানুষদের সম্মানিত করি। আগে বহু অফিসারকে করেছি এখনও করছি এবং ভবিষ্যতেও করবো। স্থানীয়দের থেকে জানা গেছে, গত জুলাই মাসে প্রণব কুমার কর্মকার বিএলএলআরও হয়ে যোগ দিয়েছেন গলসি ১ ব্লকের ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতরে। তারপর থেকেই তিনি ও তার টিম মানুষকে বেশি বেশি পরিষেবা দিচ্ছেন। একদিকে যেমন তিনি দক্ষ অফিসার। অন্যদিকে মানুষ হিসাবে তিনি বেশ ভালো। এই কথা এলাকায় প্রচার হতে সাধারণ মানুষ তার কাছে জমিজমা সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে আসছেন। তার অফিসে এলে তিনি সমস্যা সমাধানের রাস্তা দেখিয়ে দিচ্ছেন। বুঝিয়ে দিচ্ছেন সরকারি নিয়ম। ফলে সাধারণ মানুষ তাদের সমস্যা সমাধানের রাস্তা খুঁজে পাচ্ছেন। যার জন্য বহু দিন ধরে পরে থাকা কাজের দ্রুত নিস্পত্তি হচ্ছে বলে জানা গেছে।

নানা দাবিতে পথে নামল ইউসিআরসি

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: দামোদর তীরবর্তী বড়জোড়ার মানাচরের উদ্বাস্তু কলোনীর বাসিন্দাদের জমির দলিল প্রাপকদের পর্চা, পানীয় জলের সুব্যবস্থা, ১১ টি বুথ নিয়ে পৃথক গ্রাম পঞ্চায়েত গঠন সহ বেশ কিছু দাবিতে ফের আন্দোলনে নামল বাম সমর্থিত সংগঠন । বুধবার ওই সংগঠনের সদস্যরা সিপিআইএম বাঁকুড়া জেলা দপ্তর থেকে মিছিল করে জেলা ভূমি সংস্কার দপ্তরের কার্যালয়ে পৌঁছে ডেপুটেশন জমা দেওয়ার আগেই পুলিশ ব্যারিকেড দিয়ে তাঁদের আটকে দেয়। পরে সেখানে দাঁড়িয়েই নিজেদের দাবির সমর্থণে স্লোগান দিতে থাকেন তাঁরা।
এদিনের কর্মসূচীতে উপস্থিত উদ্বাস্তু আন্দোলনের নেতা ও সিপিআইএম বড়জোড়া এরিয়া কমিটির সম্পাদক সুজয় চৌধুরী বলেন, মানাচরে বসবাসকারী বাঁকুড়া জেলার মানুষ চরম দূর্বিষহ অবস্থার মধ্যে আছেন। বিগত বাম আমলে জমির দলিল পেলেও আজও পাট্টা পাননি।

প্রত্যাহার চুঁচুড়া পৌরসভার অনাস্থা

জিয়াউল হক ● চুঁচুড়া

আপনজন: চুঁচুড়া পুরসভার পুরপ্রধান অমিত রায়ের বিরুদ্ধে আনা অনাস্থা প্রস্তাব প্রত্যাহার করার ঘটনা স্থানীয় রাজনীতিতে বেশ আলোড়ন তুলেছে। গত ২ সেপ্টেম্বর, অমিত রায়ের বিরুদ্ধে ১৯ জন কাউন্সিলর মিলে অনাস্থা প্রস্তাব জমা দিয়েছিলেন সংশ্লিষ্ট পুরসভা ও সদর মহকুমাশাসকের কাছে। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে চুঁচুড়া শহরে রাজনৈতিক উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। তৃণমূলের একাংশ এই অনাস্থা প্রস্তাবকে অমিত রায় ও চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদারের মধ্যে চলা দ্বন্দ্বের ফলাফল বলে দাবি করেছে।
অমিত রায় দীর্ঘদিন ধরেই অসিত মজুমদারের বিরোধী গোষ্ঠীর প্রতিনিধি হিসেবে পরিচিত। তিনি শেষ পুর নির্বাচনে উপপুরপ্রধান পদে ছিলেন এবং পরবর্তীতে দলের সিদ্ধান্তে পুরপ্রধান হিসেবে নিযুক্ত হন। অন্যদিকে, উপপুরপ্রধানের পদে আসীন হন পার্থ সাহা, যিনি অসিত মজুমদারের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত।

মামার বিরুদ্ধে ভাগ্নির ধর্ষণের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বসিরহাট

আপনজন: রক্ষক ই ভক্ষক। মায়ের দাদার হাতে ধর্ষণের শিকার বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ভাগ্নি। উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটের মহকুমার বসিরহাট থানার পিপা গ্রাম পঞ্চায়েতের পিফা বলফিল্ড এলাকার ঘটনা। বছর ১৮'র বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন তরুণী ঠিকমতো কথা বলতে পারে না। প্রতিবেশী সম্পর্কে নিজের মামা বছর ৫০.এর স্বপন দাস। মঙ্গলবার দুপুর বারোটা নাগাদ বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগে ঘরের মধ্যে ঢুকে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। এই তরুণীর শারীরিক অবস্থা অবনতি হলে পুরো বিষয়টা বাবা-মাকে জানায়। তারপর তার পরিবারের তরফ থেকে বসিরহাট থানায় মামা স্বপন দাসের বিরুদ্ধে ধর্ষণে অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযুক্ত মামা পলাতক। ইতিমধ্যে ওই বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন তরুণীর মেডিকেল টেস্ট করা হয়েছে। পাশাপাশি বসিরহাট মহাকুমা আদালতে জবানবন্দী নেওয়া হয় ওই নির্যাতিতার।

সাবির মল্লিকের বিচারের দাবি নাগরিক দ্রোহর

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: হরিয়ানায় কাজে যাওয়া বাংলার যুবক সাবির মল্লিক খুনের ন্যায় বিচারের দাবিতে কলকাতার হরিয়ানা ভবনে বুধবার বিক্ষোভ দেখাল নাগরিক দ্রোহ। গিরিশ পার্ক থেকে মিছিল করে হরিয়ানা ভবনের সামনে গিয়ে বিক্ষোভ দেখিয়ে ভবনের কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রীর নিকট ডেপুটেশন দেওয়া হয়। নাগরিক দ্রোহের পক্ষ থেকে গোরক্ষক বাহিনি যেভাবে হরিয়ানা সহ বিজেপি শাসিত বিভিন্ন রাজ্যে গণ পিটুনি, হত্যা চালাচ্ছে তার তীব্র নিন্দা করা হয়। পাশাপাশি যেভাবে কাজের সুযোগ কমে যাওয়ায় ভিন রাজ্যে মানুষ চলে যাচ্ছেন, তাতে উদ্বেগ প্রকাশ করে রাজ্য সরকারের সমালোচনা করা হয়। উপস্থিত ছিলেন নওফেল মহ সফিউল্লা, অধ্যাপক সৌম্য শাহীন, মৃন্ময় সেনগুপ্ত, প্রসেনজিৎ দাস, কৌশিক ভৌমিক, অনির্বান দাস প্রমুখ।

খিরা বাগানে বিদ্যুতের তারে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট

নিজস্ব প্রতিবেদক ● রায়গঞ্জ

আপনজন: উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘি থানার অন্তর্গত রসাখোয়া এলাকার ভোপলা গ্রামে মর্মান্তিক এক ঘটনা ঘটেছে। পোল্ট্রি খামার ও খিরা বাগানে বিদ্যুতের সংযোগ দেওয়ার সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা গেছেন মোঃ মিরাজুল (পিতা: শেখ রসুল), বেতনা গ্রামের বাসিন্দা। এছাড়াও গুরুতর আহত হয়েছেন লালচাঁদ শেখ (পিতা: মজিদ শেখ), যাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ এন্ড হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, পোল্ট্রি খামার ও খিরা বাগানের মালিক সজিদ আলম (পিতা: ভাদু শেখ, গ্রাম: উকিলমারি, মালিপাড়া) খামার এবং বাগানে বিদ্যুৎ সংযোগের ব্যবস্থা করেছিলেন। এই সংযোগ দেওয়ার সময় অনিচ্ছাকৃতভাবে দুইজনের বিদ্যুৎ স্পর্শ ঘটে, যার ফলস্বরূপ এই দুর্ঘটনা ঘটে। সূত্রে খবর, ঘটনাস্থলে বিদ্যুৎ সংযোগের বিষয়ে যথাযথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল না, যা এই দুর্ঘটনার মূল কারণ হতে পারে। বিদ্যুৎ বিভাগ এই বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে এবং ঘটনাস্থলে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বিএসএফ ও পুলিশের হানায় মাদক উদ্ধার

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: পুলিশ এবং বিএসএফের যৌথ অভিযানে মাদক উদ্ধার হল রানীতলায়। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মঙ্গলবার রাতে রানিতলা থানার সীমান্তবর্তী পূর্ব নাজির চক এলাকার একটি বাড়িতে তল্লাশি চালায় পুলিশ এবং বিএসএফ ১৪৯ নম্বর ব্যাটালিয়নের আধিকারিকরা। ওই বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় এক কেজি ৯ গ্রাম হেরোইন। যার বাজার মূল্য প্রায় ২০ লক্ষ টাকা বলে জানিয়েছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, ওই বাড়ি থেকে হেরোইন সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতের নাম ফারুক আব্দুল্লাহ। বুধবার পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানিয়ে ধৃতকে বহরমপুরে মাদক সংক্রান্ত বিশেষ আদালতে পাঠানো হয়। পুলিশের অনুমান, সম্ভবত পড়শীদেশে এই মাদকদ্রব্য পাচারের উদ্দেশ্যে মজুত করে রেখেছিল অভিযুক্ত।

বোলপুরে সাইবার সেলের উদ্বোধন

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: বোলপুর মহকুমা বাসিন্দাদের জন্য উদ্বোধন হলো সাইবার সেল । প্রতিনিয়ত বাড়ছে অ্যান্ড্রয়েড ফোনে জালিয়াতি , প্রতারণা শিকার হচ্ছে সাধারণ মানুষ। সাধারণ মানুষকে যাতে প্রতারণা শিকার হয়ে বীরভূম জেলা সদর সিউড়ি পর্যন্ত না যেতে হয় তার জন্যেই সাইবার সেল খোলা হল বোলপুর শ্যামবাটি কেনেল ব্রিজ এর কাছে। সাধারণ মানুষকে আশ্বস্ত করতে তারা প্রচার চালাবে পাশাপাশি সাইবার সংক্রান্ত সমস্ত অভিযোগও নেওয়া হবে ওই সাইবার সেলে বোলপুর মহকুমা সাধারণ মানুষদের। এতে সকলেই উপকৃত হবে সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে সকলে। এদিন এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শান্তিনিকেতন থানার ওসি কস্তুরী মুখার্জি , বোলপুরের এস ডি পি ও রিকি আগারওয়াল সহ অন্যান্য আধিকারিক বৃন্দ। এদিন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বোলপুর রানা মুখোপাধ্যায় জানান, ইন্টারনেটে কোনো ক্রাইম হলে অসুবিধায় পড়ে সাধারণ মানুষ কি করবেন বুঝতে অসুবিধা হয়। তাই সাইবার সেল পরিষেবা ২৪ ঘন্টা চালু থাকবে।

বর্ধমান মেডিক্যালে অধ্যক্ষ ঘিরে বিক্ষোভ

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: আরজিকর কাণ্ড কে সামনে রেখে গোটা রাজ্য জুড়ে বিক্ষোভ থামছে না । বর্ধমান মেডিকেল কলেজে এই বিক্ষোভে পিছিয়ে নেই । বর্ধমান মেডিকেল কলেজের বিভিন্ন অব্যবস্থা ও দাবী দাওয়া নিয়ে জুনিয়র ডাক্তাররা অনেকদিন ধরে বিক্ষোভ চালিয়ে যাচ্ছেন । বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে একাধিক পদে তাপস ঘোষ আছেন, এই অভিযোগ তুলে বর্ধমান মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষকে ঘেরাও করে বিক্ষোভ করছে জুনিয়র ডাক্তার ও মেডিকেল পড়ুয়ারা। বর্ধমান মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক তাপস ঘোষের একাধিক পদের দায়িত্বে থাকার বিরুদ্ধে জুনিয়র চিকিৎসক ও মেডিকেল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা অধ্যক্ষকে ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে।
অধ্যাপক তাপস ঘোষ বর্তমানে প্রিন্সিপাল, হাসপাতালের সুপার, এবং ডিন অফ স্টুডেন্টস অ্যাফেয়ার্স হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন–এই দাবিতে বিক্ষোভকারীরা ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। তাদের দাবি, তাপস ঘোষকে বিভিন্ন পদ থেকে অপসারণ করা না হলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যাবেন।

প্রথম নজর

এবার চিনা ভাষা শিখবে সৌদি শিক্ষার্থীরা

আপনজন ডেস্ক: এশীয় সংস্কৃতির প্রতি গভীর উপলব্ধি বাড়াতে এবং তরুণদের ভাষাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষার্থীদের চীনা ভাষা শেখানোর নির্দেশ দিয়েছে দেশটির শিক্ষা মন্ত্রণালয়। বুধবার (১১ সেপ্টেম্বর) আরব নিউজের এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত বছর দুই দেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত শিক্ষা চুক্তির ভিত্তিতে সৌদি আরবে ১৭৫ জন শিক্ষাবিদ ম্যান্ডারিন শেখাচ্ছেন।

মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, এতে সৌদি আরবের তরুণ শিক্ষার্থীরা চীনের নামীদামী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে চাকরির বা অধ্যয়নের সুযোগ বাড়বে।

রিয়াদের সৌদি মা হানান আলহারবি বলেছেন, তিনি মন্ত্রণালয়ের এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে খুবই ইতিবাচক ছিলেন। কারণ এটি বৈশ্বিক সংস্কৃতির প্রচার এবং শিক্ষার্থীদের নতুন ও দরকারী ভাষা দক্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। বিশেষ করে যেহেতু চীনা শিক্ষকরাই ভাষা শিক্ষা দেবেন।

এই সিদ্ধান্ত বিশ্ব অর্থনীতিতে চীনের ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব এবং দুই দেশের মধ্যে ক্রমবর্ধমান বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সম্পর্কের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

উত্তেজনা বাড়িয়ে ইরানের কাছে পারমাণবিক সাবমেরিন মোতায়েন যুক্তরাষ্ট্রের

আপনজন ডেস্ক: ফের উত্তেজনা বাড়িয়ে মধ্যপ্রাচ্যের জলসীমায় তৎপরতা বাড়ালো যুক্তরাষ্ট্র। সেখানে একের পর এক সামরিক অ্যাসেটের উপস্থিতি বাড়াচ্ছে দেশটি। মধ্যপ্রাচ্যের জলসীমায় দুই সপ্তাহ আগে ইউএসএস আব্রাহাম লিংকন পাঠানোর পর, এবার সেখানে পরমাণুচালিত সাবমেরিন মোতায়েন করা হয়েছে। ইউএসএস জর্জিয়ার মোতায়েন ওই অঞ্চলে ব্যাপক উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। মার্কিন প্রতিরক্ষা কর্মকর্তারা ইউএসএস জর্জিয়ার মোতায়েনের বিষয়টি মঙ্গলবার নিশ্চিত করেছেন। এর আগে ওই সাবমেরিন মোতায়েন নিয়ে খবর প্রকাশ করেছিল আল আরাবিয়া। ইরানের সঙ্গে সম্ভাব্য যুদ্ধের শঙ্কায় মধ্যপ্রাচ্যে সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে যুক্তরাষ্ট্র সামরিক তৎপরতা বাড়িয়েছে। এরই অংশ হিসেবে এবার সেখানে পরমাণুচালিত সাবমেরিন পাঠাল যুক্তরাষ্ট্র। পেন্টাগন বলছে, তাদের এমন কৌশল খুব কার্যকর হয়েছে।

মধ্যপ্রাচ্যে একের পর এক সামরিক অ্যাসেট পাঠিয়ে ইরানের মনস্তাত্ত্বিক জায়গাটা দখল করে রেখেছে যুক্তরাষ্ট্র। মাত্র দুই সপ্তাহ আগেই মধ্যপ্রাচ্যে জলসীমায় ইউএসএস আব্রাহাম লিংকনকে পাঠায় ওয়াশিংটন। ইউএসএস থিওডোর রুজভেল্ট ক্যারিয়ার স্ট্রাইক গ্রুপকেও ওই অঞ্চলে উপস্থিতি বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছেন লয়েড অস্টিন।

বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন সেন্টকমে প্রায় ৪০ হাজার মার্কিন সেনা রয়েছে। এটি স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে ১০ হাজার বেশি বলে জানা গেছে। এ ছাড়াও ব্যালিস্টিক মিসাইল ডিফেন্স সিস্টেম, ডেস্ট্রয়ার, অতিরিক্ত যুদ্ধবিমানসহ বিভিন্ন ধরনের সামরিক অ্যাসেটের মোতায়েনের মাধ্যমে ইসরায়েল এবং এই অঞ্চলের বিভিন্ন দেশে থাকা নিজেদের সেনাদের রক্ষায় সচেষ্ট হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র।

নরেন্দ্র মোদিকে কটাক্ষ করা মালদ্বীপের দুই মন্ত্রীর পদত্যাগ

আপনজন ডেস্ক: ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে কটাক্ষ করা মালদ্বীপের দুই মন্ত্রী পদত্যাগ করেছেন। মঙ্গলবার তারা দেশটির প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মুইজ্জুর দফতরে পদত্যাগপত্র জমা দেন। অব্যাহতি নেওয়া ওই দুই মন্ত্রীর নাম মারিয়াম শিউনা ও মালশা শরিফ। ব্যক্তিগত কারণে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে জানান তারা।

মালদ্বীপ সরকারের একজন কর্মকর্তা এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন। এর আগে ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে ভারতের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লাক্ষাদ্বীপ ভ্রমণে গিয়েছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। ভ্রমণ শেষে ফিরে ভারত মহাসাগরের তীরে অবস্থিত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর এই দ্বীপটির কিছু ছবি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শেয়ার করেন মোদি। তার সেসব ছবি শেয়ারের পরপরই শোরগোল পড়ে যায় মালদ্বীপের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। দেশটির সাধারণ নেটিজেনদের পাশাপাশি এতে জড়িয়ে পড়েন মালদ্বীপের কয়েকজন সরকারি কর্মকর্তা-মন্ত্রিসভার সদস্যরাও। তাদের অভিযোগ, ভারতীয় পর্যটকরা যেন মালদ্বীপের পরিবর্তে লাক্ষাদ্বীপকে নিজেদের পর্যটনগন্তব্য হিসেবে বেছে নেন–ছবির মাধ্যমে সেই বার্তাই দিয়েছেন মোদি। তাদের অভিযোগের পাল্টা জবাব দিতে সরব হয়ে ওঠেন ভারতীয় নেটিজেনরাও। পর্যটন গন্তব্য হিসেবে মালদ্বীপকে বয়কটের ডাক দেন তারা। এক্স, ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, হোয়াটসঅ্যাপসহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে 'বয়কটমালদ্বীপ' হ্যাশট্যাগে রীতিমতো সয়লাব হয়ে যায়। তার নেতিবাচক প্রভাব পড়ে মালদ্বীপের অর্থনীতিতে। এত দিন বিশ্বের যেসব দেশ থেকে পর্যটকরা মালদ্বীপে যেতেন, তাদের অর্ধেকই ছিলেন ভারতীয়। কিন্তু মালদ্বীপকে বয়কটের ডাক দেওয়ার পর চলতি বছর থেকে দেশটিতে ভারতীয় পর্যটকের সংখ্যা নাটকীয়ভাবে কমে যায়। ফলে শুধু পর্যটন খাতনির্ভর এই দেশটির অর্থনীতির মূলে আঘাত আসে। প্রেসিডেন্ট মুইজ্জুর মন্ত্রিসভার তিনজন সদস্যের বিরুদ্ধে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মোদিকে উদ্দেশ করে অবমাননাকর মন্তব্য এবং তাকে 'ক্লাউন' বলে উল্লেখ করার অভিযোগ ওঠে। তারা হলেন-মারিয়াম শিউনা, মালসা শরিফ ও মাহজুম মজিদ। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে অবমাননাকর বক্তব্যের অভিযোগে এই তিনজনকেই গত জানুয়ারি মাসে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছিল। তাদের মধ্যে মারিয়াম ও মালসা মন্ত্রিসভা থেকে মঙ্গলবার অব্যাহতি নিলেন।

গাজায় মার্কিন তৈরি এমকে-৮৪ বোমার আঘাতে মৃতদেহ গলে বিকৃত হয়ে গেছে, নিহত ১৫

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজার আল মাওয়াসিতে ইসরায়েলের হামলায় এবার ব্যবহার করা হয়েছে ভয়ংকর মার্কিন তৈরি 'এমকে-৮৪ বোমা'। গাজায় এই বোমার আঘাতে অন্তত ১৫ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। গাজার কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ২০০০ পাউন্ড ওজনের এই বোমার আঘাতে নিহতদের দেহ বিকৃত হয়ে গলে গেছে।

এই হামলা থেকে অলৌকিকভাবে বেঁচে যাওয়া বাসিন্দারা হামলার ভয়াবহতা বর্ণনা করেছেন। তারা জানিয়েছেন, হামলার তীব্রতা এতটাই ছিল যে এটি ভূমিকম্পের সঙ্গে তুলনা করা চলে।

গাজার আল মাওয়াসির বাসিন্দা ইব্রাহিম আল-বাহশেতি বলেন, আমরা যখন বোমার আঘাতে ঘুম থেকে জেগে উঠি, তখন মনে হয়েছিল আমাদের তাঁবুগুলো ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত হয়েছে।

আগুনের ফুলকি চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে, যেন আগুনের বেল্ট।

এদিকে গাজার আল মাওয়াসিতে বসবাসরত ফিলিস্তিনিরা জানিয়েছেন, ইসরায়েলি ড্রোন তাদের লক্ষ্য করে একের পর এক ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে। ইব্রাহিম আল-বাহশেতি আরো জানান,বিস্ফোরণ এতই শক্তিশালী ছিল যে মনে হয়েছিল মাটি উল্টে যাচ্ছে। তিনি বলেন, প্রায় ছয়টি ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত হানে তাদের অবস্থানের কাছে, যা তাঁবুগুলোর স্থিতি ধ্বংস করে দেয়।

আল মাওয়াসিতে অবস্থানকারী ইবতিসাম আল শাকের জানান, তিনি এবং তার সন্তানরা অলৌকিকভাবে বেঁচে যান। তিনি বলেন, আমরা ঘুমিয়ে ছিলাম যখন ক্ষেপণাস্ত্রগুলো আমাদের কাছাকাছি এসে আঘাত হানে। আমি কখনো ভাবিনি যে আমি বেঁচে ফিরব।

আমাদের সন্তানরা বালির নিচে চাপা পড়েছিল, তাদের কেবল মাথা বেরিয়ে ছিল। পুরো দৃশ্যটি ছিল অকল্পনীয় ভয়ের।

ইবতিসাম আরো জানান, সবকিছু আমাদের ওপর পড়েছিল এবং বোমার আঘাতে তাদের সন্তানদের দেহ বালির নিচে চাপা পড়ে যায়।

গাজায় চলমান এই সহিংসতার মধ্য দিয়ে ফিলিস্তিনি জনগণের বেঁচে থাকার লড়াই প্রতিনিয়ত কঠিন হয়ে উঠছে। ইসরায়েলের হামলার ভয়াবহতা এই অঞ্চলে মানবিক সংকটকে আরো গভীর করে তুলেছে।

ইরানের উপর নতুন নিষেধাজ্ঞা জারি

আপনজন ডেস্ক: রাশিয়াকে ব্যালেস্টিক মিসাইল দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে ইরানের বিরুদ্ধে। সে কারণে দেশটির ওপর নতুন করে নিষেধাজ্ঞা জারি করার কথা জানালো আমেরিকা, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স এবং জার্মানি। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেন এখন লন্ডন সফর করছেন। সেখানে যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডেভিড ল্যামিকে পাশে নিয়ে এই ঘোষণা করেছেন তিনি। ব্লিংকেনের বক্তব্য, 'ইরান যে মিসাইল পাঠিয়েছিল, এতদিনে তা রাশিয়ার হাতে পৌঁছেছে। রাশিয়া এবার সেই মিসাইল ইউক্রেন যুদ্ধে ব্যবহার করবে। দূরপাল্লার এই ব্যালেস্টিক মিসাইল বহু দূর পর্যন্ত ধ্বংস করার ক্ষমতা রাখে।'

ব্লিংকেন জানিয়েছেন, ইরানের বিমান সংস্থাগুলো এবার নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত হতে পারে। ইরান এয়ারের সমস্ত উড়ান বাতিল করা হতে পারে।

আমেরিকার সঙ্গে ইরানের সরাসরি বিমান যোগাযোগ বন্ধ করা হতে পারে। পাশাপাশি ব্যালেস্টিক মিসাইল যারা তৈরি করছেন, তাদের বিরুদ্ধেও ব্যক্তিগত নিষেধাজ্ঞা জারি করা হতে পারে।

ইইউ-এর দেশগুলো এবং যুক্তরাজ্যও একই পথে হাঁটতে পারে বলে জানিয়েছেন ব্লিংকেন। দ্রুত এই নিষেধাজ্ঞার তালিকা আমেরিকা জানাবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

যুক্তরাজ্য জানিয়েছে, তারা ইতোমধ্যেই ইরানের সঙ্গে সমস্ত সরাসরি ফ্লাইট বাতিল করেছে। অন্যদিকে ইইউ-এর পক্ষ থেকে জোসেপ বরেল জানিয়েছেন, ২৭টি দেশকে নতুন নিষেধাজ্ঞার প্রস্তাব জানানো হয়েছে। তারা সবুজ সংকেত দিলেই তা বাস্তবায়িত করা হবে।

৭৫ বছরে চিনের শস্য উৎপাদন বেড়েছে ৫ গুণের বেশি

আপনজন ডেস্ক: গণপ্রজাতন্ত্রী চীন প্রতিষ্ঠার পর থেকে চীনের কৃষি অর্থনীতির স্থিতিশীল উন্নতি হয়েছে এবং এর শিল্প কাঠামো অপ্টিমাইজ ও আপগ্রেড করা হয়েছে। বিগত ৭৫ বছরে চীনের শস্য উৎপাদনে বড় অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে। ২০২৩ সালে শস্য উৎপাদন ১.৩৯০৮ ট্রিলিয়ন চিন হয়েছে, যা ১৯৪৯ সালের তুলনায় এক ট্রিলিয়ন চিন বেশি বা ৫.১ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতি ইউনিট এলাকায় শস্যের উত্পাদনও ব্যাপকভাবে বেড়েছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী চীন প্রতিষ্ঠার ৭৫ বছরে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের সাফল্য সংক্রান্ত চীনের জাতীয় পরিসংখ্যান ব্যুরোর আজ (মঙ্গলবার) প্রকাশিত ধারাবাহিক রিপোর্ট থেকে এসব তথ্য পাওয়া গেছে।

রিপোর্টে দেখা যায় যে, বাসিন্দাদের জীবনযাত্রার মান এবং খাদ্যের কাঠামোর পরিবর্তনের ক্রমাগত উন্নতির সাথে সাথে অর্থকরী ফসলের উৎপাদন প্রাণবন্তভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির ১৮তম জাতীয় কংগ্রেসের পর থেকে চীনের পশুপালন শিল্পের আধুনিকীকরণ এবং স্কেল-আপ প্রক্রিয়াও দ্রুততর হয়েছে। ব্যাপক উৎপাদন ক্ষমতা আরও উন্নত হয়েছে এবং মাংস, ডিম ও দুধের উৎপাদন বহু বছর ধরে বিশ্বের শীর্ষে রয়েছে।

চীনের কমিউনিস্ট পার্টির ১৮তম জাতীয় কংগ্রেসের পর থেকে, দেশটি উচ্চমানের কৃষিজমি নির্মাণের প্রচার অব্যাহত রেখেছে, সেচের জলের উৎসের নিশ্চয়তার অগ্রগতি সমন্বিত করেছে। সেচের ক্ষেত্রের নির্মাণ ও রূপান্তর উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত হয়েছে এবং কৃষি ভিত্তি আরো মজবুত হয়েছে।

রিপোর্টে আরো বলা হয়, বিগত ৭৫ বছরে চীনের কৃষি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়ন ছোট থেকে বড়, দুর্বল থেকে শক্তিশালী পর্যন্ত ব্যাপক অগ্রগতি করেছে। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির ১৮তম জাতীয় কংগ্রেসের পর থেকে চীন উচ্চ-স্তরের বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত স্ব-নির্ভরতা ত্বরান্বিত করেছে, নতুন কৃষি উৎপাদনশীলতা লালন ও বিকাশ করেছে, কৃষি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করেছে, ফলে উদ্ভাবন ব্যবস্থা আরও উন্নত হয়েছে এবং উদ্ভাবনের ক্ষমতা ব্যাপকভাবে জোরদারও হয়েছে। ২০২৩ সালে চীনের কৃষি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অগ্রগতি অবদানের হার ছিলো ৬৩.২ শতাংশ, যা ২০১২ সালের চেয়ে ৮.৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কৃষি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সামগ্রিক স্তর বিশ্বে প্রথম শ্রেণীতে প্রবেশ করেছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

লেবাননে ইসরায়েলি হামলায় হিজবুল্লাহ কমান্ডারের মৃত্যু

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণ লেবাননে ইসরায়েলি হামলায় এক হিজবুল্লাহ কমান্ডারের মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার দেশটি লেবাননকে লক্ষ্য করে একাধিক হামলা চালিয়েছে।

সিএনএন বুধবার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে।

ইসরায়েল প্রতিরক্ষা বাহিনী (আইডিএফ) জানিয়েছে, মঙ্গলবার পশ্চিম বেকা জেলার কারাউনে হিজবুল্লাহর এলিট রাদওয়ান ফোর্সের কমান্ডার মোহাম্মদ কাসেম আল-শায়ের নিহত হয়েছেন।

আল-শায়ের ইসরায়েল রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অনেক সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালিয়েছিল। তার মৃত্যুতে ইরান-সমর্থিত দলটি দক্ষিণ লেবানন থেকে ইসরায়েলে বিরুদ্ধে হামলা চালানোর ক্ষমতা হারাবে।

হিজবুল্লাহ আল-শায়েরের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেছে, ইসরায়েলের এই হামলার জবাবে উত্তর ইসরায়েলের দুটি স্থানে ডজন কাতিউশা রকেট ও বেশ কয়েকটি ড্রোন নিক্ষেপ করা হয়েছে।

তবে আইডিএফ জানিয়েছে, এতে কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

কিছু প্রজেক্টাইল আটকানো হয়েছে এবং অন্যগুলো একটি খোলা জায়গায় পড়েছিল।

বুধবার আইডিএফ জানিয়েছে, গত রাতে তরা ৩০টি হিজবুল্লাহর লঞ্চার ও দক্ষিণ লেবানন এলাকার সন্ত্রাসী অবকাঠামোর সাইট এলাকায় আক্রমণ করেছে। ওই স্থানগুলো ইসরায়েলের বেসামরিক নাগরিকদের জন্য হুমকিস্বরূপ ছিল।

লেবাননের রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম এনএনএ জানিয়েছে, রাতে বেশ কয়েকটি এলাকায় ইসরায়েল একাধিক হামলা চালিয়েছে।

যার মধ্যে কয়েকটি আল-কলাইলেহ শহরের বিভিন্ন সম্পত্তি, ফসল ও ভবনের ক্ষতি সাধন করেছে।

বুধবার এক বিবৃতিতে হিজবুল্লাহ আরেকজন যোদ্ধা নিহতের কথা জানিয়েছে, তবে তার মৃত্যুর স্থান বা কারণ কোনোটাই জানায়নি। এতে হামলার কথাও বলা হয়নি।

অন্যদিকে এ ঘটনায় লেবাননের জরুরি পরিষেবা রাচাফে ১২ জন আহতের কথা জানিয়েছে।

৭ অক্টোবর গাজায় ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে ইসরাইল-লেবানন সীমান্তে প্রায় প্রতিদিনই গুলি বিনিময় হচ্ছে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.০১মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.৪৮ মি.

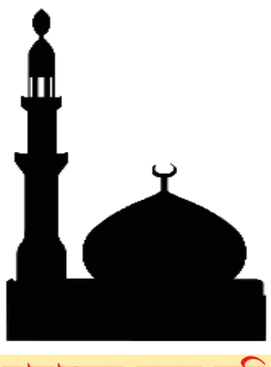

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.০১	৫.২২
যোহর	১১.৩৮	
আসর	৩.৫৯	
মাগরিব	৫.৪৮	
এশা	৬.৫৯	
তাহাজ্জুদ	১০.৫৫	

পাকিস্তানে ৫ দশমিক ৭ মাত্রার ভূমিকম্প

আপনজন ডেস্ক: পাকিস্তানের পাঞ্জাবে ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৫ দশমিক ৭।

বুধবার পাঞ্জাব প্রাদেশিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ (পিডিএমএ) এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছে।

পাঞ্জাবের প্রাদেশিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের (পিডিএমএ) মুখপাত্র মাজহার হুসেন বলেছেন, "রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের মাত্রা ৫ দশমিক ৭ রেকর্ড করা হয়েছে। ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল ছিল ডিজি খানের (শাদি ওয়ালা) কাছে, এর গভীরতা ছিল ১০ কিলোমিটার।"

প্রথম রাষ্ট্রীয় সফরে ইরাক গেলেন ইরানের প্রেসিডেন্ট

আপনজন ডেস্ক: ইরানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর প্রথমবারের মতো বিদেশ সফরে প্রতিবেশী দেশ ইরাক গেলেন মাসুদ পেজেশকিয়ান। বুধবার (১১ সেপ্টেম্বর) তিনি বাগদাদ পৌঁছেছেন বলে জানিয়েছে ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স। জুলাই মাসে নির্বাচিত হওয়ার পর প্রথম সফরে পেজেশকিয়ানকে বাগদাদ বিমানবন্দরে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান ইরাকি প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ শিয়া আল-সুদানি। ইউক্রেনের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য রাশিয়াকে স্বল্প-পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র সরবরাহের কারণে মঙ্গলবার পশ্চিমা শক্তিগুলো ইরানের ওপর নতুন করে নিষেধাজ্ঞার ঘোষণা দেওয়ার পর তার এই সফর হচ্ছে। ইরানের রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, দুই দেশ বাণিজ্য, কৃষি এবং যোগাযোগসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করবে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাকচি জানিয়েছেন, প্রায় ১৫টি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। সফরে ২০২০ সালে মার্কিন হামলায় নিহত ইরানের মেজর-জেনারেল কাসেম সোলাইমানির স্মৃতিসৌধ পরিদর্শন করবেন পেজেশকিয়ান। এছাড়া ইরাকি কুর্দিস্তানও সফর করার পরিকল্পনা রয়েছে তার। ২০০৩ সালে মার্কিন নেতৃত্বাধীন আগ্রাসনের পর থেকে ইরাকি স্বৈরশাসক সাদ্দাম হোসেনের সুন্নি-নিয়ন্ত্রিত শাসনের পতনের পর থেকে ইরান ও ইরাক উভয়ে শিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোর মধ্যে সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ করেছে।

ভিয়েতনামে সুপার টাইফুনের আঘাত, নিহত বেড়ে ১২৭

আপনজন ডেস্ক: সুপার টাইফুন ইয়াগির আঘাতে ভিয়েতনামে নিহতের সংখ্যা বেড়ে ১২৭ এ পৌঁছেছে। এছাড়া এখনও ৫৪ জন নিখোঁজ রয়েছে। মঙ্গলবার দেশটির কর্মকর্তারা এ তথ্য জানিয়েছেন। শনিবার টাইফুন ইয়াগি ভিয়েতনামের উত্তরাঞ্চলে আঘাত হানে। এটি ৩০ বছরের মধ্যে ভিয়েতনামে আঘাত হানা সবচেয়ে শক্তিশালী ঝড়। ইয়াগির কারণে দেশটির উত্তরাঞ্চল বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে এবং প্রায় ১৫ লাখ মানুষ বিদ্যুৎবিহীন হয়ে রয়েছেন।

মঙ্গলবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করা ভিডিওতে হাজার হাজার লোককে ছাদে আটকে থাকতে দেখা গেছে। অনেকে সাহায্যের জন্য পোস্ট করেছেন।

দেশটির আবহাওয়া সংস্থা জানিয়েছে, বৃষ্টি অব্যাহত থাকায় আরও বন্যা ও ভূমিধস হতে পারে। উত্তরাঞ্চলের চারটি প্রদেশে বন্যার ঝুঁকি খুব বেশি।

থাই নগুয়েন এবং ইয়েন বাই প্রদেশের একতলা বাড়িগুলো মঙ্গলবার ভোররাতে প্রায় সম্পূর্ণভাবে ডুবে গিয়েছিল। বাসিন্দারা সাহায্যের জন্য ছাদে অপেক্ষা করছেন। মৃত ও নিখোঁজদের পাশাপাশি বন্যা ও ভূমিধসে অন্তত ৭৫২ জন আহত হয়েছে বলে মঙ্গলবার কৃষি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, রাজধানী হ্যানয়সহ উত্তরের ১২টি প্রদেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ২৪৮ সংখ্যা, ২৭ ভাদ্র ১৪৩১, ৮ রবিউল আউয়াল, ১৪৪৬ হিজরি

‘আইনের শাসন’

উন্নয়নশীল বিশ্বের অনেক দেশেই সাংবিধানিকভাবে ‘গণতন্ত্র’ রহিয়াছে; কিন্তু গণতন্ত্র যে আসলে কী জিনিস–তাহার বিপরীতে এই সকল দেশে নির্বাচনকেন্দ্রিক হানাহানি, হিংস্রতা, রক্তের হোলি খেলা দেখিয়া চমকাইয়া যাইতে হয়। নির্বাচনে সহিংসতা কাহাকে বলে, কত প্রকার ও কী কী–তাহা আমরা কয়েক দশক ধরিয়া একটি বৃহত্ উন্নয়নশীল দেশের সকল ধরনের নির্বাচনে দেখিয়া আসিতেছি। সেইখানে নির্বাচনে ধাওয়া-পালটাধাওয়া, হামলা-প্রতিহামলা, ভাঙচুর-নৃশংসতা, হানাহানি, খুনাখুনির মতো হেন খারাপ দৃষ্টান্ত নাই যাহা হয় না। ধারালো অস্ত্রের আস্ফালন আর বোমাবাজি তো আছেই। অবস্থাদৃষ্টে মনে হইতে পারে–‘ওরে বাবা! এই কেমন নির্বাচন!’

এই সকল বিষয় দেখিয়া শুনিয়া বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী স্যার আইজ্যাক নিউটনের মতো আমাদের উপলব্ধি হয়–জ্ঞানসমুদ্রের তীরে আমরাও যেন নুড়ি কুড়াইতেছি মাত্র। আরো কত দেখিবার আছে! বুঝিবার আছে! তৃতীয় বিশ্বের এমনতর গণতন্ত্র দেখিয়া আমাদের মনে পড়িয়া যায় মহাভারতে বর্ণিত দ্রোণাচার্যের পুত্রের কথা। অস্ত্রশিক্ষাগুরু দ্রোণাচার্যের প্রিয়পুত্র অশ্বত্থামা ছোটবেলায় ধনীপুত্রদের দেখাদেখি দুধ খাইতে চাহিতেন; কিন্তু দরিদ্র দ্রোণাচার্যের পক্ষে সম্ভব ছিল না দুগ্ধ ক্রয় করিবার; কিন্তু পুত্রের আশা মিটাইতে তিনি দুগ্ধের পরিবর্তে চালবাটা পিটুলি গোলা দিয়া পুত্রকে বলিতেন–ইহাই দুধ। তাহার গরিব পুত্রও চালবাটা পিটুলি গোলা খাইয়াই ‘দুধ খাইতেছি’ ভাবিয়া আনন্দ করিতেন এবং নিজেকে ধনীপুত্রদের সমতুল্য মনে করিতেন।

অনেকেই মনে করেন, তৃতীয় বিশ্বের বহু দেশেরই গণতন্ত্রই হইতেছে অশ্বত্থামার চালবাটা পিটুলি গোলা খাইবার মতো। উহা আসলে দুধ বা গণতন্ত্র নহে। প্রথম কথা হইল–গণতন্ত্র হইল স্টেট অব মাইন্ড। সেইখানে কথা বলিবার যেমন অবারিত স্বাধীনতা থাকিবে, মুক্তচিন্তার ফল্গুধারা বহিবে, ইহার পাশাপাশি বিপরীত বা ভিন্ন মতের অন্যকে সম্মান করিবার বিষয়টিও থাকিতেই হইবে; কিন্তু গণতন্ত্রের এই মূলগত বৈশিষ্ট্য–তাহা আমরা উন্নয়নশীল বিশ্বের অনেক দেশেই দেখিতে পাই না। ইহা যেন গণতন্ত্র নামক দুধের বদলে চালবাটা গোলানো পিটুলি গোলা গিলানো। উন্নয়নশীল বিশ্বের জনগণও সেই ‘পিটুলি গোলা’ পান করিয়া ‘দুধ খাইয়াছি’ ভাবিয়া তৃপ্তির ঢেঁকুর তোলে।

বিশ্বব্যাপী দেশগুলির গণতন্ত্রের সূচক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে পাঁচটি বিষয় বিবেচনা করা হইয়া থাকে। সেইগুলি হইতেছে–নির্বাচনি প্রক্রিয়া ও বহুত্ববাদ, সরকারের কার্যকারিতা, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ, রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং নাগরিক স্বাধীনতা। পৃথিবীতে যেই সকল দেশে গণতন্ত্রের অবনমন ঘটিতেছে সেই দেশগুলিতে এই পাঁচটি বিষয়ের উপর ক্ষমতাসীনদের আধিপত্য বিস্তার করিতে দেখা যায়। এমনকি অনেক পুরাতন শক্তিশালী গণতন্ত্রের দেশও দেখা যাইতেছে বহুত্ববাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতার জলাঞ্জলি। স্পষ্টতই, তৃতীয় বিশ্বে গণতান্ত্রিক মন্দাদশা দিনদিন বাড়িতেছে, ইহার বিপরীতে কর্তৃত্ববাদী শাসনব্যবস্থার প্রসার ঘটিতেছে। প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করিবার উদ্দেশ্য তৃতীয় বিশ্বে গাল ফুলাইয়া বলা হয়–কেহ আইনের ঊর্ধ্বে নহে। অথচ যেই অপরাধের জন্য তাহাকে আইনের শাসানি দেওয়া হইল, দেখা যাইবে সেই অপরাধ শতসহস্র মানুষ করিয়াছে কিংবা করিতেছে; কিন্তু অন্যদের ক্ষেত্রে আইন যেন চক্ষু মুদিয়া রহিয়াছে। অথচ সত্যিকারের আইনের প্রয়োগ হইলে সকলের ক্ষেত্রেই তাহা সমানভাবে হওয়া উচিত। এই ব্যাপারে স্বনামধন্য ফরাসি পণ্ডিত মন্টেস্কু তাহার ‘দ্য স্পিরিট অব দ্য লজ’ গ্রন্থে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন–‘অভিজ্ঞতা আমাদের অনবরত দেখাইতেছে যে প্রত্যেক ব্যক্তি, যাহার হাতে ক্ষমতা রহিয়াছে, তিনি তাহা সুকৌশলে অপব্যবহার করিয়া চলেন এবং তাহাকে রুখিয়া না দেওয়া পর্যন্ত তিনি তাহার কর্তৃত্বপরায়ণতা বজায় রাখিয়া চলেন।’

প্রকৃতপক্ষে, আইনের শাসনের অভাব থাকিলে কী হইতে পারে–তাহার জলজ্যান্ত উদাহরণ বর্তমানে আইনের স্বর্গোদ্যানখ্যাত জার্মানিতেই একসময় দেখা গিয়াছিল। নাসি আমলে বিচারের নামে যেই প্রহসন চলিত আদালতকক্ষে, তাহা আজও সিনেমা বা পুরাতন তথ্যচিত্রে যে কেহ দেখিলে তাহার শরীর দিয়া শীতল রক্তস্রোত বহিয়া যাইবে। বিচারকরা নিরপরাধ আসামিদের উপর হম্বিতম্বি করিয়া তাহাদের কথা বলিতে দিতেন না। রায় ছিল পূর্বনির্ধারিত। দূরভবিষ্যতে তৃতীয় বিশ্ব যদি আর তৃতীয় না থাকে–তখন বর্তমান সময়ের ‘গণতন্ত্র’ ও ‘আইনের শাসন’ দেখিয়া ভবিষ্যত্ মানুষের শরীর দিয়া কি শীতল রক্তস্রোত বহিয়া যাইবে না?

●●●●●●●●●●●●●

প্রেসিডেন্ট যেভাবে আমেরিকায় রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠলেন

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বিশ্বজুড়ে সব সময় আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু থাকেন। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দিকে থাকে বিশ্ববাসীর নজর। কীভাবে দেশটির প্রেসিডেন্ট পদ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল, এর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, নির্বাহী বিভাগ ও কংগ্রেসের মধ্যে সম্পর্কে ভারসাম্য এবং প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা ও বিশ্বে তার প্রভাব বিস্তার নিয়ে বিশ্লেষণমূলক এ অভিমত লিখেছেন **মাহবুব মাসুম**

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট কেবল আমেরিকানদের প্রাত্যহিক জীবনের অংশ নন, বরং পৃথিবীজুড়েই মানুষ প্রেসিডেন্টকে সব ধরনের সংবাদ ও প্রচারমাধ্যমে দেখেন। প্রেসিডেন্ট যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাহী বিভাগের নেতৃত্ব দেন, একই সঙ্গে পৃথিবীজুড়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করেন। নতুন পলিসি প্রবর্তন, অভ্যন্তরীণ রাজনীতির সংকট, বৈশ্বিক রাজনীতির পরিবর্তন কিংবা রাষ্ট্রীয় সফর–যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট সব সময় আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকেন। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন নিয়ে তাই পৃথিবীজুড়েই থাকে তুমুল আগ্রহ, এটিকে আখ্যায়িত করা হয় বৈশ্বিক রঙ্গমঞ্চ হিসেবেও।

বর্তমানে প্রেসিডেন্ট অভ্যন্তরীণ আর পররাষ্ট্রসংক্রান্ত প্রায় সব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া ও দেনদরবার করার ক্ষমতা ভোগ করলেও প্রেসিডেন্ট পদটি তৈরির সময় পরিস্থিতি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা ঘোষণার সময় রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রবল জনমত গড়ে উঠেছিল। ১৭৭৬ সালে প্রকাশিত থমাস পেইনের বই কমন সেন্স ৩ মাসে ১ লাখ ২০ হাজার কপি বিক্রি হওয়া সেটিই প্রমাণ করে। এই বইয়ে আমেরিকান বিপ্লবের ফলে রাজতন্ত্র তৈরির সম্ভাবনা একেবারে খারিজ করে দেওয়া হয়। যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা ঘোষণার পরপরই কন্টিনেন্টাল কংগ্রেস কলোনিগুলোকে নতুন সংবিধান তৈরির তাগাদা দেয়, যাতে দ্রুত রাষ্ট্রকাঠামো গড়ে তোলা যায়। নতুন তৈরি করা প্রায় সবগুলো সংবিধানেই ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের কথা থাকলেও নিউইয়র্ক ছাড়া সব জায়গাতেই নির্বাহী বিভাগের প্রধানের পদটি দুর্বল করে আইন বিভাগের মুখাপেক্ষী করে রাখা হয়। আইনসভার মাধ্যমেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে নির্বাহী বিভাগের প্রধান নির্বাচিত হতেন, নির্বাহী বিভাগের প্রধানদের মেয়াদও করে রাখা হয় এক বছর, ছিল না কোনো ভেটো ক্ষমতাও। ম্যাসাচুসেটসে গভর্নর আইনসভা দ্বারা নির্বাচিত না হলেও প্রিভি কাউন্সিল দ্বারা গভর্নরের ক্ষমতা সীমিত করা হয়।

থমাস জেফারসনের মতো অনেকেই আইনসভার ক্ষমতা কেন্দ্রীভূতকরণের সমালোচনা করেছিলেন। ভার্জিনিয়ার গভর্নর জেফারসনের মতামত ছিল, এক ব্যক্তি স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে পারলে ১৭৩ জনের ভার্জিনিয়ার আইনসভাও স্বৈরতন্ত্র তৈরি করতে পারবে। এসব অভিজ্ঞতা নিয়েই ডেলিগেটরা ১৭৮৭ সালের সাংবিধানিক কনভেনশনে গিয়েছিলেন, অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন নির্বাহী বিভাগকে শক্তিশালী করতে।

কনস্টিটিউশনাল কনভেনশন ১৭৮৭

নির্বাহী বিভাগকে শক্তিশালী করার প্রশ্নটা কনভেনশনে দীর্ঘ বিতর্কের মধ্য দিয়ে গেছে। যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের আর্কিটেক্ট জেমস ম্যাডিসন এ নিয়ে তাঁর দোদুল্যমানতা চিঠিতে জানিয়েছিলেন জর্জ ওয়াশিংটনকে। আজকে যুক্তরাষ্ট্রের একজন প্রেসিডেন্ট থাকাকে আমরা স্বাভাবিকভাবে নিলেও কনভেনশনে এটি নিয়ে বিতর্ক হয়েছে। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন, রান্ডোলফরা চেয়েছেন বহু নির্বাহীর নেতৃত্ব, পেনসিলভানিয়ার ডেলিগেট জেমস উইলসন প্রস্তাব দেন একক নেতৃত্বের। প্রাথমিক বিতর্ক শেষে একক নেতৃত্বের প্রস্তাব পাস হয়, সঙ্গে শর্ত সাপেক্ষে দেওয়া হয় ভেটো ক্ষমতাও। তবে নির্বাহী বিভাগের ক্ষমতা নিয়ে নতুন বিতর্ক তৈরি হয় নিউ জার্সি প্ল্যান উত্থাপিত হলে।

■ প্রায় আড়াই শতাব্দী পার করেছে যুক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্র, কখনোই অনির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা যায়নি।

■ প্রেসিডেন্টই একমাত্র পদ, যেখানে সব আমেরিকানের ম্যান্ডেট নিয়ে একজন ব্যক্তি নির্বাচিত হন।

■ যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্টের স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া ও কংগ্রেসের কাছে জবাবদিহির দুটি সুযোগই রাখা হয়েছে।

■ দেশের অভ্যন্তরীণ সব নীতিতে প্রেসিডেন্ট যেমন ভূমিকা রাখেন, দেশের বাইরে ভূমিকা রাখেন প্রধান কূটনৈতিক হিসেবে।

বিতর্ক শেষে সেপ্টেম্বরের ৮ তারিখ পেনসিলভানিয়ার ডেলিগেট মরিসের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের কমিটি হয়, কমিটির দায়িত্ব ছিল সংবিধানের চূড়ান্ত খসড়া লেখা। দীর্ঘ সময় নিউইয়র্কে থাকা মরিস ব্যক্তিগতভাবে ছিলেন শক্তিশালী নির্বাহী বিভাগের পক্ষে। সর্বশেষ যে সংবিধান প্রস্তুত হয়, তার আলোকে নির্বাহী বিভাগের ক্ষমতার কিছু পরিসর স্পষ্ট হয়।

প্রথমত, কংগ্রেসের সঙ্গে প্রেসিডেন্টের সম্পর্ক স্পষ্ট হয়। দুর্বল নির্বাহী বিভাগে প্রেসিডেন্ট সব সিদ্ধান্তে কংগ্রেসের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকেন, শক্তিশালী নির্বাহী বিভাগের মডেলে কংগ্রেসকে পাস কাটিয়ে প্রেসিডেন্ট যা ইচ্ছা, সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। যুক্তরাষ্ট্রে এমন একটি মডেল তৈরি করা হয়, যাতে প্রেসিডেন্ট স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন আবার কংগ্রেসের কাছেও জবাবদিহির সুযোগ রাখা হয়।

দ্বিতীয়ত, দুর্বল নির্বাহী বিভাগ মডেলে একাধিক প্রেসিডেন্ট থাকেন, সবল নির্বাহী বিভাগে থাকেন একজন। কনস্টিটিউশনাল কনভেনশন শেষে যে সংবিধান গৃহীত হয়, সেখানে একক প্রেসিডেন্টের পাশাপাশি কিছু বিষয়ে সিনেটের পরামর্শক কমিটি তৈরির সুযোগ রাখা হয়। আইনসভায় তৈরি হওয়া আইনকে বাতিল করা কঠিনই রাখা হয়, নীতিগত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের দায়িত্ব থাকে প্রেসিডেন্টের নেতৃত্বাধীন বিভাগের ওপরই।

তৃতীয়ত, দুর্বল নির্বাহী বিভাগের মডেলে প্রেসিডেন্ট আইনসভা দ্বারা নির্বাচিত হন, পুনরায় নির্বাচিত হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। সবল নির্বাহী বিভাগের মডেলে আবার ঠিক উল্টোটা। বিতর্ক শেষে ইলেকটোরাল কলেজের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের বিধান তৈরি হয়, সেখানে কোনো মেয়াদসীমা ছিল না। পরবর্তী সময়ে জর্জ ওয়াশিংটনের মাধ্যমে দুই মেয়াদের বেশি প্রেসিডেন্সি না করাটা প্রথায় পরিণত হয়, যেটি আইনে পরিণত হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে।

চতুর্থত, যাঁরা শক্তিশালী আইনসভার পক্ষে ছিলেন, তাঁদের চাওয়া ছিল কংগ্রেস চাওয়ামাত্রই সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়ে প্রেসিডেন্টকে অভিশংসন করার ক্ষমতা। আবার শক্তিশালী নির্বাহী বিভাগের পক্ষের লোকজন চাচ্ছিলেন, এই ক্ষমতা আইন বিভাগ বা বিচার বিভাগের কাছে গেলেও তাঁকে অত্যন্ত সংকুচিত করে রাখতে। সর্বশেষ প্রেসিডেন্টকে হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভে সংখ্যাগরিষ্ঠতা আর সিনেটে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার আলোকে অভিশংসনের সুযোগ রাখা হয়।

পঞ্চমত, দুর্বল নির্বাহীরা সাধারণত আইনসভা কর্তৃক দেওয়া সীমিত ক্ষমতা ভোগ করতেন। বিপরীতে ছিল সংবিধান থেকে অসীম ক্ষমতা পাওয়ার সুযোগ, যেখানে আইনসভা কোনো হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। সংবিধানে প্রেসিডেন্টকে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা দেয়, সঙ্গে যুক্ত করে দেয় কংগ্রেসের জবাবদিহি চাওয়ার সুযোগও। যেমন প্রেসিডেন্ট সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব পান, কিন্তু যুদ্ধ শুরুর জন্য প্রয়োজন আইনসভার অনুমোদন। জর্জ ওয়াশিংটন কিংবা জন অ্যাডামসের সময় শত্রুপক্ষের কোন যুদ্ধযানে আক্রমণ করা হবে, যুদ্ধের গতি কোন দিকে যাবে–সেটিও কংগ্রেসই ঠিক করত। এখন অবশ্য প্রেসিডেন্টরা এসব সিদ্ধান্ত নিজেরাই নেন, কিছু কিছু ক্ষেত্রে কংগ্রেসের সিদ্ধান্তকে উপেক্ষাও করেন।

ষষ্ঠত, পররাষ্ট্রনীতি আর যুদ্ধের ব্যাপারে ক্ষমতার ভারসাম্য তৈরি করা হয়। পররাষ্ট্রনীতির বিষয়ে কংগ্রেসের অনুমোদনক্রমে নির্বাহী বিভাগ ও বিচার বিভাগ থেকে কর্মকর্তাদের নিয়োগ করার সুযোগ পান প্রেসিডেন্ট। যুদ্ধ শুরুর ব্যাপারে প্রেসিডেন্টের যেমন কংগ্রেস থেকে অনুমোদন নিতে হয়, প্রেসিডেন্টের করা সব চুক্তিতেও সিনেটের অনুমোদন নেওয়ার বিধান রাখা হয়। পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা প্রায় সব সময়ই নিরঙ্কুশ ছিল, এখনো আছে।

সপ্তমত, শক্তিশালী আইনসভার পক্ষের ডেলিগেটরা প্রধান নির্বাহীকে কোনো ভেটো ক্ষমতা দিতে চাননি। পাস হওয়া সংবিধানে প্রেসিডেন্টকে ভেটো ক্ষমতা দেওয়া হয়, একইভাবে সিনেটকেও ভেটো ক্ষমতায় নেওয়া সিদ্ধান্ত উল্টে দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয় দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়ে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্সির বৈশ্বিক আবেদন

যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন থেকে জর্জ ওয়াশিংটন–৪৬ জন এই দায়িত্ব পালন করেছেন। এর মধ্যে প্রায় আড়াই শতাব্দী পার করেছে যুক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্র, কখনোই অনির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা যায়নি। দুটি বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে যুক্তরাষ্ট্র, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে নেতৃত্ব দিয়েছে পুঁজিবাদী বিশ্বের। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতা বেড়েছে, বেড়েছে বৈশ্বিক আবেদনও। বেশ কিছু কারণেই যুক্তরাষ্ট্রের অনেক সুসংহত প্রতিষ্ঠান থাকার পরও প্রেসিডেন্ট পদই মুখ্য হয়েছে।

প্রথমত, প্রেসিডেন্টই একমাত্র পদ, যেখানে সব আমেরিকানের ম্যান্ডেট নিয়ে একজন ব্যক্তি নির্বাচিত হন। কংগ্রেসের অনুমোদন সাপেক্ষে তিনি নির্বাহী বিভাগে যে কাউকে নিয়োগ দিতে পারেন, আবার তাঁকে পদচ্যুতও করতে পারেন। জর্জ ডব্লিউ বুশের সময় প্রেসিডেন্টের এই নির্বাহী ক্ষমতার প্রয়োগ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে অনেকের।

দ্বিতীয়ত, যুক্তরাষ্ট্রের বৈশ্বিক পরিচিতি সংঘাত নিরসনের ক্ষেত্রে যেমন আছে, সংঘাত তৈরি কিংবা সংঘাতের পক্ষ হওয়ার ক্ষেত্রেও আছে। প্রেসিডেন্ট সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক, যুদ্ধ ঘোষণা করেন, ক্ষেত্রবিশেষে কংগ্রেসের অনুমোদন ছাড়াই ট্রুপস মবিলাইজ করতে পারেন, বিভিন্ন সংঘাতে যুক্তরাষ্ট্রের সংশ্লিষ্টতার মাত্রা নির্ধারণ করেন–এসব প্রেসিডেন্টকে দেশে-বিদেশে আলোচনার কেন্দ্রে রাখে।

তৃতীয়ত, কংগ্রেস একটি বিশাল নির্বাহী বিভাগ তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের অনুমোদন দিয়েছে। বর্তমানে নির্বাহী বিভাগে দুই মিলিয়নের বেশি মানুষ কর্মরত। সংবিধানের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ, যেখানে নির্বাহী বিভাগের ক্ষমতার কথা আলোচনা করা হয়েছে, সেখানকার ভাষাগত অস্পষ্টতা প্রেসিডেন্টের ক্ষমতাকে বৃদ্ধির সুযোগ দিয়েছে। প্রধান নির্বাহী হিসেবে দেশের অভ্যন্তরীণ সব নীতিতে প্রেসিডেন্ট যেমন ভূমিকা রাখেন, দেশের বাইরে ভূমিকা রাখেন প্রধান কূটনৈতিক হিসেবে। পৃথিবীজুড়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে অন্যান্য দেশের হওয়া চুক্তিগুলোর মূল অনুমোদনও আসে প্রেসিডেন্ট থেকেই।

চতুর্থত, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের বর্তমান ক্ষমতা অনেকটা যুক্তরাজ্যের সংবিধানের মতো অলিখিত হয়ে গেছে। কংগ্রেসের অনুমোদন ছাড়া ট্রুম্যান যেভাবে কোরিয়ায় সামরিক বাহিনী পাঠিয়েছিলেন, সেটি কংগ্রেসের সীমাবদ্ধতাকেই তুলে ধরে। ট্রুম্যানের মতো পরবর্তী সময়ে অনেক প্রেসিডেন্টই যুদ্ধ ঘোষণা না করে বিদেশের মাটিতে সৈন্য পাঠিয়েছেন। ১৯৭৩ সালে কংগ্রেসের অনুমোদন ছাড়া দুই মাসের বেশি বিদেশের মাটিতে সৈন্য রাখার ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। এরপরও বৈশ্বিক সংঘাতে যুক্তরাষ্ট্রের সংশ্লিষ্টতা কমেনি।

পঞ্চমত, প্রেসিডেন্টরা ব্যক্তিগত উদ্যোগে যখন ক্ষমতা সংহত করেছেন, পরবর্তী প্রেসিডেন্ট এসে সেই সংহত অবস্থান থেকে নিজের প্রেসিডেন্সি শুরু করেছেন। যেমন থিওডর রুজভেল্টের সময়ই যুক্তরাষ্ট্র বৈশ্বিক শক্তি হিসেবে গড়ে ওঠে। জাপানের উত্থানের মধ্যে প্যাসিফিকে স্বার্থ রক্ষায় মধ্যস্থতা করেন পোর্টমাউথ চুক্তিতে, সৈন্য পাঠান কিউবা আর ডমিনিকান রিপাবলিকে। যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনী পৃথিবীজুড়ে অগ্রসর হতে শুরু করে, দ্রুত এগিয়ে যায় আমেরিকার শিল্পায়ন।

উড্রো উইলসন এসে দেশের অর্থনীতি সংস্কারের পাশাপাশি প্রথম বিশ্বযুদ্ধেও যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্ব দেন, প্রস্তাবনা দেন লিগ অব ন্যাশনস তৈরির। ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট এসে মহামন্দা কাটানোর জন্য যুদ্ধ–অর্থনীতি তৈরি করেন, এখনো যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতির বড় অংশ আসে অস্ত্র ব্যবসা থেকে। এর পাশাপাশি ছিল বৈশ্বিক মঞ্চে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের মধ্যস্থতা করার ক্ষমতা, যেটি যুক্তরাষ্ট্রকে পরিণত করে পুঁজিবাদী পৃথিবীর নেতা হিসেবে।

যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাস যে ইতিহাসবিদেরা প্রেসিডেন্টের মেয়াদ দিয়ে ভাগ করে লেখেন, রাজনীতি আর ক্ষমতার প্রশ্নের প্রাসঙ্গিক কারণেই সেটা হয়।

মাহবুব মাসুম: লেখক ও গবেষক

সৌ: প্র: আ:

সামাজিক ঘটনাগুচ্ছ ও প্রতিবাদের মালিন্য

পাভেল আখতার

সমাজ পরিসরে যে ঘটনাটির প্রতিবাদ, সমালোচনা হওয়া দরকার, দেখা যায়, সেখানেও ‘আমরা-ওরা’র অবাঞ্ছিত অস্তিত্ব। সব প্রতিবাদ ও সমালোচনার ‘ধার ও ভার’ ওখানেই বিনষ্ট হয়। ধরা যাক, কৃষকের কিংবা শ্রমিকের বঞ্চনা, ব্যথা, যন্ত্রণা ইত্যাদি। কে করবে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ অথবা সমালোচনা, দেবে ধিক্কার? কেবল কৃষক ও শ্রমিক? দলিত, আদিবাসীর প্রতি অন্যায়, অবিচার। শুধু তারাই করবে প্রতিবাদ? এই প্রক্রিয়া নিতান্তই ভুল। একটি সমাজে একের হয়ে অন্যে যতক্ষণ ‘কথা’ বলতে এগিয়ে না আসবে ততক্ষণ ‘ভাল কিছু’ হওয়া সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথ যদি আমরা পড়ি তাহলে এই ‘চিন্তাদর্শন’ দেখতে পাব।

এক দেশে যারা সংখ্যালঘু অন্য দেশে তারাই হয়তো সংখ্যাগুরু। এক দেশের সংখ্যালঘু সমাজ যখন ব্যথিত, ক্লিষ্ট, বিপন্ন হয় তখন অন্য দেশের সংখ্যাগুরু সমাজ তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠে। আবার এক দেশের সংখ্যালঘু অপর দেশের সংখ্যালঘুর প্রতি যে সহানুভূতিশীল হয় তার সঙ্গে সংখ্যাগুরুর একটি সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। সংখ্যাগুরু তার নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন অবস্থান থেকে যে অনুভূতিতে আর্দ্র হয়, সংখ্যালঘু সেখানে কিন্তু নিজের নিত্যদিনের সংকট ও বিপন্নতার আরশিতে অপর দেশের সংখ্যালঘুর সংকট ও গ্লানির ছায়া দেখতে পায়। সেজন্য তার সহানুভূতি অনেক বেশি অকৃত্রিম ও জীবন্ত। সংখ্যাগুরু যদি নির্ভেজাল মানবতাবোধে দীক্ষিত হয় তাহলে নিজের দেশের সংখ্যালঘুর ব্যথায়, কষ্টক্লেশে, বিপন্নতায় সে একই রকম সহানুভূতিতে আর্দ্র হয়ে উঠবে। এইসব কথার যৌক্তিক ভিত্তিভূমি কিন্তু সংখ্যালঘু-সংখ্যাগুরু চেতনার অনেক উর্ধে। দিনের শেষে বিশ্বের শোষিত, নিপীড়িত, লাঞ্ছিত মানুষ সমস্ত ‘ক্ষুদ্র পরিচয়’ অতিক্রম করে পরিচিত হয় কেবল তার মানবসত্তার লাঞ্ছনার নিরিখে, যা দেশ-কাল-সম্প্রদায় সবকিছুর ঊর্ধ্বে। তারাই একমাত্র মনুষ্যত্বের, মানবতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, যাদের কাছে ‘মানুষ’ ছাড়া অন্য সব পরিচয়ই তুচ্ছ ও গৌণ। যতক্ষণ পর্যন্ত সত্যিকার অর্থে এই ‘আদর্শবোধ’ আপন হৃদয়ে প্রবিষ্ট না হবে, ততক্ষণ মানবতার সৌরভময় স্ফুরণগুলিও সবসময় স্বচ্ছ ও অবাধ হবে না। বরং ক্ষণে ক্ষণে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা।

জটিল ও দুর্বোধ্য ‘এই সময়’। সমর্থন ও বিরোধিতা, সহানুভূতি ও প্রতিবাদ, আনন্দ ও বিষাদ, নীরব থাকা ও সরব হওয়া। একই অঙ্গে রূপের এই বহুত্ব বিস্ময়কর! সর্বস্থানে, সর্বক্ষেত্রে। অটল অবস্থানের নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে সব যেন নির্ধারিত ‘গাণিতিক’ হিসেবের খেলা! অথচ, বহমান ঘটনার প্রকৃতি, চরিত্র কিংবা অভিঘাত মূলত এক, তবুও। ‘আমার মনের কোণের বাইরে আমি জানলা খুলে..’ বাইরেটাকে হয়তো দেখি, কিন্তু ‘আমার মনটাকে’ দেখি কি? ‘প্রতিবাদ’ করার আগে ‘প্রতিবাদের অধিকার’ও অর্জন করতে হয়। সেটা কীভাবে? হিসেব কষে, আগেপিছে ভেবে কখনও ‘প্রতিবাদ’ হয় না। একটি কথা শুনতে পাই যে, সবাই সব ব্যাপারে ‘প্রতিবাদ’ করবেন সেটা স্বাভাবিক প্রত্যাশা নয়। কিন্তু, শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ তো তিনিই, যিনি সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধেই ‘প্রতিবাদ’ করবেন। কিন্তু, আজ সেটা বিরল। হিসেব কষে, খুব ভেবেচিন্তে, সাবধানে ‘প্রতিবাদ’ করলে তার ধার ও ভার বিনষ্ট হয়। নিকট অতীতে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে ‘অনেক কিছু’ হয়েছে। হিন্দি আগ্রাসন একটি মূর্ত বাস্তবতা। তার বিরুদ্ধে কজন বাঙালি ‘প্রতিবাদ’ করেছে বা নাটের গুরুদের ‘শাস্তি’র দাবি তুলেছে?

কতকাল আগে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন : ‘অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে...।’ ব্যক্তির প্রতি অন্যায়ে ব্যক্তি কোন অবস্থান নেবে সেটা নিতান্তই মূর্ত। কিন্তু, যে ঘটমান অন্যায় সমাজকে, সমাজব্যবস্থাকে খাদের কিনারে নিয়ে যেতে পারে, সে অন্যায়ের অভিঘাতটা যেহেতু অনাগত ও বিমূর্ত ভবিষ্যতের পটে আঁকা ও প্রত্যক্ষভাবে ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত নয় সেহেতু দেখা যায় একধরনের স্থবিরতা বা নিশ্চল মূর্তি বিকশিত হয়ে ওঠে। উপরন্তু, ‘অন্যায়’-এর ব্যাপ্তির নিরিখে দেখলে এই দৃশ্যও খুব সাধারণ যে, ঘৃণা, দ্রোহ, প্রতিবাদ ইত্যাদিও নানা ‘খোপে’ আবদ্ধ। এমন মানুষ একেবারেই বিরল, যাকে সমস্ত ঘটমান অন্যায়েই ঘৃণা, দ্রোহ ও প্রতিবাদের মূর্তিতে দেখা যায়। এভাবেই কালের দর্পণে ‘প্রতিবাদ’ শব্দটি আর গরিমায় উদ্ভাসিত নয়, বরং কালিমায় আবিল হয়ে উঠেছে! প্রতিবাদের ধূসরতার মূলে আছে সামাজিক দ্বন্দ্বের চির-বহমান আখ্যান, যা আসলে সামাজিক অবস্থান বা প্রতিপত্তিগত শ্রেণিদ্বন্দ্ব। এই জায়গাটায় মার্কসীয় দর্শন একেবারেই ঠিক। সুবিধাভোগী শ্রেণি ও সুবিধাহীন শ্রেণি। যাবতীয় প্রতিবাদ, নিন্দা-সমালোচনা ইত্যাদির মূলে এই তাত্ত্বিক দর্শন ক্রিয়াশীল আছে। আরও আছে। ধর্ম, সম্প্রদায়, আর্থ-সামাজিক অবস্থা ইত্যাদি। যে ব্যক্তি কোনও ধর্মেই প্রত্যয়ী নয় বলে উচ্চকণ্ঠ, অর্থাৎ স্বঘোষিত নাস্তিক, সে-ও অগোচরে আদতে পিতৃগত ধর্মের প্রণোদনা থেকেই কোনও অন্যায়ে সরব হয়, আর কোনও অন্যায়ে নীরব বা মৌন থাকে। বস্তুত, সমাজের অধিকাংশ মানুষেরই ‘মানবতাবোধ’ এভাবেই পাঁক ও বিভ্রান্তির বেড়াজালে আবদ্ধ।

প্রসঙ্গত, ‘ন্যায়বিচার’ একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। এবং, সকলেরই এটি স্বাভাবিক চাহিদা ও অধিকার। কিন্তু দেখা যায়, একটি ন্যায়বিচারের উত্থিত দাবি আরেকটি ন্যায়বিচারকে দলিত করে। এ এক উৎকট বৈপরীত্য! উদাহরণস্বরূপ, একটি নারীর প্রতি হওয়া চরম বর্বরোচিত আচরণের ন্যায়বিচার কামনায় যে তুঙ্গ প্রতিবাদ তা সংগঠিত হচ্ছে বিপুল গরিব, প্রান্তিক মানুষকে চিকিৎসা পাওয়ার ‘ন্যায়বিচার’ থেকে বঞ্চিত করার মাধ্যমে! অথচ, প্রথমোক্ত ক্ষেত্রের প্রতিবাদীরা এই ব্যাপারে নীরব। তার কারণই আসলে উপরিউক্ত সামাজিক শ্রেণিদ্বন্দ্ব।

আরেকটি উদাহরণ দেওয়া যাক। মাত্র কিছুদিন আগে সাবির মল্লিক নামে একজন বাঙালি মুসলিম পরিযায়ী শ্রমিককে হরিয়ানায় পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে, যা এই বাংলায় তুমুল প্রতিবাদের ঢেউ তুলতে পারেনি। আবার একটি দলিত কন্যাও ধর্ষিতা হয়েছে। কিন্তু, কোথায় প্রতিবাদ? অতএব, দিনের শেষে সবই হচ্ছে সামাজিক শ্রেণিগত অবস্থানজনিত দ্বান্দ্বিক আখ্যান, যার পরতে পরতে বিস্তৃত ধর্ম, অর্থ, সামাজিকতা ইত্যাদি আশ্রিত মধ্যবিত্তের জটিল ও বিকলাঙ্গ মনোবিন্যাস!

****** মতামত লেখকের নিজস্ব*

প্রথম নজর

মানব পাচার ও বাল্যবিবাহ বিষয়ে বিশেষ সচেতনতা সভা

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: মানব পাচার ও বাল্যবিবাহ সম্পর্কিত বিষয়ে একটি বিশেষ সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হলো বুধবার। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট ব্লকের অন্তর্গত রিস্তারা এসএসআরজি হাই স্কুলে আয়োজিত এদিনের এই সচেতনতা শিবিরে উপস্থিত ছিলেন, বিএসএফ-এর পক্ষ থেকে ইনস্পেক্টর সনত হালদার, এসআই বেবি বর্মন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন শক্তি বাহিনীর ডিস্ট্রিক্ট কো-অর্ডিনেটর মিজানুর রহমান, দেবু সরকার, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক প্রবীর কুমার দত্ত সহ অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকারা। জানা গিয়েছে, অনেক ক্ষেত্রেই বয়সের আগে মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দিচ্ছেন পরিবারের লোকেরা।

জেলার গ্রামীণ এলাকা গুলিতে এমন ঘটনা প্রায় ঘটছে। অন্যদিকে, বিভিন্ন ফাঁদে পা দিয়ে নারী ও শিশু পাচারের শিকার হতে হচ্ছে অনেককেই। সেই কারণে নাবালিকার বিয়ে বন্ধ, নারী, শিশু পাচার, নির্যাতন রুখতে বিএসএফ-এর এন্টি হিউম্যান ট্রাফিকিং ইউনিট (হিলি) এবং শক্তিবাহিনীর যৌথ উদ্যোগে এই সচেতনতা শিবিরটির আয়োজন করা হয়েছিল। শিবিরের শেষে উপস্থিত পড়ুয়াদের নির্দিষ্ট বয়সের আগে বিয়ে না করা ও নিজের পায়ে দাঁড়ানোর বিষয়ে শপথবাক্য পাঠ করানো হয়।

এবিষয়ে ইনস্পেক্টর সনত হালদার বলেন, 'মানুষ কিভাবে প্রতারণার ফাঁদে পড়ে মানব পাচারের শিকার হতে পারে, সে বিষয়ে আমাদের সকলকে সতর্ক থাকতে হবে।' শক্তি বাহিনীর ডিস্ট্রিক্ট কো-অর্ডিনেটর মিজানুর রহমান বলেন, 'বাল্যবিবাহ সমাজে একটি বড় সমস্যা, এবং এর থেকে মুক্তির জন্য শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই।' সাব-ইন্সপেক্টর বেবি বর্মন জানান, 'মানব পাচার রোধে সচেতনতা বৃদ্ধি ও সম্মিলিত প্রচেষ্টা জরুরি।' বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক প্রবীর কুমার দত্ত বলেন, 'এ ধরনের কর্মসূচি আমাদের সামাজিক সমস্যাগুলোর মোকাবিলায় অনেক সহায়ক ভূমিকা রাখবে।'

দুর্গাপুজো নিয়ে শান্তি বৈঠক হরিহরপাড়ায়

রাকিবুল ইসলাম ● হরিহরপাড়া

আপনজন: আসন্ন দুর্গাপুজো উৎসব উপলক্ষে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হরিহরপাড়া পুলিশ ও ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে সমন্বয় বৈঠক। বুধবার মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাকক্ষে সমন্বয় বৈঠক করা হয়। হরিহরপাড়া এলাকার সমস্ত দুর্গা পুজো কমিটির সদস্য ,প্রধান গনেরা উপস্থিত ছিলেন।সকলের মিলিত প্রয়াসে জাতে এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা ও সম্প্রীতি বজায় থাকে। যেন কোনো রকমের অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে এবং সরকারি নির্দেশ মেনে চলা হয় সেই বার্তায় দেওয়া হয় এদিনের আলোচনা সভায় বলে জানা যায়।

এই সভা থেকে হরিহরপাড়া থানার আইসি বিশেষ একটি ঘোষণা করেন পূজোর দিনগুলোতে যে কোন দুর্ঘটনা বা কারো রক্তের প্রয়োজন হলে সঙ্গে সঙ্গে হরিহরপাড়া থানায় জানালে তাদের জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিবেন হরিহরপাড়া থানার পুলিশ প্রশাসন। এছাড়াও পুজো কমিটিগুলোকে সাহায্যের জন্য দুজন পুলিশ অফিসার কে দেখভালের জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকারের অনুদান পাওয়ার জন্য পুজো কমিটিগুলোকে আবেদন জানানোর জন্য অনলাইনে নথিভুক্ত করতে বলা হয়েছে। পুজো কমিটিকে সর্বদাই সাহায্যের জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন প্রশাসন।

গ্রাম পঞ্চায়েতে গ্রামের শিক্ষকদের সংবর্ধনা

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: গত ৫ ই সেপ্টেম্বর ছিল শিক্ষক দিবস।

সেই দিনটিকে স্মরণ করে বুধবার রাজনগর ব্লকের গাংমুড়ি-জয়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সভাকক্ষে পঞ্চায়েত এলাকার শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংবর্ধনা প্রদান করা হয় এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে।

জানা যায় যে,গাংমুড়ি-জয়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে শিক্ষক দিবস উপলক্ষে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংবর্ধনা প্রদানের আয়োজন করা হয়। স্থানীয় পঞ্চায়েত এলাকার সমস্ত প্রাথমিক, উচ্চ প্রাথমিক, এসএসকে,এমএসকে ও উচ্চ বিদ্যালয়ের মোট ৯০ জন শিক্ষক-শিক্ষিকাকে একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এদিন সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতে ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করে শ্রদ্ধা জানানো হয়। এরপর সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উত্তরীয় পরিয়ে এবং মেমেন্টো প্রদান করে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজনগর ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক শুভাশিস চক্রবর্তী,গাংমুড়ি- জয়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান তাপসী মন্ডল-সাহা , উপ-প্রধান মলয় ভট্টাচার্য,রাজনগর পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা-কর্মাধ্যক্ষ মালতি ভারতী, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য শোভন আচার্য, গ্রাম পঞ্চায়েতের সঞ্চালক-সদস্য প্রদীপ বাগদি সহ অন্যান্য সদস্য সহ বহু বিশিষ্টজনেরা।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন তালপুকুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তুষার সাহা। জাতীয় সংগীত গাওয়ার মধ্যে দিয়ে শিক্ষক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানটি শেষ করা হয়।

জুনিয়র ডাক্তারদের 'দেশদ্রোহী' তকমা বসিরহাটের তৃণমূল নেতার

এহসানুল হক ● বসিরহাট

আপনজন: আন্দোলনকারী জুনিয়র ডাক্তারদের 'দেশদ্রোহী' বললেন বসিরহাটের তৃণমূল নেতা চন্দন মুখোপাধ্যায় । 'সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মানেননি জুনিয়র ডাক্তাররা, তাই তাঁরা দেশদ্রোহী।' এমনই মন্তব্য করে বিতর্ক উস্কে দিলেন বাদুড়িয়া পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ। বসিরহাটের ১৪ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ভাস্কর মিত্রের একটি বিক্ষোভ কর্মসূচিতে যোগ দিতে এসে এমনি ভাষায় আক্রমণ করেন তিনি।

তিনি বলেন, "আপনি স্বপ্ন দেখছেন ? একটা নির্বাচিত সরকারকে ফেলে দেবেন ? ২১৫ জন বিধায়ক, ২৯ জন সাংসদ। আপনি তাদের ফেলে দেবেন ? ৫১ শতাংশ ভোট পেয়েছে। সেই সরকারটাকে আপনি ফেলে দেবেন ? ফেলে দিয়ে কেউ কেউ ভাবছেন মুখ্যমন্ত্রী হবেন, কেউ অর্থমন্ত্রী হবেন। এটা হয় না এখানে। এজিনিস হবে না। সুপ্রিম কোর্ট সার্বভৌমত্বের প্রতীক। সুপ্রিম কোর্ট সংবিধানের রক্ষক। আপনি তাকে অবমাননা করছেন মানে, দেশের সার্বভৌমত্বকে অবমাননা করছেন। সুপ্রিম কোর্টকে অবমাননা করছেন মানে সংবিধানকে বিরোধিতা করছেন। সংবিধানকে বিরোধিতা করছেন মানে আপনি দেশদ্রোহী। আপনি দেশদ্রোহী ডাক্তার। তাই আজ আমরা পথে। আমরা এই ডাক্তারদের দেখতে চাই না। ডাক্তারদের আন্দোলনের প্রতি আমাদের পূর্ণ সমর্থন আছি। কিন্তু, যে ডাক্তারদের আন্দোলনের কারণে মায়ের কোল খালি হয়ে যাচ্ছে, যে ডাক্তারদের অবহেলার কারণে স্বামী স্ত্রীকে হারাচ্ছে, স্ত্রী স্বামীকে হারাচ্ছে...আমরা সেই ডাক্তার চাই না। আমরা বলতে চাই, আপনি আন্দোলন করুন। আপনি বিচার চান, আমরা পাশে আছি। পাশে থাকব। রাত জাগব একসঙ্গে।"এদিন প্রদেশ কংগ্রেসের সদস্য আবদুল কাদের সরদার এই বিষয় নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি বলেন, তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা নেতৃত্বরা উস্কে দিচ্ছে,যারা টাকার বিনিময়ে চাকরি চুরি , টাকার বিনিময়ে ডাক্তার তৈরি করে ,তারা দেশদ্রোহী নয়,যারা একজন ডাক্তারের বিচারের দাবিতে আন্দোলন করছে তারা দেশদ্রোহী হয়ে গেল,এটা জাতীয় লজ্জা।যদি এই বিষয় নিয়ে তৃণমূল নেতৃত্ব কোন মন্তব্য করতে চাইনি।

ভূতনির চরে দুর্গতদের পাশে 'নতুন আলো'

নাজমুস সাহাদাত ● কালিয়াচক

আপনজন: সম্প্রতি দীর্ঘ এক মাস থেকে বন্যা কবলিত শুধু ভূতনি এলাকায় সীমাবদ্ধ নয়, এই বন্যা সমগ্র মানিকচক জুড়ে। এই একমাস মানিকচকের ভুতনির ভয়াবহ বন্যায় প্রায় ২ লক্ষ মানুষের ঘরবাড়ি জলে হাবুডুবু খাচ্ছে। বন্যার প্রথমদিন থেকেই বহু এলাকায় ছিল না বিদ্যুৎ, সাপের ছড়াছড়ি আর মশার কামড়ে অনেকেই অসুস্থ হয়েছেন এবং কয়েকজনের মৃত্যুও হয়েছে। এই ভুতনির বন্যার কথা চারিদিকে ছড়াতেই ত্রাণ-সাহায্য বিতরণে ঝাপিয়ে পড়ে বহু স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলো। আজ আটদিন ধরে " নতুন আলো" সংস্থার উদ্যোগে ভুতনির উত্তর চন্ডীপুর ও দক্ষিন চন্ডীপুর অঞ্চলে দুটি কমিউনিটি কিচেন করে সেখানেই তারা বিভিন্ন রান্না করে খাবার পৌঁছে দিচ্ছেন। এছাড়াও শুক্রবারী এ কে হাই মাদ্রাসার শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীদের সহযোগিতায় ভুতনীর উত্তর চন্ডীপুরে প্রায় ২৫ টি প্যাকেট ত্রাণ সামগ্রী দেওয়া হয় যার মধ্যে ছিল ত্রাণ সামগ্রীর মধ্যে চাল, ডাল, চিড়ে, চিনি, বিস্কুট, সার্ফ, রুটি তরকারি ইত্যাদি।

ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করল 'বাংলা পক্ষ'

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মালদা

আপনজন: মালদার ভূতনিতে বন্যা বিধ্বস্ত মানুষের জন্য কমিউনিটি কিচেনের দায়িত্ব নিয়েছে বাংলা পক্ষ। পৃথক একটি কর্মসূচীতে আর্থিক সাহায্য করেছে বাংলা পক্ষের শিলিগুড়ি জেলা শাখাও। ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে মালদা সহ বিভিন্ন এলাকার বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা নানা সহযোদ্ধা প্রতিদিন কমিউনিটি কিচেন চালাচ্ছে। এই কাজে এগিয়ে এসেছে বাংলা পক্ষ। সোহেল কমিউনিটি কিচেনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়েছিল বাংলা পক্ষ। স্থানীয় মানুষের যৌথ প্রচেষ্টায় বাংলা পক্ষ চেষ্টা করলো মালদার বন্যা বিধ্বস্ত বাঙালি ও সাধারণ পাশে দাঁড়াতে সচেষ্ট । বাংলা পক্ষর পাশে থাকুনা বাংলা পক্ষর প্রতিটা বাঙালি এবং সকলের স্বার্থে . প্রসঙ্গত ভুতনী এলাকায় শতাধিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বিভিন্ন সময় দুর্গতদের পাশে দাঁড়াচ্ছেন। একাধিক সংস্থা কমিউনিটি কিচেন মাধ্যমে দুর্গতদের খাবার বিতরণ করছেন। তাদের দুর্দশা এবং কষ্টের কথা জানতে পেরে আরো অনেকে এগিয়ে আসছেন।

নতুন জলের লাইনের সূচনা বোলপুরে

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: "জলের অপর নাম জীবন"। আন্তর্জাতিক বোলপুর শহরে ও শান্তিনিকেতন এলাকায় আগামী দিনে জলের অভাব মিটতে চলেছে। কারণ বৃধবার থেকে AMRUT 2 প্রকল্পের ডিস্ট্রিবিউশন পাইপ লাইনে কাজ শুরু হয়ে গেল। বহু প্রতীক্ষার ফল স্বরূপ জল কষ্টের সমস্যা সমাধান হতে চলেছে। বোলপুর শান্তিনিকেতন এলাকায় আমরুট টু পাঁচটা জনে ভাগ করা হয়েছে। আজকে দুই নম্বর জনের কাজ শুরু হল। সেই কাজের শুভ সূচনা। এই জোন থেকে বোলপুর পৌরসভার পাঁচটি ওয়ার্ডে পর্যাপ্ত পরিমাণে জল সরবরাহ করা হবে বলে জানান। বোলপুর পৌর সভার চেয়ারম্যান মাননীয়া পর্ণা ঘোষ মহাশয়া। এই জল প্রকল্পের মাধ্যমে বাড়ি বাড়ি পাইপ লাইনে জল পৌঁছে দেওয়া হবে। মূল এই জল প্রকল্পে জন্য ১৩৫ কোটি টাকা ব্যয় হবে বলে জানা যায়। আগামী দিনে বোলপুর পৌরসভার সাবমারসিবেল আর দরকার হবে না কারণ এই জল প্রকল্পে পর্যাপ্ত পরিমাণে জল বাড়িতে পেয়ে যাবেন সাধারণ মানুষ।

চাকুলিয়ায় ধৃত ভেড়া ও মহিষ পাচারকারী

মোঃ জাকারিয়া ● চাকুলিয়া

আপনজন: উত্তর দিনাজপুর জেলার চাকুলিয়া থানার কানকি চৌকি পুলিশ একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করে ভেড়ার পাচারকারীদের গ্রেফতার করেছে। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, পুলিশকে জানানো হয়েছিল যে দুটি কন্টেনারে মোট ৫১টি মোষ সিলিগুড়ির দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এই তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ দ্রুত গতিতে কানকি এলাকায় দুটি কন্টেনার থামিয়ে তাদের তল্লাশি করে। তল্লাশির সময়, দুটি কন্টেনার থেকে মোট ৫১টি মোষ উদ্ধার করা হয়।

এই অভিযানে পুলিশ ৮ জন পাচারকারীকে গ্রেফতার করেছে, যাদের মধ্যে ৪ জনকে আদালত ৫ দিনের পুলিশ রিমান্ডে পাঠিয়েছে এবং বাকি ৪ জনকে সরাসরি জেলে পাঠানো হয়েছে। এই পদক্ষেপটি পুলিশের একটি বড় সাফল্য হিসেবে গণ্য হচ্ছে, কারণ এটি একটি গুরুতর পাচারের মামলা ছিল এবং সংশ্লিষ্ট সমস্ত অভিযুক্তদের দ্রুত বিচার নিশ্চিত করতে পুলিশ সম্পূর্ণভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

পুলিশের এই পদক্ষেপটি পাচারের বিরুদ্ধে তাদের পর্যবেক্ষণ এবং প্রচেষ্টার কার্যকারিতা প্রদর্শন করে। মামলার তদন্ত চলছে এবং পুলিশ এখন এই পাচারের মূল অপরাধী এবং পুরো নেটওয়ার্কের প্যাটার্ন খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে। চাকুলিয়া থানার পুলিশ তাদের সক্রিয়তা এবং কার্যকরী পদক্ষেপের মাধ্যমে আবারও তাদের প্রতিশ্রুতি প্রমাণ করেছে।

ময়নাতদন্তে নিয়ে যেতে চাইল টাকা!

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● কুলতলি

আপনজন: সাপের কামড়ে মৃত্যু হওয়া সুন্দরবনের কুলতলির এক গুনিনের অসহায় পরিবারকে হয়রানি শিকার হতে হল এবার মৃতদেহ ময়নাতদন্তে নিয়ে গিয়ে। গত ২৮ শে আগস্ট সুন্দরবনের কুলতলির জালাবেড়িয়া ২ নং পঞ্চায়েতের পশ্চিম গাবতলার বাসিন্দা শম্ভু নস্করকে বিষাক্ত কেউটে সাপ ছোবল মারে। তাকে নিকটবর্তী জয়নগর কুলতলি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা সাপে কামড়ানোর ওষুধ দিলেও তাকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। ময়না তদন্তের জন্য দেহ কলকাতার মোমিনপুরে নিয়ে যায় কিন্তু মৃতদেহ হাসপাতাল থেকে ময়না তদন্ততে নিয়ে যাবার জন্য সাড়ে চার হাজার টাকা গাড়ির ভাড়া বাবদ তাদের কাছ থেকে নেওয়া হয় বলে অভিযোগ। পরে রফা হয় ১০০০ টাকায়।

বগটুই কাণ্ডের দু'বছর পর সাত পরিবার পেলেন মৃত-শংসাপত্র

আজিম শেখ ● রামপুরহাট

আপনজন: বগটুই গণহত্যাকাণ্ডের প্রায় দু বছর হয়ে গেল কিন্তু মৃত ওই পরিবারের সাতজন আইনি জটিলতার জন্য মৃত শংসাপত্র অর্থাৎ ডেটথ সার্টিফিকেট পাননি। এই সমস্ত আইনি জটিলতা কাটিয়ে আজ বীরভূমের জেলা শাসক বিধানচন্দ্র রায় এবং রামপুরহাটের বিধায়ক তথা রাজ্যের ডেপুটি স্পিকার বগটুই এর ওই সমস্ত পরিবারের সাতজনকে তাদের মৃত শংসাপত্র তুলে দিলেন।

জেলা শাসক জানান আইনি জটিলতার জন্য এতদিন তারা ডেথ সার্টিফিকেট পাননি সেই সমস্ত আইনী জটিলতা কাটিয়ে তাদের ডেট সার্টিফিকেট তৈরি করে পরিবারের হাতে তুলে দিলেন। সেদিন মোট সাতজনের ডেট সার্টিফিকেট দেওয়া হয় এবং পাশাপাশি জেলাশাসক জানান প্রথম থেকে রাজ্য সরকার এদের পাশে আছে এবং আগামী দিনেও থাকবে কোন জায়গায় কোন অসুবিধা হলে প্রশাসন তাদের সহযোগিতা করবে।

এদিন সার্টিফিকেট প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিধায়ক তথা রাজ্যের ডেপুটি স্পিকার আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রামপুরহাট মহকুমা শাসক, সৌরভ পান্ডে এবং রামপুরহাট এর টাউন প্রেসিডেন্ট সৈয়দ সিরাজ জিন্মি।

বন্যাকবলিত এলাকায় জমিয়তের ত্রাণ বিতরণ

জাকির সেখ ● মালদা

আপনজন: মালদা জেলার মানিকচক ব্লকের ভুতনি চোর এলাকার মানুষ টানা একমাস বন্যার জলের মধ্যে রয়েছে। অনেকের বাড়ি ভেঙেছে। কয়েক হাজার বিঘে জমির ধান, পাট, সবজি, আমবাগান সব জলের তলায়। গত ১০ আগষ্ট গঙ্গার জল ঢুকে ডুবে যায় বিস্তীর্ণ এলাকা। রাজ্য জমিয়তে উলামার সভাপতি মাওলানা সিদ্দীকুল্লাহ চৌধুরীর পরামর্শে বন্যা কবলিত এলাকায় ত্রাণের কাজ শুরু করেছে মালদা জেলা জমিয়তে উলামার সাধারণ সম্পাদক মুফতি মুইদুল ইসলাম। বন্যা কবলিত এলাকায় নৌকায় করে অসহায় মানুষদের কাছে গিয়ে ত্রাণসামগ্রী ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য পৌঁছে দিচ্ছেন জেলা জমিয়তের কর্মীরা। মুফতি মুইদুল ইসলাম জানান আমরা প্রাথমিকভাবে ১৫ লক্ষ টাকার ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করার টার্গেট নিয়েছি। ত্রাণসামগ্রী বিতরণে উপস্থিত ছিলেন মানিকচক শাখা জমিয়তে উলামার সেক্রেটারি মাওলানা আব্দুস সালাম, লিম শাহরিয়ার, মঈন হাসান, মাইনুল হাসান, ভূতনি কাশিমতলা মসজিদের ইমাম মাওলানা মেহেরুল ইসলাম।

সাপে কাটা রোগীর প্রাণ রক্ষা ডাক্তারের

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● ক্যানিং

আপনজন: দীর্ঘ প্রায় ১৫ দিন জীবনযুদ্ধে লড়াই।একেবারের যমরাজের দরজার সম্মুখ থেকে ফিরে আসা। অবশেষে মৃত্যুকে জয় করে দ্বিতীয় জীবন লাভ করে চিকিৎসক কে ধন্যবাদ জানাতে হাজীর হয়েছিলেন জনৈক এক বধু। চিকিৎসক কে প্রণাম নিবেদন করলেন। জানা গিয়েছে বারুইপুর থানার অন্তর্গত বৃন্দাখালি পঞ্চায়েতের দমদমা গ্রামের বধু বৃহস্পতি নস্কর।গত প্রায় ১৭ দিন আগেই বাগানে কাজ করা সময় তাঁর ডান পায়ে একটি বীষধর চন্দ্রবোড়া সাপ কামড় দেয়। চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়।শুরু হয় চিকিৎসা। পরের দিন ওই বধুর শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়। এমন কি তার পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন বৃহস্পতি নস্কর আর বেঁচে নেই! শুধুমাত্র চিকিৎসকের মুখ থেকে মৃত ঘোষনা'র অপেক্ষায়!এ মন ঘটনার পর ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে সর্প বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ওই বধুর পুনরায় চিকিৎসা শুরু করেন।দীর্ঘ একপক্ষকাল চিকিৎসার পর সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে ছুটি নিয়ে বাড়িতে ফেরেন বধু।

বিচারক আবাস হামলায় আটক দুষ্কৃতি

আসিফা লস্কর ● ডায়মন্ড হারবার

আপনজন: বিচারক আবাসনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে আজকের ডায়মন্ড হারবার কোর্ট এসেছিলেন ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার রাহুল গোস্বামী ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সুপার মিতুন কুমার দে। বিচারকদের সঙ্গে কথা বলার পর তাদের কাছ থেকে পাওয়া সিসিটিভির ফুটের ও তাদের কমপ্লেন লেটার নিয়ে আজকের একটি সাংবাদিক সম্মেলনকরেন ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার রাহুল গোস্বামী। তিনি জানান সিসিটিভির ফুটেজ ও কমপ্লেন লেটার এর ভিত্তিতে দন্ত শুরু করেছে ডায়মন্ড হারবার থানার পুলিশ। সিসিটিভির ফুটেজে দেখা যাচ্ছে কালো কাপড় পড়ে এক দুষ্কৃতী বাইরে ঘোরাঘুরি করতে। একই সঙ্গে ইলেকট্রিক লাইন কাটা ও জলের লাইন কাটা, পুরো বিষয়টি বিদ্যুৎ দপ্তর ও অন্যান্য বিভাগেসঙ্গে কথা বলবেন পুলিশ আধিকারিকরা। সিসিটিভির ফুটেজের ভিত্তিতে এই ঘটনায় একজনকে আটক করা হয়েছে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য।

একইসঙ্গে এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে একজন পুলিশ কে ক্লোজ করা হয়েছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

সমাজসেবীর স্মরণ সভায় সংবর্ধিত শামসুদ্দিন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: হাওড়া জেলার বাউড়িয়া খাসখামার গ্রামে মইনুদ্দিন মাস্টারের জন্ম । প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকতার সঙ্গে সঙ্গে পিছিয়ে থাকা সমাজ ও গ্রাম বাংলার দল মত শ্রেণী র উর্ধে অসহায় বঞ্চিত শোষিত শ্রেণীর পাশে থেকে মানব সেবার মন্ত্রে তিনি দীক্ষিত করতেন অসংখ্য স্বপ্নচারী যুবক যুবতীদের । তাঁর প্রয়াস বিফলে যায়নি । আজ তাঁর কন্যা রহিমাদি নারী ও শিশু কল্যাণ সমিতির মাধ্যমে ঝড় জল বৃষ্টি অথবা প্রখর রৌদ্রের রক্ত চক্ষুকে উপেক্ষা করে দৌড়ে ফেরেন বাংলার এ প্রান্ত ও প্রান্ত । রাজ্য ছাড়িয়ে চীন দেশেও তিনি ভারতের নারী সমাজের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। বুধবারতাঁর স্মরণ সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন প্রাবন্ধিক ও লেখক তথা পাঁচলা আজীম মোয়াজ্জাম উচ্চ বিদ্যালয়ের সহ প্রধান ও ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক এস এম শামসুদ্দিন । মইনুদ্দিন মাস্টারের স্মরণ সভায় বিশেষবাবে সংবর্ধনা দেওয়া হয় শিক্ষক, প্রাবন্ধিক ও লেখক এস এম শামসুদ্দিনকে।

সারদা তাজপুর হাই মাদ্রাসায় শিক্ষক সম্বর্ধনা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: বুধবার হাওড়া জেলার আমতা থানার সারদা তাজপুর হাই মাদ্রাসার প্রাক্তন পার্ট টাইমার শিক্ষক নাজিম হাসান মৃধা সাহেব প্রাইমারী স্কুলে নতুন চাকরি পেয়েছেন এই আনন্দে সারদা তাজপুর হাই মাদ্রাসার পক্ষ থেকে বিদায় সংবর্ধনা দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়, এদিন উপস্থিত ছিলেন মাদ্রাসার প্রাক্তন টিচার ইনচার্জ ও বর্তমান কাঁচডহরী গুইয়াদহ হাই মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক শেখ জামিউর রহমান সাহেব, এই মাদ্রাসার বর্তমান ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সুজিত কুমার বেরা মহাশয়, মাদ্রাসার ক্লার্ক জনাব গোলাম খাঁন সাহেব, মাদ্রাসার শিক্ষক ও হোস্টেল সুপার মাওলানা শেখ মুহাম্মদ কালিমুল্লাহ সাহেব,প্রাক্তন শিক্ষক জবেদ আলী খাঁন সাহেব, সুকুমার সাঁওতা বাবু, জনাব আফতাব মল্লিক সাহেব, শ্রী তন্ময় আদক বাবু, শ্রীমতি কাকলি মন্ডল, পম্পা দাঁ,আহমেদ মীর ও প্রবীর ঘোষ।

বাসুবাটিতে জিকির মজলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হুগলি

আপনজন: বাসুবাটি মেজ হুজুর দরবার শরীফে তালিমের মজলিস অনুষ্ঠিত হলো কাদেরিয়া এবং চিশতিয়া তরিকা অনুযায়ী জিকির পরিচালনা হল। দরবারের পক্ষ থেকে বিশেষ ঘোষণা হল ১৬ সেপ্টেম্বর সোমবার ঈদে মিলাদুন্নবী জুলুস এবং মাহফিল হবে। সেই সম্পর্কে ভক্তবৃন্দদেরকে নিয়ে নসিয়াত এবং জিকির করেন। উপস্থিত ছিলেন গদ্দিনশীন সৈয়দ আহসানুল ইসলাম ও সৈয়দ তাজুল ইসলাম পীরজাদা সৈয়দ তাফহীমুল ইসলাম সৈয়দ ইমদাদুল ইসলাম মাওলানা আব্দুল হাই রেজবী ও হাসান রেজা প্রমুখ।

الدعوة
দাওয়াত

◆ সমাজ সংস্কারে রাসূল সা.-এর অবদান

◆ সূরা ইয়াসিনে আছে জীবন ও মৃত্যুর কথা

◆ অজুর পর যে আমলে জান্নাতের দরজা খুলে যায়

◆ কুরআন-হাদিসের দৃষ্টিতে বোরকা ও হিজাব

আপনজন ■ বৃহস্পতিবার ■ ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৪

সমাজ সংস্কারে রাসূল সা.-এর অবদান

আলী ওসমান

মহানবী হজরত মুহাম্মদ সা: ছিলেন একজন মহান সমাজসংস্কারক। প্রাক-ইসলামী যুগে আরবের সামাজিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। গোত্র কলহ, যুদ্ধ-বিগ্রহ, মারামারি, হানাহানি, সামাজিক বিশৃঙ্খলার নৈরাজ্যপূর্ণ অবস্থার মধ্যে নিপতিত ছিল গোটা সমাজ।

সামাজিক সাম্য, শৃঙ্খলা, ভদ্রতা, সৌজন্যবোধ, নারীর মর্যাদা ইত্যাদির কোনো অস্তিত্বই ছিল না। জঘন্য দাসত্ব প্রথা, সুদ, ঘুষ, মদ, জুয়া, হত্যা, লুণ্ঠন, ব্যভিচার, পাপাচার, অন্যায়-অত্যাচারের চরম তাণ্ডবতায় সমাজ কাঠামো ধসে পড়েছিল। ঠিক এমন এক দুর্যোগময় যুগে মহানবী হজরত মুহাম্মদ সা:-এর আবির্ভাব। তিনি আরবের বুকে বৈপ্লবিক সংস্কার সাধন করে বিশ্বের ইতিহাসে অতুলনীয় খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাজকে নবুওতের আলোকে উদ্ভাসিত করেন।

ঐতিহাসিক রেমন্ড লার্জ বলেন, প্রকৃতপক্ষে সামাজিক এবং আন্তর্জাতিক বিপ্লবের সূচনাকারী হিসেবে ইসলাম ধর্মের প্রবর্তকের নাম ইতিহাসে প্রথম উল্লেখ করা হয়েছে।

মহানবী সা: সমাজের যাবতীয় অনাচার দূর করে যে এক জান্নাতি সমাজব্যবস্থা কায়েম করেন। নিম্নে তার সংস্কারের সামান্য নমুনা পেশ করা হলো :

তাওহিদের আদর্শে সমাজের গোড়াপত্তন : ধর্মীয় ক্ষেত্রে নানা অনাচার, পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কারের মূলোৎপাটন করে পুরো সমাজকে এক আল্লাহর বিশ্বাসী তথা তাওহিদের আদর্শে সমাজকে নবরূপে রূপায়িত করেন। সব ক্ষমতা ও সার্বভৌমত্বের উৎস একমাত্র আল্লাহকেই মেনে নিয়ে সমাজের সব কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার ব্যবস্থা করেন।

মানবতার ভিত্তিতে সমাজ গঠন : সমগ্র আরবদেশ যখন জঘন্য পাপ ও অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। এই অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাজে মহানবী হজরত মুহাম্মদ সা: সাম্য, অকৃত্রিম ভ্রাতৃত্ব এবং বিশ্বমানবতার ভিত্তিতে যে এক উন্নত ও আদর্শ সমাজব্যবস্থার প্রবর্তন করেন পৃথিবীর ইতিহাসে তার কোনো নজির নেই। তাঁর প্রবর্তিত সমাজে গোত্রের বা রক্তের সম্পর্কের চেয়ে ঈমানের বন্ধনই ছিল মজবুত ও ঐক্যের প্রতীক। তিনি অন্ধ অভিজাত্যের গৌরব ও বংশ মর্যাদা নিয়ে গর্বের মূলে কুঠারাঘাত হানেন এবং সাম্য ও ন্যায়ের ভিত্তিতে আদর্শ সমাজ কাঠামো প্রস্তুত করেন। এই একটি মাত্র আঘাতেই আরবের একমাত্র বন্ধন গোত্রপ্রীতি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল এবং ঈমান এই বন্ধনের স্থান দখল করল। 'মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই ব্যক্তি, যিনি আল্লাহর সব দিকে অনুগত ও মানুষের সর্বাধিক কল্যাণকামী।' (সূরা হুজরাত-১৩) তার সমাজব্যবস্থায় উঁচু-নিচু, ধনী-দরিদ্র, কালো-সাদার বৈষম্য রইল না। মানুষে মানুষে সব প্রকার অসাম্য ও ভেদাভেদ দূরীভূত করে মানবতার অত্যুজ্জ্বল আদর্শে সমাজ বন্ধন সুদৃঢ় করেন। আরবের ইতিহাসে রক্তের পরিবর্তে শুধু ধর্মের ভিত্তিতে সমাজ গঠনের এটিই প্রথম দৃষ্টান্ত।

দাসপ্রথার উচ্ছেদ : আরবে বহু যুগ ধরে গোলামি প্রথা বা দাস প্রথা প্রচলিত ছিল। মনিবরা গোলামদের ওপর অমানুষিক অত্যাচার করত। মানুষ হিসেবে তাদের কোনো মর্যাদাই ছিল না। তারা পশুর মতো জীবনযাপন করত। তাদের বাজারে ক্রয়-বিক্রয় করা হতো। হজরত মুহাম্মদ সা: মনিবদের নির্দেশ দিলেন ক্রীতদাসদের প্রতি সদাচরণ করো। তোমরা যা খাও, পরিধান করো, তা তাদের খেতে এবং পরিধান করতে দাও। (মুসলিম-১৬৬১)

তিনি দাসদের মুক্তির পথনির্দেশ করে ঘোষণা দিলেন, 'যে ব্যক্তি কোনো মুমিন দাসকে আজাদ করবে, আল্লাহ তায়ালা এর প্রতিটি অঙ্গের বিনিময়ে আজাদকারীর প্রতিটি অঙ্গকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে দেবেন। এমনকি এর (দাসের) লজ্জাস্থানের বিনিময়ে তার (মুক্তকারীর) লজ্জাস্থানকে মুক্তি দেবেন।' (মুসলিম-১৫০৯, তিরমিজি-১৫৪১)

অপর বর্ণনায় তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি একজন মুমিন দাসকে আযাদ করে দেবে, এর বিনিময়ে তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত করে দেয়া হবে।' (আবু দাউদ-৩৯৬৬)

তিনি অনেক দাসকে মুক্তি করে দেন এবং অনেক সাহাবি তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। তার উদারতার জন্য দাস বেলাল রা:-কে ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিন এবং ক্রীতদাস জায়েদকে সেনাপতিত্বে বরণ করে দাসদের পূর্ণ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেন।

নারীর মর্যাদা দান : তৎকালীন আরবে নারীদের ভোগ্য সামগ্রী মনে করা হতো। তারা ছিল পুরুষদের দাসীমাত্র। কন্যা সন্তানদের জীবন্ত দাফন প্রথা সিদ্ধ ছিল। পরিবারের কর্তা ইচ্ছে করলে নারীকে ক্রয়-বিক্রয় ও হস্তান্তর করতে পারত। পিতা এবং স্বামীর সম্পত্তিতে তাদের কোনো অংশ ছিল না।

মহানবী সা: নারীদের সমাজে অভূতপূর্ব মর্যাদা দিলেন। তিনি নারী-পুরুষ সবাইকে সমমর্যাদা দিলেন।

রাসূলুল্লাহ সা: বলেন, 'যে ব্যক্তিকে কন্যা সন্তান লালনপালনের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে এবং সে ধৈর্যের সাথে তা সম্পাদন করেছে সেই কন্যা সন্তান তার জন্য জাহান্নাম থেকে আবরণ বা প্রতিবন্ধক হবে।' (তিরমিজি : ১৯১৩, ১৯১৫)

বিধবাদের সাহায্যকারীদের সম্পর্কে রাসূল সা: বলেছেন, 'বিধবা ও মিসকিনের জন্য (খাদ্য জোগাতে) সচেষ্ট ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদরত ব্যক্তি সমতুল্য এবং যারা রাতে (নফল) ইবাদত করে ও দিনে সিয়াম রাখে তাদেরও সমতুল্য।' (বুখারি-৫৩৫৩, মুসলিম-২৯৮২, নাসায়ি-২৫৭৭, তিরমিজি-১৯৬৯, ইবনে মাজাহ-২১৪০)

নবী সা: বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই সর্বোত্তম যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম, আর আমি তোমাদের মধ্যে আমার স্ত্রীদের কাছে সর্বোত্তম ব্যক্তি।' (ইবনে মাজাহ-১৯৭৭, তিরমিজি-৩৮৯৫)

আসওয়াদ রা: থেকে বর্ণিত- আয়েশা রা:-কে রাসূল সা: ঘরে তার স্ত্রীদের সাথে কী কী করতেন তা জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন, 'তিনি স্ত্রীদের কাজে সহযোগিতা করতেন, আর যখন নামাজের সময় হতো তখন তিনি নামাজে যেতেন।' (বুখারি-৬০৩৯)

সঙ্ঘাতমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা : তৎকালীন আরবের বিভিন্ন গোত্রে দ্বন্দ্ব-সঙ্ঘাত লেগেই থাকত। সামান্য অজুহাতে ভয়াবহ যুদ্ধের দামামা বাজে আর দীর্ঘকাল ধরে তা দাবানলের মতো জ্বলতে থাকত। রক্তপাত ও লুণ্ঠন ছিল তাদের নিত্যদিনের পেশা। হজরত মুহাম্মদ সা: এ সব অরাজকতার অবসান ঘটিয়ে শান্তিময় সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি প্রাক-নবুওয়াত 'হিলফুল ফুজুল' এবং পরে 'মদিনা সনদ'-এর মাধ্যমে সমাজে শান্তি আনয়ন করেন।

মদ্যপান রহিতকরণ : মদ্যপ্রিয়তা আরবদের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। নর্তকীদের সাথে মদোমত্ত হয়ে তারা যেকোনো অশ্লীল কাজ করত। মহানবী হজরত মুহাম্মদ সা: দেখলেন নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি সামাজিক, অর্থনৈতিক জীবনে চরম ক্ষতি সাধনকারী। তাই তিনি কঠোরভাবে মদ্যপান নিষিদ্ধ ঘোষণা করে সমাজের কল্যাণ সাধনে সচেষ্ট হন।

জুয়া খেলা নিষিদ্ধ : তৎকালীন আরবে জুয়া খেলার ব্যাপক প্রচলন ছিল এবং এটিকে সম্মানজনক অভ্যাস মনে করত। জুয়া খেলায় হেরে মানুষ অসামাজিক কাজে লিপ্ত হতো। ফলে ব্যাহত হতো সামাজিক জীবন। হজরত মুহাম্মদ সা: জুয়া খেলা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে সমাজকে ভয়াবহ বিপর্যয় থেকে রক্ষা করেন।

কুসিদ প্রথা উচ্ছেদ : কুসিদ প্রথা বলতে এক প্রকার সুদের কারবার প্রথা। আরব সমাজে জঘন্য কুসিদ প্রথা বিদ্যমান ছিল। তারা এত উচ্চহারে সুদের কারবার করত যে, সুদ পরিশোধ করতে না পারলে সুদগ্রহীতার স্থাবর-অস্থাবর সব সম্পত্তির সাথে স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে নিয়ে নেয়া হতো।

আরবে প্রচলিত ব্যবস্থা সুস্থ সমাজ বিকাশে প্রচণ্ড বাধাস্বরূপ ছিল। নবীজী সা: সুদ হারাম ঘোষণা করেন এবং আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীকে 'করজে হাসানা' দানে উৎসাহিত করেন।

কুসংস্কার থেকে মুক্তি : আরবের জাহেলি সমাজে নানা কুসংস্কার ছিল। ভাগ্যনির্ধারক তীর, দেবদেবীর সাথে অলীক পরামর্শ, মৃতের অজ্ঞাতযাত্রার ধারণা প্রভৃতি চালু ছিল। শুধু তা-ই নয়, আরো নানা প্রকার ভূত-প্রেত, দৈত্য, পরী প্রভৃতিকে বিশ্বাস করত।

হজরত মুহাম্মদ সা: বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে তাদের মন-মগজ থেকে সব কুসংস্কার দূর করেন।

নিষ্ঠুরতার অবসান : প্রাচীন আরব নিষ্ঠুরতায় ভরপুর ছিল। ভোগবাদী আরবরা দাস-দাসী, এমনকি শত্রু গোত্রের লোকদের সাথে অমানবিক নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিত। বিত্তবানরা খেলার ছলে দ্রুতগামী ঘোড়ার লেজের সাথে নারীকে বেঁধে দিত। যার ফলে হতভাগা নারীর প্রাণ-প্রদীপ নিভে যেত। মহানবী হজরত মুহাম্মদ সা: সমাজ থেকে এরূপ বর্বরতা ও নিষ্ঠুরতা দূর করে সমাজের আমূল পরিবর্তন আনেন।

জাকাতের বিধান জারি : অর্থনৈতিক দৈন্যদশা বিদূরীত করে সমাজের সার্বিক সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের সৌধ নির্মাণের নিমিত্তে হজরত মুহাম্মদ সা: জাকাতের বিধান প্রবর্তন করেন। যাতে করে সমাজ থেকে দারিদ্র্য বিমোচনের পথ সুগম হয়। তিনি ধনী-দরিদ্রের পার্থক্য সমাজ থেকে চিরতরে উৎখাত করেন।

আর্থ-সামাজিক অসাধুতা দূর : মহানবী হজরত মুহাম্মদ সা: আর্থ-সামাজিক অসাধুতা, প্রতারণা, মিথ্যাচার, দুর্নীতি, হটকারিতা, মজুদদারি, কালোবাজারি, ইত্যাকার যাবতীয় অনাচার হারাম ঘোষণা করে সমাজ থেকে উচ্ছেদ করে একটি সুন্দর, পবিত্র সমাজ কাঠামো বিনির্মাণ করেন।

জীবন-সম্পদের নিরাপত্তা : হজরত মুহাম্মদ সা: প্রতিটি মানুষের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা বিধান করেন। অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা এবং কারো সম্পদ গ্রাস করা যাবে না। সবার জীবন-সম্পদ পবিত্র আমানত এ বিশ্বাসের ওপর সমাজ কাঠামোকে গড়ে তোলেন।

আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা : বিভিন্ন প্রকার অবিচার, অনাচার দূরীকরণের জন্য বিশ্বনবী হজরত মুহাম্মদ সা: আইনের শাসন কায়েম করেন। আইনকে ব্যক্তিবিশেষ অথবা কোনো গোত্রের হাতে না দিয়ে কেন্দ্রীয় বিচার বিভাগের হাতে ন্যস্ত করেন। যেন আইন কারো ব্যক্তি স্বার্থে ব্যবহার না হয়।

উপরোক্ত আলোচনায় স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়, হজরত মুহাম্মদ সা: অতি অল্পসময়ে স্বীয় প্রচেষ্টা অদম্য শক্তিবলে সব অনাচারের মূলোচ্ছেদ করে অসভ্য, দ্বিধাবিভক্ত সদা কলহপ্রিয় সে সময়ের সর্বাপেক্ষা অধঃপতিত আরবকে সুশৃঙ্খল সমাজব্যবস্থার মাধ্যমে ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্য বন্ধনে সঙ্ঘবদ্ধ জাতিতে পরিণত করে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

এভাবেই তিনি পুরো বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। যার জন্য বলতে হয় হজরত মুহাম্মদ সা: সর্বযুগের, সর্বশ্রেষ্ঠ একজন আদর্শ, মহামানব ও আখেরি নবী। কিয়ামত পর্যন্ত যারা তার অনুসরণ করবে অবশ্যই তারা হেদায়েত পাবে। ইহকালে শান্তি ও পরকালে মুক্তি লাভ করবে।

আল্লাহ বান্দার প্রার্থনা শোনা পছন্দ করেন

আবদুর রশিদ

আল্লাহ রব্বুল আলামিন বান্দার প্রার্থনা বা মোনাজাত শোনা এবং কবুল করা পছন্দ করেন। সূরা আল আনয়ামের ৬৩-৬৪ আয়াতে বলা হয়েছে, 'বলুন, কে তোমাদের ত্রাণ করেন যখন তোমরা স্থলভাগের ও সমুদ্রের বিপদে কাতরভাবে এবং গোপনে তাঁর কাছে অনুনয় কর এভাবে- আমাদের এ বিপদ থেকে উদ্ধার করলে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হব। বলুন, আল্লাহই তোমাদের বিপদ ও সমস্ত দুঃখ-কষ্ট থেকে পরিত্রাণ করেন। এ সত্ত্বেও তোমরা তাঁর শরিক কর!' মহান আল্লাহর করুণা পেতে তাগিদ- 'তোমরা বিনীতভাবে এবং গোপনে তোমাদের প্রতিপালককে ডাকো... তাঁকে ভয় ও আশার সঙ্গে ডাকবে।' (সূরা আরাফ : ৫৫-৫৬)। 'তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমাদের কেউ অব্যাহতি পেতে না এবং আল্লাহ তওবা গ্রহণকারী ও প্রজ্ঞাময়' (সূরা নুর : ১০)। 'বল, হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ, আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হোয়ও না, আল্লাহ সমুদয় পাপ ক্ষমা করে দেবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু' (সূরা জুমার : ৫৩)। যাবতীয় অনুকম্পা ও নিয়ামত দানকারী আল্লাহ রব্বুল আলামিনের কাছেই বিপদে-আপদে অভাব-অনটনে সাহায্য প্রার্থনা করার গুরুত্ব অপরিসীম। বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে হবে। মহান রব্বুল আলামিনের দরবারে তাঁর বান্দা যে প্রার্থনা পেশ করবে তার বাণী ও বিষয় রহমানুর রহিম নিজেই শিখিয়ে দিয়েছেন আল কুরআনে। আল কুরআনে যেসব মোনাজাত বিভিন্ন ক্ষেত্র বা উপলক্ষে বিবৃত হয়েছে তার মধ্যে প্রার্থনার বিভিন্ন আঙ্গিক, ভাব-ভাষা প্রকাশ পেয়েছে। আল কুরআনের প্রাণস্বরূপ সূরা আল ফাতিহা সেরা মোনাজাতের প্রতিকৃতি। এ কারণে মিরাজুল মুমিনিন হিসেবে বিবেচিত নামাজের প্রতি রাকাতে এ সূরা পাঠ করতে হয়। আল কুরআনে সওগাত হিসেবে উল্লিখিত মোনাজাতগুলোর কয়েকটি : 'হে আমাদের প্রতিপালক! যদি আমরা বিস্মৃত হই অথবা ভুল করি তবে তুমি আমাদের অপরাধী কোরো না। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর যেমন গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছিলে আমাদের ওপর তেমন দায়িত্ব অর্পণ কোরো না। হে আমাদের প্রতিপালক! এমন ভার আমাদের ওপর অর্পণ কোরো না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের পাপ মোচন কর, আমাদের ক্ষমা কর, আমাদের প্রতি দয়া কর, তুমিই আমাদের অভিভাবক। সুতরাং কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের জয়যুক্ত কর' (সূরা বাকারা : ২৮৬)। 'হে সার্বভৌম শক্তির মালিক! তুমি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা দান কর এবং যার থেকে ইচ্ছা ক্ষমতা কেড়ে নাও; যাকে ইচ্ছা তুমি পরাক্রমশালী কর, আর যাকে ইচ্ছা তুমি হীন কর। কল্যাণ তোমার হাতেই। তুমি সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান। তুমিই রাতকে দিনে এবং দিনকে রাতে পরিণত কর; তুমিই মৃত থেকে জীবন্তের আবির্ভাব ঘটাও, আবার জীবন্ত থেকে মৃতের আবির্ভাব ঘটাও। তুমি যাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবনোপকরণ দান কর' (সূরা আলে ইমরান : ২৬-২৭)। 'হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের (পিতা-মাতার) প্রতি দয়া কর যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন' (সূরা বনি ইসরাইল : ২৪)। 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জ্ঞানের বৃদ্ধি সাধন কর' (সূরা তা-হা : ১১৪)।

অজুর পর যে আমলে জান্নাতের দরজা খুলে যায়

আবদুল মজিদ মোল্লা

শরিয়তের দৃষ্টিতে নামাজসহ একাধিক ইবাদত শুদ্ধ হওয়ার জন্য অজুর মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করা আবশ্যক, যদি ব্যক্তির জন্য গোসল ফরজ না হয়। যেমন কুরআন স্পর্শ করা, তাওয়াফ করা, সাঈ করা ইত্যাদি। এ ছাড়া বিভিন্ন সময়ে ইসলাম অজু করতে উৎসাহিত করেছে। যেমন ঘুমানোর আগে ও ঘুম থেকে ওঠার পর।

তাই অজু মুমিনের একটি দৈনন্দিন কাজও বটে।

অজুর কয়েকটি পুরস্কার

মুমিনের দৈনন্দিন কাজ অজুর জন্য আল্লাহ মহাপুরস্কার ঘোষণা করেছেন। তাহলো জীবনের সব গুনাহ মাফ হওয়া এবং জান্নাত লাভ করা। তবে এই পুরস্কার লাভের শর্ত হলো সুন্নত তরিকায় যত্নের সঙ্গে অজু করা।

নিম্নে হাদিসে বর্ণিত অজুর কয়েকটি পুরস্কার তুলে ধরা হলো–

১. জান্নাতের দরজা খুলে যায়

রাসূলুল্লাহ সা.বলেছেন, যে ব্যক্তি সুন্দরভাবে অজু করার পর বলে, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই; তিনি এক, তাঁর কোনো শরিক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি নবী সা.তাঁর বান্দা ও তাঁরই রাসূল। হে আল্লাহ! আমাকে তাওবাকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন এবং আমাকে পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন। তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজাই খুলে দেওয়া হবে। সে নিজ ইচ্ছামতো যেকোনো দরজা দিয়েই তাতে যেতে পারবে।' (সুনানে তিরমিজি, হাদিস : ৫৫)

২. গুনাহ থেকে মুক্তি

হাদিসে নবীজি সা.ইরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি অজু করে এবং উত্তমরূপে অজু করে, তার শরীর থেকে, এমনকি নখের নিচ থেকেও গুনাহগুলো বের হয়ে যায়।' (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ২৪৫)

রাসূলে আকরাম সা.আরো বলেছেন, 'মুসলিম বা মুমিন বান্দা যখন অজু করে, যখন সে মুখমণ্ডল ধৌত করে তখন পানির সঙ্গে বা পানির শেষ কাতরার সঙ্গে সেসব গুনাহ বের হয়ে যায়, যা সে দুই চোখ দ্বারা করেছিল। যখন সে দুই হাত ধৌত করে তখন পানির সঙ্গে সেসব গুনাহ বের হয়ে যায়, যা সে হাত দ্বারা করেছিল। যখন সে দুই পা ধৌত করে তখন পানির সঙ্গে সেসব গুনাহ বের হয়ে যায়, যার দিকে সে চলেছিল। এভাবে সে গুনাহ থেকে পবিত্র হয়ে যায়।' (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ২৪৪)

৩. শয়তানের প্রভাব থেকে মুক্তি

যত্নের সঙ্গে অজু করলে ব্যক্তি শয়তানের প্রভাব থেকে মুক্তি লাভ করে। রাসূলুল্লাহ সা.বলেন, 'রাগ হচ্ছে শয়তানি প্রভাবের ফল। শয়তানকে আগুন থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর আগুন পানি দিয়ে নেভানো যায়। অতএব, তোমাদের কারো রাগ হলে সে যেন অজু করে নেয়।' (সুনানে আবি দাউদ, হাদিস : ৪৭৮৪)

৪. জীবন-জীবিকায় বরকত লাভ

বিশুদ্ধরূপে ও বিশুদ্ধ নিয়তে অজু করলে ব্যক্তির জীবন-জীবিকায় বরকত আসে। আনাস (রা.)-এর উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ সা.বলেন, 'হে বৎস! যথাযথভাবে অজু কোরো। এটা তোমার হায়াত বৃদ্ধি করবে এবং তোমার দুই রক্ষী (ফেরেশতাকে) খুশি করবে।' (তাবারানি : ৬/১২৩)

৫. হাউজে কাউছার লাভ

নবীজি সা.সাহাবিদের সামনে হাউজে কাউছারের বর্ণনা দিচ্ছিলেন। তিনি বললেন, মানুষ যেমন তার হাউস থেকে অন্য মানুষকে সরিয়ে দেয়, তেমনি আমিও সেদিন কিছু মানুষকে সরিয়ে দেব। সাহাবিরা বললেন, সেদিন কি আপনি আমাদের চিনতে পারবেন? নবীজি বললেন, বলো তো, কারো যদি হাতে ও পায়ে সফেদ চিহ্নবিশিষ্ট কিছু ঘোড়া থাকে এবং সেগুলোকে অসংখ্য কালো রঙের ঘোড়ার মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হয়, তাহলে সেই ব্যক্তি কি তার ঘোড়াগুলো চিনতে পারবে না? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ, পারবে। হে আল্লাহর রাসূল! নবী করিম সা. বললেন, তেমনি তোমাদেরও এমন কিছু চিহ্ন হবে, যা অন্য কোনো উম্মতের হবে না। কিয়ামতের দিন তোমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোও অজুর কারণে ঝলমল করতে থাকবে। (সহিহ মুসলিম, হাদিস ২৪৬)

৬. জান্নাত ওয়াজিব হয়

উকবা বিন আমের (রা.) বলেন, আমি শুনতে পেয়েছি যে নবীজি সা.বলছেন, কোনো মুসলিম যখন সুন্দরভাবে অজু করে, অতঃপর চেহারা-মন উভয়কে আল্লাহ অভিমুখী করে দণ্ডায়মান হয় এবং দুই রাকাত নামাজ আদায় করে, তখন তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়। (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ২৩৪)

হে আল্লাহ! আমাদের সুন্দরভাবে অজু করার তাওফিক দিন। আমিন।

সূরা ইয়াসিনে আছে জীবন ও মৃত্যুর কথা

ফেরদৌস ফয়সাল

সূরা ইয়াসিন প্রত্যেক মুসলমানের কাছে অসম্ভব প্রিয়। রাসূল (সা.)-এর বর্ণনায় জানা যায়, সূরা ইয়াসিন কুরআনের হৃদয়। এতে আছে কুরআনের সারকথা।
তিরমিজি শরিফে এমন একটি বর্ণনা রয়েছে, যে এক বসায় সূরা ইয়াসিন পাঠ করবে, তার গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।
মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তির শিয়রে সূরা ইয়াসিন পাঠ করা হয়।
সূরা ইয়াসিনে একটি প্রারম্ভিকা, তিনটি অংশ ও একটি উপসংহার রয়েছে। প্রারম্ভিকা অংশে আল্লাহ স্বল্প বাক্যে পুরো কুরআনের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। 'ইয়া-সিন', এই যুগল অক্ষরে সূরাটি শুরু হয়েছে। এর পরপরই কুরআনকে উল্লেখ করে বলা হলো, 'ওয়াল কোরআনিল হাকিম', অর্থাৎ 'বিজ্ঞানময় কুরআনের কসম'। এরপর নবী (সা.)-কে নিয়ে বলা হলো, 'ইন্নাকা লামিনাল মুরছালিন', অর্থাৎ 'তুমি নিঃসন্দেহে রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত'। রাসূল কী করছেন? 'আলা-সিরাতিম মুছতাকিম'। সরল-সোজা পথ অবলম্বন করছেন। রাসূল জানেন কোন পথে চলতে হবে। তাই তিনি আমাদের পথপ্রদর্শক।
সূরা ইয়াসিনের প্রথম অংশে অতীত-ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে বর্তমান বা আমাদের চারপাশের নিদর্শনগুলো নিয়ে কথা বলা হয়েছে। তৃতীয় অংশে বলা হয়েছে ভবিষ্যৎ বা আমাদের পরিণতি সম্পর্কে। এর বিষয় কিয়ামত, জান্নাত ও জাহান্নাম।
প্রতিটি অংশে যে বিষয়টি খুবই প্রাসঙ্গিক তা হলো মৃত ব্যক্তির পুনরুত্থান এবং সেই পুনরুত্থানের পর আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা। এটিই সূরা ইয়াসিনের মূল শিক্ষা। এই কারণেই মৃত্যুপথযাত্রীর সামনে সূরা ইয়াসিন পড়ার ওপর এত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এর উদ্দেশ্য ব্যক্তির রুহকে শরীর থেকে আলাদা হওয়ার জন্য প্রস্তুত করা।
সূরা ইয়াসিনের ভূমিকা অংশে জীবন ও মরণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম অংশে যে ঘটনার কথা এল, সেখানেও জীবন ও মৃত্যু নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। মধ্যভাগে আল্লাহ আমাদের চারপাশের নিদর্শন উল্লেখ করেছেন। উল্লেখ করেছেন তিনটি বিষয়। প্রথমত, তাদের জন্য নিষ্প্রাণ ভূমির একটি নিদর্শন, অর্থাৎ পৃথিবী। দ্বিতীয়ত, বেহেশত। তৃতীয়ত, মানবসত্তা সৃষ্টির রহস্য। আমরা কেউ কেউ হয়তো একটি ঘটনা শুনেছি। আস ইবনে ওয়ায়েল মক্কা উপত্যকা থেকে একটি পুরোনো হাড় কুড়িয়ে এনে সেটি স্বহস্তে ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলল, এই যে হাড়টি চূর্ণ-বিচূর্ণ অবস্থায় দেখছেন, আল্লাহ কি তাকেও জীবিত করবেন? রাসূলুল্লাহ সা.বললেন, হ্যাঁ, আল্লাহ তোমাকে মৃত্যু দেবেন, পুনরুজ্জীবিত করবেন। তখন আল্লাহ একটি আয়াত নাজিল করলেন, 'মানুষ আমার ক্ষমতা সম্পর্কে অদ্ভুত কথা বানায়, অথচ সে নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে যায় এবং বলে, হাড়ে আবার প্রাণ দেবে কে যখন তা পচে গলে যাবে?' (সূরা ইয়াসিন, আয়াত: ৭৮)

ফসলের জাকাত ওশর

জাফর আহমাদ

টাকা-পয়সা স্বর্ণ-অলঙ্কার বা অন্যান্য ধন-সম্পদের হিসাব করে আল কুরআনের আটটি খাতে ২.৫০ শতাংশ যে দান করা হয় তার নাম জাকাত। তেমনিভাবে উৎপাদিত পণ্যের যেই জাকাত দেয়া হয় তার নাম ওশর নামে পরিচিত। জাকাতের মতোই এটি ফরজ বিধান। অন্যান্য সম্পদের ক্ষেত্রে নিসাব পরিমাণ সম্পদ পূর্ণ এক বছর মালিকানা থাকা শর্ত। কিন্তু ফসল এক বছর মালিকানাধীন থাকা শর্ত নয়; বরং উৎপাদিত ফসল ঘরে তোলার সাথে সাথেই তার ওপর জাকাত ফরজ হয়। এমনকি বছরে দু'-তিনবারও যদি ফসল উৎপাদন হয় তবে প্রতি ফসলেই জাকাত ফরজ।
ওশর ফরজ হওয়ার দলিল : আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তিনি আল্লাহই নানা প্রকার লতাগুল্ম ও বাগান সৃষ্টি করেছেন। খেজুর বীথি সৃষ্টি করেছেন। শস্য উৎপাদন করেছেন তা থেকে নানা প্রকার খাদ্য সংগৃহীত হয়। জাইতুন ও ডালিম বৃক্ষ সৃষ্টি করেছেন, এদের ফলের মধ্যে বাহ্যিক সাদৃশ্য থাকলেও স্বাদ বিভিন্ন। এগুলোর ফল খাও যখন ফলবান হয় এবং এগুলোর ফসল কাটার সময় আল্লাহর হক আদায় করো আর সীমা অতিক্রম করো না। কারণ সীমা অতিক্রমকারীদের আল্লাহ পছন্দ করেন না।' (সূরা আনআম-১৪১) এ আয়াতটি দ্বারা ফসলের জাকাত ফরজ হয়েছে। অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! যে অর্থ তোমরা উপার্জন করেছ এবং যা কিছু আমি জমি থেকে তোমাদের জন্য বের করে দিয়েছি, তা থেকে উৎকৃষ্ট অংশ আল্লাহর পথে ব্যয় করো। তাঁর পথে ব্যয় করার জন্য তোমরা সবচেয়ে খারাপ জিনিস বাছাই করার চেষ্টা করো না, অথচ ওই জিনিসই যদি কেউ তোমাদের দেয়, তাহলে তোমরা কখনো তা নিতে রাজি হও না, যদি না তা নেয়ার ব্যাপারে তোমরা চোখ বন্ধ করে থাকো। তোমাদের জেনে রাখা উচিত, আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন এবং তিনি সর্বোত্তম গুণে গুণান্বিত।' (সূরা বাকারা-২৬৭)
ওশর ফরজ হওয়ার শর্তাবলি : ১. ফসলের মালিক মুসলমান হওয়া; ২. উৎপাদনের জমি ওশরি হওয়া। ইমাম আবু হানিফা রহ:-এর মতে ওশরি জমি হচ্ছে, মুসলিম অঞ্চলের যেই ভূমির মালিক মুসলমান, তাদের ভূমিকে ওশরি ভূমি বলা হয়। মুসলমানরা কোনো দেশ জয় করার পর ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে অধিকৃত ভূমি মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন করা হলো সেই ভূমি ওশরি হয়ে যায়। কোনো ভূমি ওশরি হয়ে গেলে তা পরবর্তিতে তার ওয়ারিশদের মধ্যে বণ্টিত হয় এবং অন্যের কাছ থেকে ক্রয় করে নেয়ার পরও তা ওশরি ভূমি হিসেবে গণ্য। মালিকানার হাতবদল হলে ওশরি শর্তে তারতম্য ঘটবে না; ৩. ভূমি থেকে ফসল উৎপন্ন হতে হবে। উৎপাদিত ফসল এমন হতে হবে যা সচরাচর এ ভূমিতে উৎপন্ন হয় এবং এর দ্বারা নিজে ও মানুষ উপকৃত হয়।
কৃষিপণ্যের জাকাতের নিসাব : আবু সাইদ খুদরি রা: থেকে বর্ণিত- নবী সা: বলেছেন, 'পাঁচ ওয়াসাকের কম উৎপন্ন দ্রব্যের জাকাত নেই এবং পাঁচটির কম উটের জাকাত নেই। এমনিভাবে পাঁচ উকিয়ার কম পরিমাণ রৌপ্যের জাকাত নেই।' (বুখারি : ১৪৮৪, ১৪০৫ কিতাবুজ জাকাত, মুসলিম-৯৭৯) ওয়াসাকের পরিমাণ : এক ওয়াসাক সমান ৬০ ছা। পাঁচ ওয়াসাক সমান ৬০ছা×৫=৩০০ ছা। এক ছা সমান দুই কেজি ৫০০ গ্রাম হলে ৩০০ ছা সমান ৭৫০ কেজি হয়। অর্থাৎ ১৮ মণ ৩০ কেজি। এই পরিমাণের বেশি শস্য বৃষ্টির পানিতে উৎপাদিত হলে ১০ ভাগের ১ ভাগ জাকাত ফরজ হবে। আর নিজে পানি সেচ দিয়ে উৎপাদন করলে ২০ ভাগের ১ ভাগ জাকাত ফরজ। হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা: থেকে বর্ণিত- নবী সা: বলেছেন, 'বৃষ্টি ও প্রবাহিত পানি দ্বারা সিক্ত ভূমিতে উৎপাদিত ফসল বা সেচ ব্যতীত উর্বরতার ফলে উৎপন্ন ফসলের উপর অর্ধ (২০ ভাগের ১ ভাগ) ওশর।' (বুখারি-১৪৮৩, কিতাবুজ জাকাত)
জাকাত ও ওশরের মধ্যে পার্থক্য : জাকাত ফরজ হওয়ার জন্য মালের মালিক সুস্থ মস্তিষ্ক, বালেগ ও স্বাধীন হওয়া হওয়া শর্ত। কিন্তু ওশরের ক্ষেত্রে এই শর্ত প্রযোজ্য নয়।
উশরের উদ্দেশ্য : 'জাকাত ও ওশর উভয়ের উদ্দেশ্য : ১. আল্লাহর আদেশের আনুগত্য করা; ২. সম্পদ বৃদ্ধি ও পবিত্র করা; ৩. দরিদ্র ও অভাবী লোকদের সাহায্য করা; ৪. একটি ন্যায় ও ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠা করা এবং ৫. ভ্রাতৃত্বের ধারণাকে প্রচার করা। কুরআনের সূরা তাওবা, আয়াত ৬০ অনুসারে জাকাত ও ওশরের উদ্দেশ্য হলো : আটজন সুবিধাভোগীকে তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণে সহায়তা করা এবং আর্থ-সামাজিক ন্যায়বিচার অর্জন করা।'
সামাজিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব : মানুষের অভাব সীমাহীন। এই সীমাহীন অভাবকে সীমাবদ্ধ করা যায় একমাত্র আত্মিক পরিশুদ্ধতার মাধ্যমেই। ওশরের মাধ্যমে আত্মার পরিশুদ্ধতা আসে। আল্লাহ তায়ালা বলেন- 'হে নবী! তাদের ধন-সম্পদ থেকে সদকা নিয়ে তাদেরকে পাক পবিত্র করো, (নেকির পথে) তাদেরকে এগিয়ে দাও এবং তাদের জন্য রহমতের দোয়া করো। তোমার দোয়া তাদের সান্ত্বনার কারণ হবে। আল্লাহ সব কিছু শুনেন ও জানেন।' (সূরা তাওবা-১০৩)
পরিশুদ্ধতা ছাড়াও ওশরে সম্পদের প্রবৃদ্ধি ও পরিবর্ধন হয়। ওশরের একটি নিশ্চিত উপকার হলো- এর মাধ্যমে দরিদ্র ও অভাবীরা আরো বেশি উৎপাদনশীল হতে পারে। তাদের দারিদ্র্যতা ও অভাব দূরীভূত হওয়ার কারণে ক্রয়ক্ষমতা বেড়ে যায়, ফলে নতুন নতুন উৎপাদনশীল প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। দেশে অর্থনৈতিক সাইকেল সৃষ্টি হয়। তা ছাড়া উশর অফুরন্ত পুরস্কার নিয়ে আসে। আল্লাহ তায়ালা বলেন- 'যারা ব্যবসায় ও বেচাকেনায় ব্যস্ততার মধ্যেও আল্লাহর স্মরণ এবং সালাত কায়েম ও জাকাত আদায় থেকে উদাসীন হয় না। তারা সেদিনকে ভয় করতে থাকে যেদিন হৃদয় বিপর্যস্ত ও দৃষ্টি পাথর হয়ে যাওয়ার উপক্রম হবে।' (সূরা নূর-৩৭)
বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট অর্থনীতি গবেষক বলেছেন, 'বাংলাদেশে আদায়যোগ্য ওশরের পরিমাণ হিসাব অনুযায়ী ২০১৬-১৭ অর্থবছরে দেশের ১১১টি ফসলের উপাদন, বোরো ধানের সমতুল্য ফসল উৎপাদনে রূপান্তর করে পাওয়া যায় ৮৬,০৮৬,৬১১ মেট্রিক টন। সুতরাং যান্ত্রিক সেচ নির্ভর ফসলের জন্য নির্ধারিত ৫ শতাংশ হারে ওশর হিসাব করলে আদায়যোগ্য ওশরের পরিমাণ হবে ৪,৩০৪,৩৩১ মেট্রিক টন বোরো ধানের সমতুল্য ফসল। অন্যদিকে বৃষ্টি অথবা প্রাকৃতিক সেচনির্ভর ফসলের জন্য নির্ধারিত ১০ শতাংশ হারে আদায়যোগ্য ওশর হবে ৮,৬০৮,৬৬১ মেট্রিক টন বোরো ধানের সমতুল্য ফসল। আমরা যদি সঠিকভাবে ওশর রেকর্ড এবং সংগ্রহ করতে পারি তবে পরিমাণটি প্রাক্কলিত পরিমাণের চেয়েও বেশি হতে পারে। বিভিন্ন ফসলের ওই বছরের বাজার দামের ভিত্তিতে মোট ফসলের মূল্য হয় ১,৭৫৪,৪৪৫,১২৮,৯১৪ টাকা। যান্ত্রিক সেচনির্ভর ফসলের নিয়ম অনুযায়ী ৫ শতাংশ হারে মোট আদায়যোগ্য ওশর হবে ৮৭,৭২২,২৫৬৪৪৫ টাকা। ওশর নির্ণয়ের জন্য নিসাবের হিসাব নিয়ে যদিও মতভেদ রয়েছে তারপরও আমরা যদি নিসাব বাদ দিয়েও ওশর হিসাব করি তাহলে আমরা বিবেচনা করতে পারি যে, দেশের প্রায় অর্ধেক জমি ধনী ব্যক্তিদের মালিকানাধীন, তাই অর্ধেক ফসল দরিদ্র দ্বারা উৎপাদিত হয়। এ ধনী অর্ধেক লোকের ফসল উৎপাদন নিসাবের ঊর্ধ্বে, যার ওশর প্রদেয়। সুতরাং আমরা যদি ওশর বিবেচনা করি তাহলে ৫ শতাংশ হারে ওশরের মোট পরিমাণ বছরে ৪.২৫ হাজার কোটি টাকার বেশি হবে, যেখানে ১০ শতাংশ হারে প্রতি বছর ৮.৫ হাজার কোটি টাকা হবে।'
দেশে সবচেয়ে বেশি উপেক্ষিত ফরজ ইবাদত হলো, 'ওশর' বা ফসলের জাকাত। গ্রামপ্রধান বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের মানুষ ওশর সম্পর্কে সামান্যতম জ্ঞানও রাখেন না। অথচ এই ওশরের মাধ্যমে দারিদ্র্য, ক্ষুধা ও আয় বৈষম্য দূর করা খুবই সহজ। আমাদের আলেম-উলামা, ইসলামী স্কলার, তাদের ওয়াজ মাহফিল, জুমার খুতবায়, সেমিনার-সিম্পোজিয়ামে এ ব্যাপারে মুখ্য ভূমিকা রাখা জরুরি। যারা বাংলাদেশে ইসলামী অনুশাসন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নিয়োজিত আছেন, তাদের কাছেও অনুরোধ ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ এই ফরজ বিধানটির প্রতি বিশেষভাবে নজর দিন। মানুষ যদি আত্মিকভাবে পবিত্র হয় তাহলে ন্যায় ও ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠা খুব সহজ হবে। ইসলামের অর্থনৈতিক আইনে ওশরের গুরুত্ব এবং ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সচেতন করার জন্য সরকারি-বেসরকারি সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।

কুরআন-হাদিসের দৃষ্টিতে বোরকা ও হিজাব

আবদুল মজিদ মোল্লা

মুসলিম নারীর নিত্যদিনের পোশাক বোরকা ও হিজাব। ঘরের বাইরে চলাফেরার সময় পর্দা রক্ষার জন্য নারীরা বোরকা ও হিজাব পরিধান করে থাকে। তরুণ প্রজন্মের নারীদের ভেতর এর জনপ্রিয়তা রয়েছে। তবে বোরকা ও হিজাবের শরয়ি মানদণ্ড জানা না থাকায় অনেকেই এমন বোরকা ও হিজাব পরিধান করেন, যাতে পর্দার প্রয়োজন পূরণ হয় না।
যেমন হবে বোরকা ও হিজাব শরিয়তের দৃষ্টিতে বোরকা ও হিজাবে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো পাওয়া আবশ্যক। যেমন–
১. পুরো শরীর ঢেকে রাখা : নারী এমন বোরকা পরিধান করবে, যাতে তার পুরো শরীর ঢেকে থাকে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে, কন্যাদেরকে ও মুমিনদের নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের জিলবাবের (সর্বাঙ্গ আচ্ছাদনকারী পোশাক) একটা অংশ নিজেদের ওপর ঝুলিয়ে দেয়। যেন তাদেরকে (স্বাধীন নারী হিসেবে) চেনা সহজতর হয়। ফলে তাদেরকে উত্ত্যক্ত করা হবে না। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' (সুরা : আহজাব, আয়াত : ৫৯)
আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনে কাসির (রহ.) বলেন, 'পরপুরুষকে সাজসজ্জার কোনো কিছু দেখাবে না। তবে যা লুকিয়ে রাখা সম্ভবপর নয় সেটা ছাড়া।
' (তাফসিরে ইবনে কাসির)
২. কারুকাজ খচিত না হওয়া : নারীর ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের সাধারণ নির্দেশ হলো, 'তারা যেন তাদের সাজসজ্জা প্রকাশ না করে।' (সুরা : নুর, আয়াত : ৩১)
আয়াতে নারীর শারীরিক সৌন্দর্যের মতো তার পোশাকসহ অন্যান্য সৌন্দর্য গোপন রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং নারী পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষক নকশাদার পোশাক পরবে না। এ ব্যাপারে আলেমরা নিম্নোক্ত হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করেন। নবী সা. বলেছেন, 'তিন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কোরো না (তাদের পরিণতি জিজ্ঞাসার যোগ্য নয়) : যে ব্যক্তি দল ত্যাগ করে ইমাম বা রাষ্ট্রপ্রধানের অবাধ্য অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে, যে দাসী বা দাস পালিয়ে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেছে, যে নারীর স্বামী তার পার্থিব জীবনোপকরণের ব্যবস্থা করে সফরে বেরিয়েছে, সে চলে যাওয়ার পর স্ত্রী নিজের রূপ-সৌন্দর্য প্রদর্শন করে বেড়িয়েছে।
এদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কোরো না।' (মুসতাদরাকে হাকেম : ১/১১৯)
৩. কাপড়ের বুনন ঘন হওয়া : ইসলাম নারীদের ঘন বুননের পোশাক পরিধান করার নির্দেশ দেয় এবং স্বচ্ছ কাপড় পরতে নিষেধ করে। নবীজি সা.বলেন : 'শেষ যুগে আমার উম্মতের এমন কিছু নারী আসবে, যারা পোশাক পরা সত্ত্বেও উলঙ্গ।...তোমরা তাদেরকে অভিশাপ কোরো। কেননা তারা অভিশাপেরই উপযুক্ত।' (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ২১২৮)
আল্লামা ইবনে আবদুল বার (রহ.) বলেন, নবী সা.বোঝাতে চাচ্ছেন, যেসব নারী এমন হালকা কিছু পরিধান করে, যা শরীরকে আচ্ছাদিত না করে আরো ফুটিয়ে তোলে; এমন নারীরা নামেমাত্র পোশাক পরিহিতা, প্রকৃতপক্ষে তারা উলঙ্গ। (তানভিরুল হাওয়ালিক : ৩/১০৩)
৪. ঢিলেঢালা হওয়া : নারীর পোশাক এতটুকু ঢিলেঢালা হওয়া আবশ্যক, যাতে তার শরীরের অবয়ব প্রকাশ না পায়। বোরকা ঢিলেঢালা না হলে উদ্দেশ্যই অর্জিত হয় না। উসামা বিন জায়েদ (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. আমাকে একটি মোটা মিসরীয় পোশাক উপহার দিলেন। পোশাকটি আমি আমার স্ত্রীকে পরতে দিলাম। রাসূল সা.আমাকে বললেন : তুমি সেই মিসরীয় পোশাকটি পরছ না কেন? আমি বললাম : আমি আমার স্ত্রীকে দিয়েছি। তিনি বললেন : তাকে আদেশ দেবে যাতে করে এই পোশাকের নিচে একটি শেমিজ পরে। কেননা আমার আশঙ্কা হচ্ছে এই পোশাক তার হাড্ডির আকৃতি ফুটিয়ে তুলবে। (আল আহাদিসুল মুখতারা : ১/৪৪১)
৫. সুগন্ধি মাখানো না হওয়া : নারীদের জন্য ঘর থেকে বের হওয়ার সময় সুগন্ধি ব্যবহার করতে নিষেধ করা হয়েছে। 'যে নারী সুগন্ধি মেখে (পুরুষ) জনসমষ্টির পাশ দিয়ে গমন করে, যাতে করে তার সুগন্ধি তাদের নাকে লাগে, সে নারী ব্যভিচারী (তুল্য)।' (সুনানে নাসায়ি, হাদিস : ১০৬৫)
৬. খ্যাতি অর্জনের জন্য না হওয়া : খ্যাতি বা সুনামের জন্য বোরকা বা অন্য কোনো পোশাক পরিধান করবে না। কেননা মহানবী সা. বলেছেন, 'যে ব্যক্তি দুনিয়ায় আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হওয়ার জন্য পোশাক পরবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে লাঞ্ছনার পোশাক পরাবেন, অতঃপর তাকে আগুনে জ্বালাবেন।' (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস : ৩৬০৭)
হিজাব ও বোরকার উপকারিতা শরিয়ত নারীকে বোরকা ও হিজাব পরিধানের নির্দেশ দিয়েছে, যা নারীর জীবনে নিম্নোক্ত কল্যাণ বয়ে আনে। যেমন–
১. নৈতিক জীবনের নিশ্চয়তা : পর্দার বিধান মানুষকে নৈতিক জীবনের নিশ্চয়তা দেয়। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'বৃদ্ধা নারী, যারা বিয়ের আশা রাখে না, তাদের জন্য অপরাধ নেই, যদি তারা তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে তাদের বহির্বাস খুলে রাখে, তবে (নৈতিক জীবনযাপনের জন্য) এটা থেকে তাদের বিরত থাকাই উত্তম। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।' (সুরা : নুর, আয়াত : ৬০)
২. পবিত্র জীবনের নিশ্চয়তা : শরয়ি পর্দা পালন মানুষের জীবনকে পবিত্র করে। ইরশাদ হয়েছে, 'তোমরা স্ত্রীদের কাছে কোনো কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এই বিধান তোমাদের ও তাদের হৃদয়ের জন্য অধিকতর পবিত্র।' (সুরা : আহজাব, আয়াত : ৫৩)
৩. রোগাক্রান্ত হৃদয়ের জন্য নিরাপত্তা : যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে, তাদের জন্য পর্দার বিধান সুরক্ষাস্বরূপ। আল্লাহ বলেন, 'যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, তাহলে পরপুরুষের সঙ্গে কোমল কণ্ঠে এমনভাবে কথা বোলো না, যাতে অন্তরে যার ব্যাধি আছে, সে প্রলুব্ধ হয় এবং তোমরা ন্যায়সংগত কথা বলবে।' (সুরা : আহজাব, আয়াত : ৩২)
৪. দোষত্রুটির অন্তরাল : পর্দা মানুষের দোষত্রুটির জন্য অন্তরালস্বরূপ। রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, 'যে নারী নিজের ঘর ছাড়া অন্যত্র তার কাপড় খুলে ফেলে আল্লাহ তার থেকে (দোষত্রুটির) অন্তরাল সরিয়ে দেন।' (সামিউস সগির, হাদিস : ২৯৫৫)
৫. আল্লাহভীতি অর্জনের মাধ্যম : পর্দার বিধান পালন ও শালীন জীবনযাপনের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহভীতির জীবন অর্জন করতে পারে। ইরশাদ হয়েছে, 'হে আদম সন্তান! তোমাদের লজ্জাস্থান ঢাকার ও বেশভূষার জন্য আমি তোমাদের পোশাক দিয়েছি এবং তাকওয়ার পোশাক–এটাই সর্বোত্কৃষ্ট।' (সুরা : আরাফ, আয়াত : ২৬)
আল্লাহ সবাইকে সম্মান ও সম্ভ্রম রক্ষা করে চলার তাওফিক দিন। আমিন।

ঘুমানোর আগে রাসূল সা. যেসব আমল করতেন

মোহাম্মাদ বিন কাসেম

একটি হাদিসে ঘুমানোর আগে সতর্কতাস্বরূপ প্রয়োজনীয় কয়েকটি কাজের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সা.বলেন, 'তোমরা রাতে পানাহারের পাত্রগুলো ঢেকে রেখো। ঘরের দরজাগুলো বন্ধ রেখো। আর সাঁঝের বেলায় তোমাদের বাচ্চাদের ঘরে আটকে রেখো, কারণ এ সময় জ্বিনেরা ছড়িয়ে পড়ে এবং কোনো কিছুকে দ্রুত পাকড়াও করে।
নিদ্রাকালে বাতিগুলো নিভিয়ে দেবে। কেননা অনেক সময় ছোট ক্ষতিকারক ইঁদুর প্রজ্বলিত সলতেযুক্ত বাতি টেনে নিয়ে যায় এবং গৃহবাসীকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দেয়।' (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৩৩১৬)
রাতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র হয়ে শোয়া সুন্নত। তাই ঘুমানোর আগে ভালোভাবে হাত ধুয়ে নেবে, যাতে খাবারের কোনো কিছু লেগে না থাকে।
শয্যা গ্রহণের আগে বিছানা ঝেড়ে নেওয়া উচিত। নবী করিম সা. বলেন, 'যদি তোমাদের কেউ শয্যায় যায়, তখন সে যেন তার লুঙ্গির দ্বারা বিছানাটা ঝেড়ে নেয়। কারণ সে জানে না যে বিছানার ওপর তার অনুপস্থিতিতে পীড়াদায়ক কোনো কিছু আছে কি না।' (বুখারি, হাদিস : ৬৩২০)
চোখে বেজোড় সংখ্যায় সুরমা লাগানো সুন্নত।
ডান কাতে শয়ন করা সুন্নত।
শয়নকালে দোয়া পড়া সুন্নত।
হাদিস শরিফে ঘুমানোর আগে কয়েকটি দোয়া বর্ণিত হয়েছে। সব দোয়া পড়তে না পারলে ছোট এই দোয়াটি পড়া যায় : 'আল্লাহুম্মা বিসমিকা আমুতু ওয়া আহ্ইয়া' অর্থাৎ 'হে আল্লাহ! তোমার নামে আমি শয়ন করছি এবং তোমারই দয়ায় আমি পুনর্জাগ্রত হব।'
সুরা এখলাস, নাস ও ফালাক পড়ে শরীরে ফুঁ দেওয়া সুন্নত।
আয়েশা (রা.) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ সা.প্রতি রাতে যখন বিছানায় যেতেন, তখন দুই হাত একত্র করে তাতে সুরা এখলাস, ফালাক ও নাস পড়ে ফুঁক দিতেন। অতঃপর মাথা ও চেহারা থেকে শুরু করে যতদূর সম্ভব দেহে তিনবার দুই হাত বুলাতেন।' (বুখারি, হাদিস : ৫০১৭)
আয়াতুল কুরসি পাঠ করা সুন্নত : রাসূল সা.বলেন, 'তুমি যখন শয্যা গ্রহণ করবে, তখন আয়াতুল কুরসি পড়বে। তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে সর্বদা তোমার জন্য একজন রক্ষক থাকবে এবং সকাল পর্যন্ত শয়তান তোমার কাছে আসতে পারবে না।' (বুখারি, হাদিস : ২৩১১)

ব্রাজিলের হারের পর ক্ষমা চাইলেন ভিনিসিয়ুস

আপনজন ডেস্ক: তিনি যতটা না ব্রাজিলের, এর চেয়ে বেশি রিয়াল মাদ্রিদের—ভিনিসিয়ুস জুনিয়রকে নিয়ে ব্রাজিল সমর্থকদের এমন অভিযোগ অনেক দিনের। এই অভিযোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় একটিই—ক্লাব রিয়াল মাদ্রিদের মতো জাতীয় দল ব্রাজিলের হয়েও সমানতালে পারফর্ম করে যাওয়া।
কিন্তু ব্রাজিল ভক্তদের প্রত্যাশার ধারেকাছেও যেতে পারছেন না ভিনিসিয়ুস। ব্রাজিলের দুঃসময়ও তাই কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না। চোটের কারণে প্রায় এক বছর ধরে নেইমার না থাকায় আক্রমণভাগে দলকে টেনে তোলার দায়িত্ব ভিনিসিয়ুসের ওপরই বর্তেছিল; কিন্তু দেশের জার্সিতে একের পর এক ম্যাচে ছন্নছাড়া পারফর্ম করে যাচ্ছেন এই উইঙ্গার। ব্রাজিলের বাজে সময় চলতে থাকার অন্যতম কারণও মনে করা হচ্ছে তাঁর নিষ্প্রভতা।
২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইয়ে এখন পর্যন্ত খেলা ৮ ম্যাচের ৪টিতেই হেরেছে ব্রাজিল, যার সর্বশেষটি আজ প্যারাগুয়ের বিপক্ষে (১-০)। অথচ দক্ষিণ আমেরিকান অঞ্চলের (কনমেবল) আগের পাঁচ বিশ্বকাপ বাছাইয়ে ৭১ ম্যাচ খেলে মাত্র ৫টিতে হেরেছিল ব্রাজিল। এতেই স্পষ্ট, রেকর্ড পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা কতটা খারাপ সময় পার করছে। আজকের হারে বাছাইয়ের পয়েন্ট তালিকার পাঁচে নেমে গেছে দরিভাল জুনিয়রের দল।
প্রত্যাশা পূরণ করতে না পারায় ভিনিসিয়ুসকে আরও কড়া সমালোচনার মুখে পড়তে হচ্ছে। কোপা আমেরিকার পর বিশ্বকাপ বাছাইয়েও ব্যর্থ এই তারকার ওপর রীতিমতো বিরক্ত ব্রাজিল সমর্থকেরা। তাই আজ প্যারাগুয়ের কাছে হারের পর ক্ষমা চেয়েছেন তিনি।
ব্রাজিলের ক্রীড়া বিষয়ক টেলিভিশন নেটওয়ার্ক স্পোরটিভিকে ২৪ বছর বয়সী উইঙ্গার বলেছেন, 'আমি সমর্থকদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী, তারা সবসময় আমাদের পাশে থাকেন; কিন্তু এই মুহূর্তে আমরা কঠিন সময় পার করছি। আমাদের চাওয়া একটাই—খেলায় উন্নতি করা।'
আত্মবিশ্বাসের ঘাটতি আছে বলেই প্রত্যাশা পূরণ করতে পারছেন না বলে মনে করেন ভিনিসিয়ুস, 'আমি আমার সামর্থ্যের ব্যাপারে জানি। এটাও জানি জাতীয় দলের হয়ে আমি কী করতে পারি। কিন্তু যখন আপনার মধ্যে আত্মবিশ্বাস থাকে না, যখন আপনি গোল পান না, গোলে সহায়তা করতে পারেন না এবং ভালো পারফর্ম করতে পারেন না, তখন প্রক্রিয়াগুলো খুব কঠিন হয়ে ওঠে।'
যদিও ভুলগুলো শুধরে দ্রুত ভালো করার ব্যাপারে আশাবাদী ভিনিসিয়ুস, 'জানি, আমি কোন দেশকে প্রতিনিধিত্ব করি। যখন আমি ভালো অবস্থায় পৌঁছাব (উন্নতি করব), তখন সবাইকে (আমার খেলার দিয়ে) মানসিক প্রশান্তি দেব। আমি আমার দায়িত্ব সম্পর্কে অবগত। যত দ্রুত সম্ভব, আমি উন্নতি করতে চাই।'
রিয়াল মাদ্রিদের জার্সিতে ২০২৩-২৪ মৌসুম দুর্দান্ত কেটেছে ভিনিসিয়ুসের। স্পেন ও ইউরোপের সফলতম ক্লাবটির হয়ে গত মৌসুমে স্প্যানিশ সুপার কাপ, লা লিগা ও উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ শিরোপা জয়ের পথে করেছেন ২৪ গোলে, সতীর্থদের দিয়ে করিয়েছেন ১১ গোল। এবারের বালন ডি'অর জয়ের দৌড়েও তাই তাঁর নাম ওপরের সারিতে আছে; কিন্তু রিয়ালের সাদা জার্সি খুলে ব্রাজিলের হলুদ জার্সি পরতেই কী যেন হয় ভিনির।

বাংলাদেশের বিপক্ষে ২০০ করবেন কোহলি: প্রাক্তন পাক ব্যাটার বাসিত আলী

আপনজন ডেস্ক: বিরাট কোহলি সর্বশেষ টেস্ট খেলেছেন এ বছরের জানুয়ারিতে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে। এরপর ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ঘরের মাঠে জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি-মার্চ মিলিয়ে পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজে খেলতে পারেননি। ছেলে অকায়ের জন্মের কারণে সেই সিরিজে তাঁকে দেখা যায়নি। প্রায় আট মাস বিরতির পর বাংলাদেশের বিপক্ষে দুই ম্যাচের সিরিজ দিয়ে টেস্ট দলে ফিরবেন কোহলি।
নামটি যতই কোহলি হোক, দীর্ঘতম সংস্করণে দীর্ঘদিন না খেলা কারও জন্য মাঠে নেমে পারফর্ম করা বেশ কঠিনই। তবু বাংলাদেশ সিরিজে বাসিত আলীর বাজির ঘোড়া কোহলি!
কোহলি সাম্প্রতিক পারফরম্যান্সে আরেকটু নজর ফেরানো যাক। গত জুনে শেষ হওয়া টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে রানের দেখা পাননি কোহলি। সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহকের তালিকায় শীর্ষ দশেও নেই। ৮ ম্যাচে ১৮.৮৭ গড় ও ১১২.৬৮ স্ট্রাইক রেটে করেছেন ১৫১ রান। ফাইনালে দলকে জেতানো ৭৬ রানের ইনিংসটাই সর্বোচ্চ। এরপর গত আগস্টে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে ৩ ম্যাচে করেন ৫৮ রান। কোহলি যে মাপের ব্যাটসম্যান, সেই বিচারে বলাই যায়, সাম্প্রতিক সময়ে কোহলি তেমন একটা রানের মধ্যে নেই। কিন্তু পাকিস্তানের সাবেক ব্যাটসম্যান বাসিত আলী মনে করেন, শুধু বাংলাদেশ নয়, নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজেও বড় রানের ইনিংস খেলবেন কোহলি। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে গতকাল ৫৩ বছর বয়সী বাসিত বলেছেন, 'ইংল্যান্ড সিরিজে বিরাট ছিল না। শ্রীলঙ্কা সিরিজে সে ভালো পারফর্ম করেনি। কিন্তু বাংলাদেশ ও নিউজিল্যান্ড সিরিজে আপনারা বড় সেঞ্চুরি দেখবেন। ১১০ কিংবা ১১৫ নয়, ২০০ রানের ইনিংসও দেখতে পারেন তার কাছ থেকে।'
টেস্ট ক্যারিয়ারে ৭টি ডাবল সেঞ্চুরি রয়েছে কোহলির। টেস্ট ইতিহাসে সর্বোচ্চ ডাবল সেঞ্চুরির তালিকায় তিনি ইংল্যান্ডের কিংবদন্তি ওয়ালি হ্যামন্ডের সঙ্গে যৌথভাবে চতুর্থ। ৯টি ডাবল সেঞ্চুরি নিয়ে তৃতীয় ক্যারিবিয়ান কিংবদন্তি ব্রায়ান লারা। ১১ ডাবল সেঞ্চুরি নিয়ে দ্বিতীয় শ্রীলঙ্কান কিংবদন্তি কুমার সাঙ্গাকারা এবং অস্ট্রেলিয়ান কিংবদন্তি ডন ব্র্যাডম্যান ১২ ডাবল সেঞ্চুরি নিয়ে শীর্ষে। বাংলাদেশের বিপক্ষে ৬ টেস্টে ৯ ইনিংসে ৫৪.৬২ গড়ে ৪৩৭ রান করেছেন কোহলি। ২০১৭ সালে হায়দরাবাদ টেস্টে ২০৪ রানের ইনিংস বাংলাদেশের বিপক্ষে কোহলির সর্বোচ্চ। ১৯ সেপ্টেম্বর চেন্নাইয়ে শুরু হবে প্রথম টেস্ট। কানপুরে দ্বিতীয় টেস্ট শুরু ২৭ সেপ্টেম্বর। বাংলাদেশ নিয়ে সাম্প্রতিক সময়ে ভালোই কথা বলছেন বাসিত আলী।
পাকিস্তানের হয়ে ১৯ টেস্ট ও ৫০ ওয়ানডে খেলা বাসিত এর আগে বাংলাদেশের কাছে ২-০ ব্যবধানে টেস্ট সিরিজে ধবলধোলাই হওয়ায় পাকিস্তানের তুমুল সমালোচনাও করেছেন।

ভারতের অর্থনীতিতে বিশ্বকাপের অবদান সাড়ে ১১ হাজার কোটি টাকা

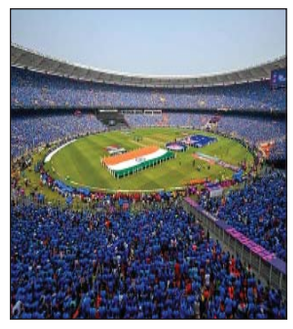

আপনজন ডেস্ক: অনলাইন-অফলাইনের দর্শক-সংশ্লিষ্টতায়, প্রাইজমানিতে ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপ ছিল আইসিসি আয়োজিত সবচেয়ে বড় টুর্নামেন্ট। ভারতের ১০টি শহরে অনুষ্ঠিত এই বিশ্ব আসর দেশটির অর্থনীতিতেও রেখেছে বড় অবদান। আইসিসির নতুন আর্থিক প্রতিবেদন বলছে, ২০২৩ বিশ্বকাপ ভারতের অর্থনীতিতে ১৩৯ কোটি মার্কিন ডলার যোগ করেছে, যা ভারতীয় মুদ্রায় ১১ হাজার ৬৩৭ কোটি টাকা। আইসিসি ও বিসিসিআইদের দেওয়া তথ্য, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পন্ন জরিপ এবং বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া তথ্য নিয়ে '২০২৩ বিশ্বকাপের অর্থনৈতিক প্রভাব মূল্যায়ন' বিষয়ক প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করেছে বাজার গবেষণা সংস্থা নিয়েলসেন।
আজ আইসিসির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা আইসিসি এবং ভারতের ক্রিকেট বোর্ড বিসিসিআইয়ের সরাসরি বিনিয়োগ এবং দেশটির রাজ্য ক্রিকেট সংস্থাগুলোর স্টেডিয়াম উন্নয়নকাজ ভারতের বিভিন্ন ব্যবসায় উল্লেখযোগ্য লাভের জোগান দিয়েছে। এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে অবদান রেখেছে বিদেশ থেকে আসা ও ভারতের অভ্যন্তরীণ দর্শকের ভ্রমণ। খেলা দেখার উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করা এসব দর্শক আবাসন, যাতায়াত, পরিবহন, খাদ্য ও পানীয় সেবা খাতে যে খরচ করেছেন, তার পরিমাণ ৮৬ কোটি ১৪ লাখ মার্কিন ডলার, যা মোট অর্থনৈতিক অবদানের ৬০ শতাংশের কাছাকাছি। ভারতের বাইরে থেকে যাওয়া দর্শকেরা খেলা দেখার পাশাপাশি বিভিন্ন পর্যটন স্পটে ঘুরতে গেছেন। ভারতের অর্থনীতিতে তাঁদের অবদান ২৮ কোটি ১২ লাখ মার্কিন ডলার। বেশির ভাগ বিদেশি দর্শক ভারতে গড়ে ৫ রাত অবস্থান করেছেন। আর অভ্যন্তরীণ দর্শকেরা আয়োজক শহরে ছিলেন গড়ে দুই রাত। একটি দেশ শুধু আর্থিক কারণেই বিশ্বকাপ আয়োজন করে না, অন্যতম লক্ষ্য থাকে নিজেদের বৈশ্বিক ভাবমূর্তি বৃদ্ধি করা।
আইসিসি বলছে, ভারতে বিশ্বকাপ দেখতে যাওয়া বাইরের দর্শকদের ৬৮ শতাংশই ভারত ভ্রমণের জন্য বন্ধু ও পরিবারকে পরামর্শ দেবেন বলে জানিয়েছেন। দেড় মাসের বিশ্বকাপে খেলা দেখেছেন মোট ১২ লাখ ৫০ হাজার দর্শক। এর মধ্যে প্রায় ৭৫ শতাংশই প্রথমবারের মতো ৫০ ওভার ক্রিকেটের বিশ্বকাপ ম্যাচ দেখেছেন।
বিদেশিদের মধ্যে ৫৫ শতাংশ নিয়মিতই ভারতে ভ্রমণ করে থাকেন, ১৯ শতাংশ বিশ্বকাপের সময়ই প্রথম গেছেন।
এ ছাড়া বিশ্বকাপের কারণে পূর্ণকালীন ও খণ্ডকালীন মিলিয়ে ৪৮ হাজারের বেশি কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছিল। নতুন কর্মসংস্থানের মাধ্যমেও ভারতের অর্থনীতিতে যোগ হয়েছে ১ কোটি ৮০ লাখ মার্কিন ডলার।
আইসিসির প্রধান নির্বাহী জিওফ অ্যালারডাইস এ বিষয়ে বলেন, '২০২৩ বিশ্বকাপ দেখিয়েছে ক্রিকেটের তাৎপর্যপূর্ণ অর্থনৈতিক ক্ষমতা আছে, যা ভারতের জন্য ১৩৯ কোটি ডলারের অর্থ যোগ করেছে। এই টুর্নামেন্ট হাজারো কর্মসংস্থান তৈরি করেছে এবং ভারতকে পর্যটন গন্তব্য হিসেবেও তুলে ধরেছে।

সিএবি-র বয়স ভিত্তিক দলের খেলোয়াড় নির্বাচন ভাঙড়ে

সাদ্দাম হোসেন মিদ্দে ● ভাঙড়

আপনজন ডেস্ক: সিএবি-র অনুর্ধ ১৩ ও ১৫ বয়স ভিত্তিক দলের খেলোয়াড় নির্বাচন হয়ে গেল দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার ভাঙড় উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে। বুধবার দুপুরে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেন ভাঙড় ক্রিকেট একাডেমির ছেলেরা। ভাঙড় ক্রিকেট একাডেমির কোচ আবু বক্কার মোল্লা জানান, এদিন ভাঙড় ক্রিকেট একাডেমি থেকে ১০ জন ক্রিকেটার সিএবি-র বয়সভিত্তিক দলে খেলার জন্য নির্বাচিত হয়েছেন। এদের মধ্যে ৩ জন অলরাউন্ডার। ৪ জন বোলার এবং ৩ জন ব্যাটার।
এদিন সিএবি-র স্টেডিয়াম কমিটির চেয়ারম্যান শান্তনু দত্ত উপস্থিত থেকে নির্বাচন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করেন এবং ক্রিকেটারদের নির্বাচন করেন।

ইন্দো নেপাল ক্যারাটেতে তৃতীয় সাকিব

রাজু আনসারী ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: ইন্দো নেপাল ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় তৃতীয় স্থান অধিকার করলেন মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জের মধ্য চাচন্ড গ্রামের ছাত্র সাকিব হোসেন। দিন দুয়েক আগেই নেপালে অনুষ্ঠিত হওয়া এই ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় সফলতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছাতে পারায় খুশি ছাত্রের বাবা মা থেকে শুরু করে শিক্ষক শিক্ষিকারা। জানা গিয়েছে, সামশেরগঞ্জের মধ্য চাচন্ড গ্রামের সাকিব হোসেন ভয়েস পাবলিক স্কুলের পঞ্চম শ্রেনীর ছাত্র। দিন কয়েক আগেই ডাক পেয়ে শিক্ষক ও মায়ের সঙ্গে ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় নেপালের উদ্দেশ্যে রওনা দেয় সে। খেলা হয় রবিবার। তাতেই কার্যত বাজিমাত করে সাকিব। প্রথম এবং দ্বিতীয় স্থান ধরে না রাখতে পারলেও নেপালের মতো জায়গায় গিয়ে ক্যারাটে খেলে তৃতীয় স্থান অধিকার করতে পেরে গর্বিত সাকিব হোসেন। সাকিব হোসেনের বাবা চাচন্ড পঞ্চায়েতের তৃণমূল কংগ্রেসের সদস্য রাকিব হোসেন। ছেলের প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ এবং তৃতীয় স্থান অধিকারে খুশি বাবাও। রাকিব হোসেন জানিয়েছেন, ছোট্ট থেকেই সাকিব হোসেনের প্রতিভা দেখিয়ে নেপালে গিয়ে ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় তৃতীয় স্থান অধিকার সত্যিই আমাদের গর্বে বুক ভরিয়ে দিয়েছে। আগামী দিনে আরো ভালো সাফল্য করবে বলেও আশা ব্যক্ত করেছেন তিনি। এদিকে খেলা শেষে মঙ্গলবার সকালেই বাড়ি ফিরেছে সাকিব। প্রথম, দ্বিতীয় হওয়ার ইচ্ছা থাকলেও তৃতীয় হয়েই আপাতত সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে তাকে। এবারে মিস গেলেও আগামীদিনে ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় সেরা উপহার দেওয়ার ব্যাপারেও আসা ব্যক্ত করে সাকিব হোসেন।

এআইএফএফ এর চার মাসের নিষেধাজ্ঞা জারি আনোয়ার আলীর ওপর

মারুফা খাতুন ● কলকাতা

আপনজন: ভারতীয় ফুটবলের সবচেয়ে বড় গল্পটি এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আরো জোরালো হয়ে উঠেছে। কারণ অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন আনোয়ার আলীকে পূর্ববঙ্গে চলে যাওয়ার পর চার মাসের জন্য নিষিদ্ধ করেছিল। আলি এর আগে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের চির প্রতিদ্বন্দ্বীদের জন্য সবচেয়ে বড় ট্রান্সফারের মধ্যে সাইন করার সিদ্ধান্ত নিয়ে দেশকে অবাক করে দিয়েছিলেন, যা ভারতীয় ইতিহাসে অন্যতম। তা সত্বেও মোহনবাগানের সাথে তার চুক্তির অন্যায্য সমাপ্তির কারণে, আলী চার মাসের স্থগিতাদেশ পেয়েছেন। কারণ আনোয়ার-এর ইস্ট বেঙ্গলে স্থানান্তর হওয়ার খবর ৯ই সেপ্টেম্বর সামনে এসেছিল। মোহনবাগানকে ১২.৯০ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে যেটি খেলোয়াড় নিজস্ব ক্লাব দিল্লি এফসি এবং তাদের নতুন দল ইস্টবেঙ্গল দ্বারা শোধ করা হবে।
এআইএফএফ, দিল্লি এফসি এবং ইস্টবেঙ্গল এর ওপর দুটি উইন্ডো নিষেধাজ্ঞাও জারি করেছে। এমনকি পরবর্তী ট্রান্সফার উইন্ডো তে নতুন খেলোয়াড় সই করা থেকে দুই দলকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তবে পূর্বে সঠিক যুক্তির অভাবে এ আই এফ এফ এর প্লেয়ার স্ট্যাটাস কমিটি দিল্লি থেকে আলীকে ইস্টবেঙ্গল এ যেতে নিষেধ করেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে স্থানান্তর করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল বদলি সংক্রান্ত বিরোধের কারণে প্রাক-মৌসুম ফুটবল ম্যাচে অংশ নেননি আলী। তার সাম্প্রতিক উপস্থিতি ছিল সিরিয়ার বিরুদ্ধে ভারতের ম্যাচের সময়।
মোহনবাগান থেকে ইস্টবেঙ্গলে আলীর স্থান বদল সমসাময়িক ভারতীয় ফুটবল একটি বড় বিতর্কের জন্ম দেয়। ২৪ বছর বয়সী, রেড এবং গোল্ডসের সাথে একটি লাভজনক ৫ বছরের চুক্তি স্বাক্ষর করেছে, যেখানে দিল্লি এফসি ২.৫ কোটি টাকা লাভ করেছে। আইএসএল ২০২৪-২৫ মৌসুমের উদ্বোধনী ম্যাচের দিন থেকে শুরু করে আলী ইস্টবেঙ্গলের হয়ে ম্যাচগুলোতে অংশ নিতে পারবেন না তাকে এম বি এস জি-কে ১২.৯০ কোটি টাকার ক্ষতিপূরণের ৫০% কভার করতে হবে। খেল নাও এর মতে এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে পিএসসির সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করার অধিকার সব পক্ষেরই আছে। খেলোয়াড় যদি আপিল করার সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে এআইএফএফ আপিল কমিটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না নেওয়া পর্যন্ত ক্ষতিপূরণের সময়সীমা বাড়ানো হবে।

রাজকুমারের হ্যাটট্রিকে সেমিফাইনালে প্রবেশ ভারতের

এশিয়ান চাম্পিয়ন্স ট্রফি

আপনজন ডেস্ক: তরুণ স্ট্রাইকার রাজকুমার পালের তিনটি গোলে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন ভারত বুধবার এখানে অনুষ্ঠিত হিরো এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে তাদের টানা তৃতীয় জয়ে মালেশিয়াকে ৮-১ গোলে পরাজিত করে সেমিফাইনালে জায়গা করে নিয়েছে। ছয় দলের টুর্নামেন্টটি একটি রাউন্ড রবিন বিন্যাস ব্যবহার করবে, যেখানে শীর্ষ চারটি দল সেমিফাইনালে ১৬ সেপ্টেম্বর এবং ফাইনালে ১৭ ই সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। টুর্নামেন্টের তাদের প্রথম ম্যাচে, ভারত চীনের বিরুদ্ধে ৩-০ ব্যবধানে জিতেছে এবং জাপানকে ৫-১ গোলে হারিয়েছে। প্যারিস অলিম্পিকের ব্রোঞ্জ পদকজয়ী ভারত আগামী বৃহস্পতিবার কোরিয়ার মুখোমুখি হবে। তারপরে তাদের লিগ ম্যাচ গুলি শেষ করতে শনিবার দীর্ঘদিনের প্রতিপক্ষ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে খেলবে।
ভারতীয় স্ট্রাইকাররা টুর্নামেন্টে তাদের দুর্দান্ত ফর্ম অব্যাহত রাখে। পাঁচটি ফিল্ড গোল এবং তিনটি পেনাল্টি কর্নার করেন যা যুবরাজ হরমোনপৃষ্ঠ এবং উত্তম দ্বারা রূপান্তরিত হয় মালেশিয়ার বিরুদ্ধে ম্যাচে ভারতীয় দল শুরুর কোয়ার্টারে একটানা আক্রমণাত্মক খেলা দিয়ে শক্তিশালী শুরু করেছিল ৩ মিনিট পর মালেশিয়ার পোষ্টের কর্নার খুঁজে পান ওরাই জিৎ এবং ভারতের লিড দ্বিগুণ করেন ২২ তম মিনিটে ভারত একটানা পেনাল্টি কর্নার করেন, যা যুগরাজ হার্মান ট্রিট এবং উত্তম দ্বারা রূপান্তরিত হয়।
মালয়েশিয়ার বিরুদ্ধে ম্যাচে ভারতীয় দল শুরুর কোয়ার্টারে একটানা আক্রমণাত্মক খেলা দিয়ে শক্তিশালীভাবে শুরু করেছিল। ৩ মিনিট পর মালেশিয়ার পোস্ট এর কর্নার খুঁজে পান অরাইজিত এবং ভারতের লিড দ্বিগুণ করেন।
২২ তম মিনিটে ভারত একটানা পেনাল্টি কর্নার অর্জন করে এবং বিশ্বের শীর্ষ ড্রাগ-ফ্লিকারদের একজন হিসেবে পরিচিত হরমনপ্রীত মালেশিয়ার বিরুদ্ধে লিড বাড়াতে একটি ভিন্টেজ ফ্লিক দিয়ে গোল করেন।
দ্বিতীয়ার্ধের তিন মিনিটের মাথায় সহ-অধিনায়ক বিবেক সাগর প্রাসাদের শট মালেশিয়ার গোলরক্ষক দ্বারা বাধা দেওয়ায় রাজকুমার রিবাউন্ডে থেকে সিনিয়র পর্যায়ে তার প্রথম হ্যাটট্রিক করেন। যাই হোক নীলকান্ত শর্মার পাস থেকে অরাইজিৎ একটি ফিল্ড গোল করে ভারত তাদের গতি অব্যাহত রাখে, তারপরে উত্তম এক মিনিট পরে পেনাল্টি বাউন্ডে গোল করেন।

জেলাভিত্তিক কবাডি প্রতিযোগিতা জীবন্তি উদয়চাঁদপুর হাইস্কুলে

উম্মার সেখ ● কান্দি

আপনজন: জেলাভিত্তিক কাবাডী প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল কান্দির জীবন্তি উদয়চাঁদপুর হাইস্কুলে। মুর্শিদাবাদের জেলা বিদ্যালয় ক্রিড়া সংস্থার পক্ষ থেকে ৫টি সাবডিভিশন থেকে ১৫ টি কাবাডী টিম নিয়ে জেলা ভিত্তিক প্রতিযোগীতার আয়োজন করা হয়। জীবন্তির উদয়চাঁদপুর হাইস্কুলে বুধবার সকাল ১০ টা নাগাদ পতাকা উত্তোলন এবং জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে এই কাবাডী খেলার শুভ উদ্বোধন করা হয়। এই কাবাডী প্রতিযোগীতায় উপস্থিত ছিলেন মুর্শিদাবাদ জেলা বিদ্যালয় ক্রিড়া সংস্থার সম্পাদক গোলাম সাব্বীর, সহকারী সম্পাদক আবিরা সুলতানা, কাবাডী প্রতিযোগিতার কনভেনার মহঃ হজরততুল্লাহ, উদয়চাঁদপুর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক সামসুজ্জুহা বিশ্বাস, সভাপ্রতি মসির আলী, ক্রিড়া শিক্ষক বাসার আলীসহ বিশিষ্ট ক্রিড়াবীদ শিক্ষক অতিথী বৃন্দ। তাদের সকলকেই ব্যাচ দিয়ে বরন করে নেওয়া হয়। জানা গিয়েছে অনুর্দ্ধ ১৪ থেকে অনুর্দ্ধ ১৯ পর্যন্ত ব্লকে ৩ করে মোট ১৫ টি কাবাডী টীম অংগ্রহন করেছিল।
আজ বালক বিভাগের কাবাডী প্রতিযোগীতা সম্পূর্ণ হওয়ার পর আগামী কাল বালিকা বিভাগের কাবাডী প্রতিযোগীতা রয়েছে বলে জানিয়েছেন কনভেনার মহঃ হজরততুল্লাহ।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**